# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

দ্বাদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

## দ্বাদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ' মহাগ্রন্থের দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বিশাল বাণী-সমুদ্রের ক্রম-অনুযায়ী যথাযথ তারিখ ও সময় উল্লেখ হ'ল এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জানা যাবে, একই দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কত বিচিত্র ভাবের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে কত রকমারি বাণী নির্গত হয়েছে তাঁর শ্রীমুখকমল হ'তে। ইং ১৯৫৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী বেলা ১১-৫ মিনিট থেকে ১৯৫৩ সালের ২০শে মার্চ বেলা ১০-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত প্রদত্ত মোট ১৯৯টি বাণী নিয়ে এই খণ্ডের অবতারণা।

খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত এই বিপুল গ্রন্থের বাণীরাজির বিন্যাস, সূচী-প্রণয়ন, ইত্যাদি কর্ম্মে প্রথম থেকেই ব্যাপৃত আছে শ্রীমান দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, প্রমুখ।

অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের এই খণ্ডেও মানব-জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সমাধান-সূত্র দেওয়া আছে। আমরা বিশ্বাস রাখি, পূর্ব্বখণ্ডগুলির মত এই খণ্ডও দিগ্‌দর্শন ক'রে বিশ্বের অজ্ঞানতিমির অপসারিত করবে, স্বস্তিস্নাত ক'রে তুলবে লোকজীবন। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
তাং ১লা মাঘ, ১৩৯৪
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৮

প্রকাশক

# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
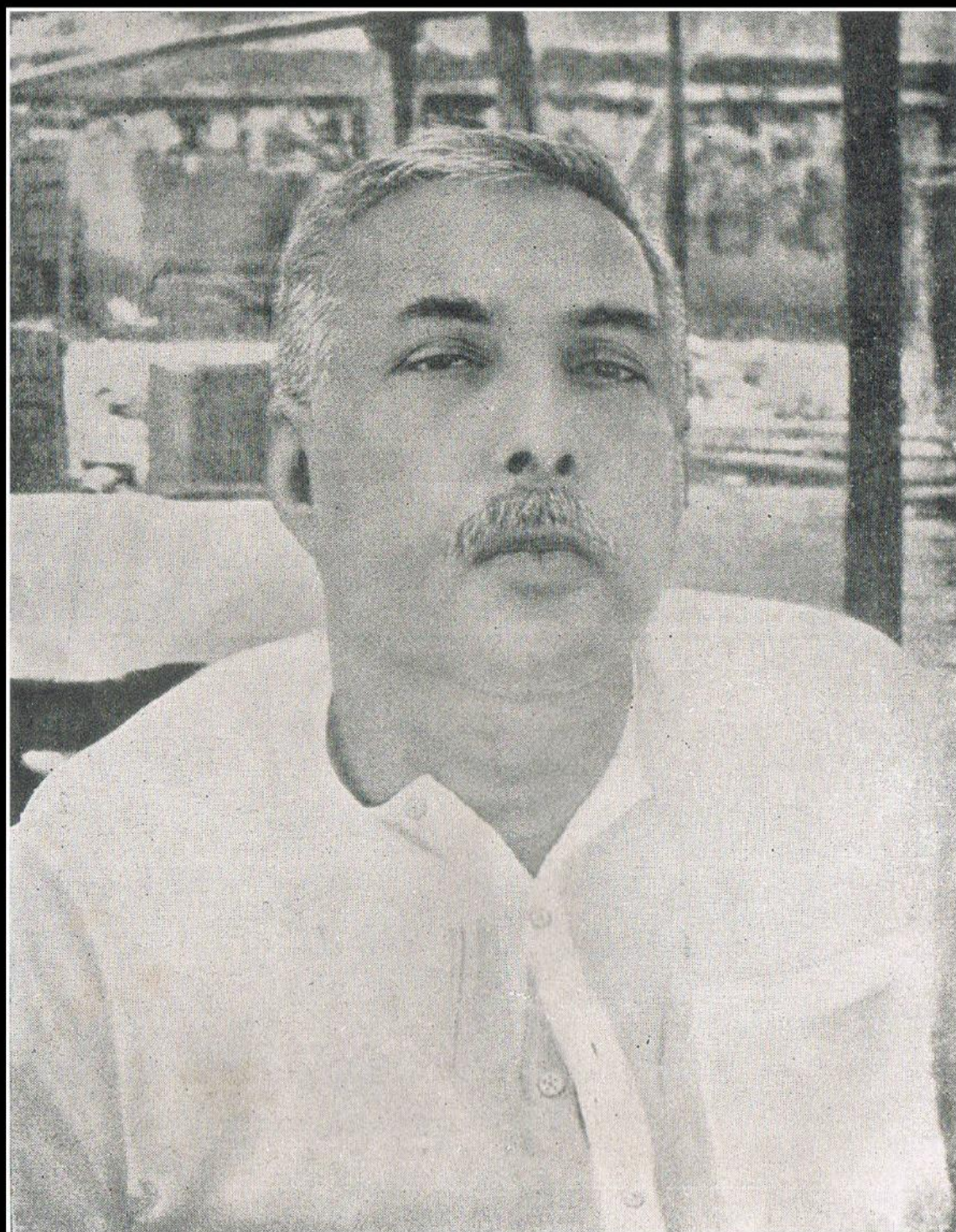
জীবনের জন্যই পোষণের প্রয়োজন,
আর, পোষণ-সংগ্রহে আহরণের প্রয়োজন,
আহরণ ক'রতে হ'লেই
যা' হ'তে আহরণ ক'রতে হয়
তা'কে পরিচর্য্যার প্রয়োজন—
যা'তে ঐ আহরণী উপাদানে
সে পরিবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, অর্থ হ'চ্ছে যা'র মাধ্যমে
ঐ পোষণ পাওয়া যেতে পারে
ও দেওয়াও যেতে পারে,
তাই, অর্থের অর্থই হ'চ্ছে পোষণ ;

আর, এই অর্থ আহরণ ক'রতে হ'লে
সামর্থ্য বা যোগ্যতার প্রয়োজন,
আবার, এই যোগ্যতাকে জীয়ন্ত রাখতে হ'লেই
সম্বর্দ্ধিত রাখতে হ'লেই
চাই তা'র অনুশীলন,
এই অনুশীলনী সম্পদ পেতে হ'লে চাই আচার্য্য
অর্থাৎ বেত্তাপুরুষ—
যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন ;

তাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যানিরত অনুসেবনা,
তৎপ্রীতিপ্রসূ কর্ম্মানুচর্য্যা

ও তাঁ'র উপদেশ-অনুযায়ী আত্মনিয়মনের ভিতর-দিয়েই
ঐ বোধ সন্দীপিত হ'য়ে ওঠে,
তা'হ'লে ঐ যা'-কিছু চাহিদা-পূরণের ভিত্তিই হ'চ্ছে
ঐ আচার্য্য-অনুসেবন—
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-নিরত হ'য়ে—
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ;
অন্তর্নিহিত ঈশিত্ব যাঁ'র ভিতর
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে,
তাঁ'তেই আধিপত্য উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
আর, ঈশ্বরই আধিপত্যের বোধবিকিরণ—
বিভান্বিত বিভূতি,
তাই, আধিপত্যের স্বরূপই তিনি। ৪৮৩৯।
১৪।১।১৯৫৩, ৩০শে পৌষ, বুধবার,
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, বেলা ১১-৫

তোমার বোধিদীপনা সুপ্রভই হো'ক
বা স্বল্পপ্রভই হো'ক,
তুমি চতুরই হও
বা স্বল্পবুদ্ধিই হও,
ভেবেচিন্তে হাতড়িয়ে
কুলকিনারা পাওয়ার জন্য
আকুলি-ব্যাকুলি যেমনই কর না কেন,
তোমার যদি শ্রেয় ব'লে
কেউ বা কিছু থাকেন,
প্রিয়পরম ব'লে যদি কেউ থাকেন,
তাঁ'কেই তোমার জীবনচলনার লক্ষ্য ক'রে নাও,
তৎ-স্বার্থী হ'য়ে ওঠ তুমি,

তঁদর্থ-প্রতিষ্ঠাই কামনা হ'য়ে উঠুক তোমার,
তাঁ'র লিপ্সাই তোমাকে লোলুপ ক'রে ফেলুক,
তোমার জীবন-চলনার তরঙ্গ যেমনই হো'ক,—
তিনিই যেন কূলকিনারা হ'য়ে থাকেন
তোমার জীবনে,
তোমার চিন্তা ও কর্ম্মগুলিকে
তুমি সব সময় নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা ক'রো তঁদর্থে—
তাঁ'রই উপচয়ী সার্থকতায়,
অন্তঃকরণ, উদ্দেশ্য ও উপভোগ
ঐ সার্থকতায় যেন নিয়ন্ত্রিত হয় ;
প্রবৃত্তির চাহিদাগুলি
যা'তে ঐ প্রিয়পরমে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
পরিরক্ষণায়, পরিপোষণায় ও পরিপূরণায়
তাঁ'রই উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—
তঁদর্থে সঙ্গতি লাভ ক'রে,—
তেমনি ক'রেই বল, চল,
আচার-ব্যবহারেও তা'ই কর,
আর, তা'র ব্যতিক্রম বা অপচয় হ'তে পারে যা'তে
এমনতর কিছুই করতে যেও না ;
দেখবে—
তুমি বোঝ আর নাই বোঝ,
তোমার বোধিবৃত্তি ক্রমশঃই তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠবে,
চলনাগুলি বেকুব-বিক্ষোভী হ'য়ে উঠবে কমই,
ব্যর্থতার বিদ্রূপও
ক্রমান্বয়ে কমের দিকে চলবে,
শ্রেয়দীপ্ত বর্দ্ধনায় বিভূতি লাভ ক'রে

সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি তাঁ'তেই,
আর, ঐ সার্থকতা প্রীতিপূর্ণ বোধিদীপনায়
ঈশ্বরেই অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সবারই সার্থক অর্থ। ৪৮৪০।

১৪।১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২৫

প্রীতিপূর্ণ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সুসন্ধিৎসু অনুকম্পায়
তোমার পরিবার ও পরিবেশের
প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখ—
কার কী অভাব, কী অভিযোগ,
কে কেমনতর কী আপদ বা বিড়ম্বনায়
নিপীড়িত হ'চ্ছে বা হ'তে যাচ্ছে,
ব্যাধিবিকৃত হ'য়েই বা কে
স্বস্তিহারা হ'য়ে প'ড়ে আছে,—
অনুকম্পী অপ্যায়না নিয়ে
তোমার যতটুকু সাধ্য সেগুলিকে দেখ,
বাক্য ও ব্যবহারে তা'দিগকে আশ্বস্ত কর,
যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়
ততটুকু সাহায্য ক'রতে বিরত হ'য়ো না—
অসৎ-নিরোধী অনুবীক্ষণা নিয়ে
প্রস্বস্তিপ্রসন্ন পরিচর্য্যায় ;
সবাই যেন বোধ ক'রতে পারে,—
তুমি একজন তা'দের দরদী বান্ধব,
একান্ত আপনার,
এতটুকু সক্রিয় সানুকম্প চলনায়
তোমার বর্দ্ধনার পথের পাথেয় হ'য়ে উঠবে অনেকেই ;

সার্থক সুকেন্দ্রিক অনুকম্পী পরিবেদনাতেই
ঈশ্বর অন্তরে জাগ্রত হ'য়ে ওঠেন। ৪৮৪১।
১৪।১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

শ্রেয়মুগ্ধা সন্নিষ্ঠা ছিন্নাও
সাধ্বী অর্থাৎ ভর্ত্তৃ-ব্রতা হ'তে পারে,
কিন্তু অশ্রেয়-অনুচর্য্যী প্রতিলোম-সংশ্লিষ্টা রমণী
সমাজের কুৎসিত-সংক্রাময়িত্রী—
অসৎতপা। ৪৮৪২।
১৪।১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭টা

কোন বিশেষ শক্তিকেন্দ্র থেকে
সুদূরপ্রসারী শক্তি-সরবরাহ—
যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি বা তজ্জাতীয় শক্তির সরবরাহ
আপাত-সুবিধাজনক হ'লেও—
এমন সময় আসতে পারে,
যখন সংঘাতের উদ্ধত আঘাত
তা'কে ভেঙ্গেচুরে ছারখার ক'রে
লহমায় সেই সুবিধার
একদম খতম ক'রে দিতে পারে,
এমন-কি, চক্রবৃদ্ধিহারে
দুর্দ্দশার উল্লম্ফী অভিযান সৃষ্টি ক'রে
তা' চরমদশায় পর্য্যবসান লাভ করতে পারে ;
তা'র চাইতে, তোমাদের গবেষণা
এমনতর ইন্ধন সৃষ্টি করুক—
যে ইন্ধন প্রতিটি গ্রামে
এমন-কি প্রতিটি পরিবারে

সহস্র শক্তি উৎপাদন ক'রে
ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য যা'-কিছুর
সৎ-বিনায়নে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
স্বতঃ-দায়িত্বশীল ক'রে
প্রতিটি কেন্দ্রকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
চলন্ত রাখতে পারে ;
এমন-কি, আপদে অমনতর গোটাকতক যদি
ধ্বংসও হয়,
তাহ'লে এমনতর ব্যবস্থা রাখা ভাল
যা'তে সেই ধ্বংসকেও
তা'র পারিবেশিক শক্তি-সরবরাহ হ'তে
অতিসত্বর আপূরিত করা যেতে পারে ;
এগুলি হবে
গণপরিবার, গ্রাম বা সমবেত গ্রাম্য-সংস্থার
একটা নিজস্ব সম্পদ,
আর, যানবাহন চলাচল, ইত্যাদির সুগম-সংযোগও
অমনতর যতই ক'রে তুলতে পার
ততই ভাল ;
মোট কথা,
আদর্শ, সংহতি ও ধর্ম্মানুচর্য্যী কৃষ্টির সঙ্গে চাই
যোগ্যতার সম্বর্দ্ধনী অভিযান—
প্রতিটি ব্যষ্টিতে
প্রতিটি পরিবারে
প্রতিটি গ্রামে
প্রতিটি গ্রাম্য সমবেত সংস্থায়—
অবিচ্ছিন্ন অনুকম্পী অনুবেদনশীল

পারস্পরিক পরিচর্য্যা নিয়ে,
স্বতঃ-সন্ধিৎসায়
স্বতঃ-দায়িত্বে
স্বতঃ-অনুচর্য্যায় ;
ঈশ্বরই আদর্শ—প্রেরিতপুরুষ—গুরুপুরুষোত্তম,
আর, সংহতিই হ'চ্ছে ঈশ্বরীয়—
স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যানুধ্যায়ী
পারস্পরিক অনুকম্পী সমাবেশ । ৪৮৪৩ ।
১৫।১।১৯৫৩, ১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার,
অমাবস্যা তিথি, রাত ৭-২০

তুমি নিজে ইষ্টার্থপরায়ণ হবে না,
ইষ্টার্থে বিন্যাস ক'রে তুলবে না নিজেকে,
তোমার জীবনকে বিচ্ছিন্ন প্রেরণার ভিতর
সুকেন্দ্রিক ক'রে রাখবে না—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, চালচলনে,
কুশলকৌশলী বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে ;
এককথায়, পরিশুদ্ধ হবে না তুমি—
অথচ হরদম 'পরিবেশের প্রত্যেকে পরিশুদ্ধ হো'ক' ব'লে
চীৎকার ক'রে বেড়াবে,
নিন্দা ক'রবে তা'দের,
কিন্তু সুকেন্দ্রিক আদর্শপরায়ণ ক'রে তোলার,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলার
সার্থক-বিন্যাস-বিনায়নী কোন কর্ম্মই ক'রবে না—
প্রীতি-পরিচর্য্যা নিয়ে,
তা' কি হয় ?
যতদিন তা' না হ'য়ে অমনতর চলছ,

তুমি বিচ্ছিন্ন বাতুল-কর্ম্মা,
কেন্দ্রহারা, পথহারা উল্কার মতন তুমি ;
যদি বোঝ—
এখনই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শানতি নিয়ে
নিজেকে সার্থক বিন্যাসে
বাক্য, ব্যবহার, আচার, ইত্যাদির
অনুশীলনায় চলতে থাক,
প্রীতিদীপনায় অনুরঞ্জিত ক'রে তোল
পরিবেশের প্রত্যেককেই সক্রিয়ভাবে,—
এই হ'চ্ছে
পরিশুদ্ধির আগমনী তোমার জীবনে ;
সৃষ্টি যতই বিচ্ছিন্ন হো'ক না কেন,
তা' সুসংহত,
আর, এই সংহতি আকর্ষণ-অনুবন্ধের ভিতর-দিয়ে
বিকর্ষণকে এড়িয়ে
অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে,
তাই, সব-কিছু নিয়েই সে সুকেন্দ্রিক,
ঈশ্বর সবারই কেন্দ্র-স্বরূপ—
আত্মিক সম্বেগ । ৪৮৪৪ ।
১৫।১।১৯৫৩, রাত ৭-৩০

বেশ ক'রে খতিয়ে দেখো—
কোথায় থেকে বা কোথায় গিয়ে
কেমন ক'রে কত সময়ে
সুফলপ্রদ কী কাজ ক'রতে পারলে,
আর, সেই খতিয়ানী তৎপরতা নিয়ে
সুচিন্তিত সুব্যবস্থ বিন্যাসে

আরো কত কম সময়ের ভিতর
সার্থক নিয়মনে
সুফলপ্রদ কী কাজ করা সম্ভব—
তা'র ব্যবস্থা বেশ ক'রে ক'রে রেখো ;
তুমি হয়তো কোথাও থাকলে বা গেলে
কোন লাভাবহ কাজের দায়িত্ব নিয়ে,
অথচ উপযুক্ত সময়েও
তেমনতর কিছুই ক'রে উঠতে পারলে না,
এমন-কি, তোমার থাকা, চলাফেরা,
খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে যা' ব্যয় হ'ল,
তা'ও আহরণ ক'রতে পারলে না—
সুফলপ্রদ অগ্রগতি তো দূরের কথা,—
বুঝে নিও—
তুমি তখনও সুসঙ্গত, সুনিয়মিত সুবিনায়িত
হ'য়ে উঠতে পারনি—
তোমার কর্ম্মের পরিধির ভিতর,
ফলে, সুনিষ্পন্নতায় প্রগতিসম্পন্ন উন্নতিকে
আহরণ ক'রতে পারনি ;
বিরচিত বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
যা'তে তুমি সত্বর সুফলে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার,
তেমনতরই ক'রে চল—
বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্মানুচর্য্যার
সুসঙ্গত তালিম-তৎপরতায়,
আত্মনিয়মন-কুশল হ'য়ে ;
দেখবে—
অল্পদিনের ভিতর

তুমি কুশলকৌশলী তৎপরতায়
দক্ষ হ'য়ে উঠছ,
আরো এগিয়ে যাও—
সূক্ষ্ম স্বক্রিয় আগ্রহকে সুদীপ্ত রেখে,
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,
এই এমনতর সুসাধিত অগ্রগতি
তোমাকে আধিপত্য-আরূঢ় ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই সুকেন্দ্রিক সম্বেগ,
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই নিষ্পন্নতার সার্থক সন্দীপনা। ৪৮৪৫।
১৫।১।১৯৫৩, রাত ৯টা

তুমি কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হ'লেই,
কার্য্য-পরম্পরায় সব কর্ম্মেই অকৃতকার্য্য হবে—
তা'র কোন মানে নেই,
যদিও ঐ অকৃতকার্য্যতা
অন্তর্নিহিত কর্ম্মসম্বেগকে
কিছু-না-কিছু অবসন্ন ক'রেই তোলে,
তাই, যে-কাজে অকৃতকার্য্য হয়েছ,
তা'র পরে যে-কাজই ধর না কেন,
তা' সত্বর শুভসন্দীপনা নিয়ে
সুসম্পন্ন ক'রে তোলা চাই,
তা' হ'লেই হ'লো না,
তা'রপরেও যা' করবে,
তা'তেও অমনতর ক'রেই চলবে,
এর মাঝে
ঐ অকৃতকার্য্যতা যখন যেমন উঁকি মারবে,

তখন তোমার কর্ম্মসন্দীপনাকে
খানিকটা হীনসম্বেগী ক'রে তুলতে চাইবে ;
কিন্তু ছেড়ো না,
যত সত্বর স্নুসঙ্গতি নিয়ে
স্নুনিষ্পন্নতাকে আয়ত্ত ক'রতে পার
তা' ক'রেই তুলবে,
এমনি ক'রতে-ক'রতেই
ঐ ঠকা-ভূত একদিন হয়তো
তোমার সম্বেগের ঘাড় হ'তে
নেমে চ'লে যেতে পারে,
তুমি সলীল-সন্দীপনা নিয়ে
সৎ-সম্প্রভ হ'য়ে
আত্মনিয়মনী কুশলকৌশলী দক্ষতা ও পরিচর্য্যায়
সাবুদ হ'য়ে চলতে পারবে ;
যেখানেই নিষ্পন্নতা
সৎ-অভিধ্যায়িতাও সেখানে,
আর, ঐ নিষ্পন্নতাই সাধুতা,
আবার, তাই-ই হ'চ্ছে যোগ্যতার হোমবহ্নি,
যোগ্যতাই আধিপত্যের কাকলী-সঙ্গীত,
আর, আধিপত্য যেখানে—
ঈশী-স্ফুরণাও সেখানে তেমনি । ৪৮৪৬ ।

১৫।১।১৯৫৩, রাত ১০-৫

মানুষের জীবন-খাদ্য হ'ল
ঈশ্বরে অনুরাগ । ৪৮৪৭ ।

১৬।১।১৯৫৩,
২রা মাঘ, শুক্রবার, শুক্লা প্রতিপদ, সকাল ৯-৩০

তোমার শ্রেয়-সংশ্রয়ী
বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সুনিষ্ঠ বোধকুশল তৎপরতা
ব্যক্তিত্বে সঙ্গতি লাভ ক'রে
সক্রিয় অনুদীপনায়
যেমনতর অনুপ্রেরণায়
পরিবেশের প্রত্যেককে
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে পারবে—
প্রীতিপ্রদীপনা নিয়ে
জীবন-বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়,
বাক্যে, কর্ম্মে, ব্যবহারে,—
পরিবেশের প্রতিটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যবান ব্যক্তি
নিজের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী
সেই অনুপ্রেরণা প্রবুদ্ধ হ'য়ে
তেমনতরভাবে তোমাতে সঙ্গতি লাভ করবে—
শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যও
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে তেমনি ক'রে,
আর, কেন্দ্রহারা অব্যবস্থ রাগদীপনা
শ্লথ ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যতই যা' করুক না কেন,
পরিবেশকে বিশৃঙ্খলায় বিচ্ছিন্ন ক'রেই তুলে থাকে,
সংহতিপূর্ণ সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনা হ'তে
বঞ্চিতই ক'রে রাখে তা',
পরিবেশের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যষ্টিই বরং
ঐ শ্লথ ব্যক্তিত্বকে
বিভিন্ন বাত্যানুপ্রেরণায়
হাওয়ায় উড়ো-কুটোর মতন

কখন কোথায় নিয়ে ফেলায়
তা'র ঠিকানাই নাই,
তাই, তুমি
শ্রেয়-সংশ্রয়ী সুনিষ্ঠ অনুচর্য্যাশীল হ'য়ে ওঠ—
রাগদীপনী কর্ম্মনিরত পরিচর্য্যা নিয়ে
হৃদ্য আপ্যায়নায়,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে,
প্রসাদ লাভ করবে ;
ঈশ্বর সবারই অন্তরে
সার্থক সন্দীপনায় প্রসাদ-সম্বেগী। ৪৮৪৮।
১৬।১।১৯৫৩, বেলা ১০-১০

ইষ্টার্থ-অনুদীপনা যা'র যেমন স্খলিত,
খাঁকতিসম্পন্ন বা সঙ্গতিহারা,
সে তেমনি ত্রুটিসঙ্কুল হ'য়ে থাকে—
ব্যতিক্রমী বিভ্রান্ত অনুবেদনায় ;
আবার, যে যেমন ত্রুটিসঙ্কুল,
ইষ্টার্থে বিনায়িত নয়—
সক্রিয় সন্দীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে,
সে অন্যের ত্রুটিকেও বিনায়িত ক'রে
খাঁকতির অপনোদন ক'রে
স্খলনকে যোগসম্বুদ্ধ ক'রে—
এক-কথায়, বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিকে জোড়া লাগিয়ে
ইষ্টার্থে অনুদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে তত কমই—
ক্রমান্বয়ী তৎপর ক'রে ;
বেশ নজর রেখো,
ইষ্টার্থে ত্রুটিসঙ্কুল হ'য়ো না,

ক্রমান্বয়ী তৎপরতা নিয়ে চলতে থাক—
ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে,
তাঁ'তে অর্থান্বিত ক'রে যা'-কিছু তোমার,
তাঁ'কে উপচয়ী স্বার্থ ক'রে,—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা তোমাতে সেবানিরত থেকে
অর্থান্বিত হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করবে ;
শ্রী ঈশিত্বেরই সেবানুদীপ্ত বিকীরণা,
প্রীতিই আকর্ষণী অনুবেদনা,
আর, আধিপত্যেই ঐশী উদ্বোধনা । ৪৮৪৯ ।
১৬।১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তথাগত
বা প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
প্রীতিসম্বদ্ধ ন'ন,
সত্য, শিব ও সুন্দরের
সুসঙ্গত অধিস্থান তিনি ন'ন,
তাই, তিনি সৎ-আচার্য্যও হ'তে পারেন না ;
সৎ-আচার্য্যের অনুবেদনা নিয়ে
অনুপ্রেরণা নিয়ে
অনুশ্রয়ী অনুদীপনায়
যে ঐ তথাগত বা প্রেরিত পুরুষোত্তমে
রাগদীপ্ত সংশ্রয়ী হ'য়ে ওঠেনি—
আনত আকূতিতে
ঐ আচার্য্য-বেদীমূলে আত্মনিবেদন ক'রে,
সেই প্রেরিত পুরুষোত্তমের অনুচর্য্যায়,
জীবনে তাঁ'র নিদেশগুলিকে সার্থক ক'রে,—

সে কখনই কা'রও শ্রেয় হ'তে পারে না,
তাই, সে শ্রয়ীও হ'তে পারে না কা'রও ;
তৎ-সংশ্রয়ী সম্বেদনী পরিচর্য্যামুখতা
কা'রও জীবনকে সুকেন্দ্রিক সুনিয়মনে
সম্বুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না ;
তাই, ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
ব্যতিক্রমী, স্খলিতসম্বেগ হ'য়ে উঠো না কিছুতেই,
তাঁ'কে পেলে তাঁ'কেই সরাসরি গ্রহণ ক'রো,
আর, তাঁ'র অবর্ত্তমানে
তন্নিষ্ঠ সৎ-আচার্য্য যিনি
তিনিই তদুপাসনার আশ্রয় হ'য়ে উঠুন তোমার,
আত্মনিয়মন-নিবুদ্ধ হ'য়ে
তন্নিয়মনী তৎপরতায়
তুমি মানুষের শ্রেয় হ'য়ে ওঠ,
তোমার বোধিদীপনায়
মানুষ 'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'-এর ঝলক পেয়ে
প্রাণন-দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের
সংসূত্র-সঙ্গতি নিয়ে
তোমার বোধি আপূরয়মাণ তৎপরতায়
আপোষণী তৎপরতায়
সংরক্ষণী সম্বেদনায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক ;
ঈশ্বরই মঙ্গলস্বরূপ,
আর, শ্রেয়ই শুভের অভিব্যক্তি,
আর, ঈশ্বর যা'-কিছুরই পরমাশ্রয় । ৪৮৫০ ।

১৬।১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

কোন্ সংঘাতে কী ঘটনা
বা কী পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল,
সংঘাতের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ভিতরে
কোথায় কেমন কোন্ শুভ নিহিত থাকতে পারে,—
কা'র দিকে কতখানি,
বা অশুভই বা কা'র দিকে কতখানি থাকতে পারে—
মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ,
সে-অশুভের নিরোধ কেমন ক'রে হ'তে পারে,
শুভকে সলীল ক'রতে
কোথায় কেমনতর অনুপোষণা জোগাতে হবে—
দূরদৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ক'রে
তা' বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ,
শুভ উচ্ছল ক'রতে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তা' তো করবেই
অশুভকেও নিরোধ করবে তেমনি ;
বোধিদীপ্ত এমনতর বিবেচনায়
নিখুঁতভাবে যেমনতর চলতে পারবে—
লোক-সম্পোষীও হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনি,
আর, এই শুভদীপনা তোমাকেও
শুভ সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে—
তা' বিচারেই হো'ক,
বিরোধেই হো'ক,
আর বন্টনেই হো'ক ;
বিদ্যমানতা যেখানে অব্যাহত,
শুভ যেখানে সন্দীপ্ত,

সৌন্দর্য্য যেখানে প্রীতিসন্দীপনায় বিভান্বিত, মুগ্ধ,
ঈশ্বর স্ফুরিতও সেখানে তেমনি। ৪৮৫১।
১৬।১।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫৫

কাউকে নিন্দা করতে যেও না—
কা'রও কাছেই নয়,—
বিশেষ স্থল-ব্যতীত,
কোথায়ও নিন্দা ক'রতে হ'লেও
তা' এমনতর হৃদ্য প্রীতিসন্দীপনী হওয়া উচিত,
যা'তে তোমার ঐ নিন্দা-কথনের ফলে
সে সংশোধনপ্রয়াসী হ'য়ে ওঠে,
শত্রুতাকে পরিহার করে,
আর, বিরোধ নিরুদ্ধ হয়,
প্রীতি-আন্তরিকতা নিয়ে
অনুসেবন ও অনুপ্রেরণ-তৎপর হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিকতায় ;
সম্ভ্রমাত্মক সৎ-নিষ্ঠা যেখানে,
প্রীতি ও সেবা যেখানে,
সেখানেই শ্রী,
আর, ঈশিত্বের অধিষ্ঠানও সেখানে তেমনি। ৪৮৫২।
১৬।১।১৯৫৩, রাত ৭-১০

ঈশ্বরের ইচ্ছাই ভাবো,
আর, তোমার ইচ্ছাই ভাবো,
ইচ্ছার অন্তর্নিহিত সম্বেগেই আছে গতি,
পুনঃ-পুনঃ করণ,

আর, করা বা করণের অন্তরেই আছে—
কারণ-সন্নিবেশ, অনুষ্ঠান,
অনুষ্ঠানকে যা' ব্যাহত করে
তা'র নিরোধ বা হনন,
আবার, যে-বিধান বা রকমের ভিতর-দিয়ে
এইগুলি ক'রতে হয়,
তা'ই বিধি,
আর, এই বিধিকে যা' বা যিনি ধ'রে রাখেন
বা নিয়মন করেন,—
তিনিই বিধাতা ;
তোমার সুনিষ্ঠ অনুরাগ-উন্মাদনা
সন্ধিৎসাপূর্ণ ধ্রিয়মাণ তৎপরতা নিয়ে
কী ক'রে কী ক'রতে হয়,—
সুবীক্ষণায় তা'কে উদ্ভিন্ন ক'রে,
বোধায়নী কর্ম্ম-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
কারণকে উদ্ভিন্ন ক'রে,
করণ-অনুপ্রেরণায়
অনুষ্ঠান-নিয়োজনের ভিতর-দিয়ে,
আর, এই অনুষ্ঠানকে
যা' নিরোধ করে বা ব্যাহত করে
বা করণ বা কারণের সমাবেশে যা' বিঘ্ন ঘটায়,
তা'কে নিরোধ ক'রে বা ব্যাহত ক'রে
যা' করল—
অনুবন্ধনী বোধনিঃসৃত অনুবেদনায়,
অনুপ্রেরণী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ কর্ম্মনিয়ন্ত্রণার ভিতর-দিয়ে
তা' তুমি ঘটিয়ে তুললে—
বোধ-বিকিরণার দর্শনদীপ্তিতে

দেখে শুনে ক'রে,
অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে নিষ্পন্ন ক'রে
বা নির্ম্মাণ ক'রে,
আর, এর ভিতর-দিয়ে ফুটে উঠল তোমার
যোগ্যতা বা আধিপত্য,
ঈশ্বরের ইচ্ছা এমনি ক'রেই প্রবাহিত হয়—
হওয়ার পথে,
তোমার ইচ্ছাও চাহিদা-সম্বেগে অমনতরই ক'রে
হওয়ায় প্রবাহিত হয় ;
আবার, আধিপত্য যেখানে যেমন
ঈশিত্বের স্ফুরণাও সেখানে তেমনি ;
ঈশ্বরই বোধস্বরূপ,
ঈশ্বরই কর্ম্মানুপ্রেরণা,
ঈশ্বরই নির্ম্মাণের সংহত ঔপাদানিক সংশ্রয়,
আর, তিনিই ভূতমহেশ্বর । ৪৮৫৩ ।
১৬।১।১৯৫৩, রাত ৮টা

দার্শনিকতার দায়ে
বর্দ্ধনিকতাকে জলাঞ্জলি দিও না,
বাদের দায়ে সাধ্যকে হারিও না,
ঢেঁকী হ'য়ে মেকী ধ'রো না,
লোভ ও ভোগের দায়ে
জীবনকে বাজী রেখো না,
নিষ্ঠাভ্রমে বিস্থা বা বিষ্ঠায় অনুরাগী হ'য়ো না,
প্রেমানুচর্য্যী হ'তে গিয়ে কামলুব্ধ হ'য়ো না,
রাগ সাধতে গিয়ে ক্রোধের উপাসনা ক'রো না,
তেজবীর্য্যের অনুশীলন ক'রতে গিয়ে

উদ্ধত অত্যাচারী হ'তে যেও না,
সত্যপালী হ'তে গিয়ে
মিথ্যা, বধ বা হনন-পালী হ'তে যেও না,
আত্মনিবেদন ক'রতে গিয়ে
অপহরণ বা শোষণ-তৎপর হ'তে যেও না,
প্রিয়স্বার্থী হ'তে গিয়ে প্রবৃত্তিস্বার্থী হ'য়ো না,
ভাল-বাসতে গিয়ে
বেদনায় বাসা বাঁধতে যেও না—
প্রিয়র বেদনার কারণ হ'য়ো না,
পুষ্ট হ'তে গিয়ে দুষ্ট হ'য়ো না,
ক্ষমা ক'রতে গিয়ে ক্ষতি ক'রে ফেলো না,
দয়ী হ'তে গিয়ে ক্ষয়ী হ'তে যেও না,
অসৎ-নিরোধী হ'তে গিয়ে
সৎ বা সত্তাবিরোধী হ'য়ো না,
আবার, সৎ হ'তে গিয়ে
অসৎ-প্রশ্রয়ী হ'য়ো না,
বিজ্ঞানের বাহানায় বাস্তবতাকে খুইয়ো না,
বিধির দোহাই দিয়ে
অবিধির অনুচর্য্যা ক'রতে যেও না,
কৃষ্টির অছিলায় অনাসৃষ্টির আমদানী ক'রো না,
ধার্ম্মিক হ'তে গিয়ে ধৃতি হারিয়ে ফেলো না ;
মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমই
উপাসনার অলিন্দ,
তিনিই ঈশ্বরের ব্যক্তমূর্ত্তি,
আর, ঈশ্বরই সর্ব্ব-সাধ্য । ৪৮৫৪ ।

১৬।১।১৯৫৩, রাত ৯-৫

সত্তা যখন সত্ত্বে সংস্থ থাকে,—
তখনই সে সচ্ছন্দ,
আবার, এই ছন্দ যখন ভেঙ্গে
নানা ছন্দে ছন্দায়িত হ'তে যায়—
রকম-বেরকমে,
প্রাকৃতিক সংঘাতের ভিতর-দিয়ে,—
সত্ত্ব-বোধের সংঘাতদুঃস্থ সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে
তখনই বোধ-বেদনা উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে তা'তে ;
যেমন জল ও তা'র ঢেউ,
প্রাকৃতিক সংঘাতে যখন সে তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে—
উদ্বেলন ও অববেলনী ব্যতিক্রম-তাৎপর্য্যে,—
সংঘাত-সম্বুদ্ধ দুঃস্থ সংক্রমণও
তা'র ভিতরে তেমনি সজাগ হ'য়ে ওঠে ;
যা'ই করুক, যেমনই চলুক,
ঐ প্রকৃতির কোলে থেকেই
সে চায় সত্ত্বে সংস্থ থাকতে,
এই সত্তার সত্ত্বই হ'চ্ছে ঈশী-দীপনা—
যে দীপন রাগরঞ্জিত হ'য়ে
মিলন-বিরহের ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
এই সত্ত্বতেই সে তত্ত্ববান হ'য়ে
বোধায়নী উপলব্ধিতে
তা'র বিশেষ সংস্থিতিতে সজাগ থেকে,
লীলায়িত দোলদীপনায়
নিজের ও অন্যের সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে দাঁড়িয়ে
সাত্ত্বিক তত্ত্বকেই উপভোগ ক'রে
জীবনে প্রদীপ্ত থেকে
সুখদুঃখের বাইরে

ঐ তত্ত্ব-উপভোগ-লিপ্সা নিয়ে
জীবনকে অবিরল ক'রে চলতে চায়,
যদিও এই প্রগতি
ঐ সত্তার অভিন্ন বিপরীত ক্রম ;
এই ধামই তা'র তদ্ধাম,
এই তা'র স্বর্গ,
এই তা'র মর্ত্ত্য,
এই তা'র জীবন-উপভোগ—
সুখলাস্য-নন্দিত
দুঃখসুখের, মিলন-বিরহের অদম্য আবেগময়ী চলন,
ঈশ্বরই সত্তার সত্ত্ব,
ঈশ্বরই তত্ত্ব,
ঈশ্বরই মহৎ,
ঈশ্বরই তোমার লীলায়িত পরিক্রমা । ৪৮৫৫ ।

৮।১।১৯৫৩, ৪ঠা মাঘ, রবিবার,
শুক্লা তৃতীয়া, সকাল ৯-৪৫

বিষয়ান্তর থেকে যা'রা আহরণ করে,
বা বিভিন্ন ব্যষ্টি থেকে
যা'দের আহরণ ক'রতে হয়,
সন্ধিৎসু বোধায়নী পরিক্রমায় চ'লে
অনুশীলনে অভ্যস্ত থাকতে হয় যা'দের,
বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে
উৎসব-উদ্যম-উদ্যত পবিত্র দিবস বাদে
কর্ম্মবিরতি
তা'দের বিধিস্রোতা জীবনধারাকে
শ্লথই ক'রে তোলে,
আবার, তেমনতর উপজীবিকাসম্পন্ন ব্যক্তি

বা সংস্থা যদি অযথা-কর্ম্মবিরত হয়,—
তা'তে তা'দের যোগ্যতা-অর্জ্জনী অভ্যাস
শ্লথই হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র ফলে
তা'দের নিজেদের ও গণগোষ্ঠীরও
অসুবিধাই হ'য়ে থাকে,
অনেক সময় অনেক উৎপাতই ভোগ ক'রতে হয়,
বোধ-বিনায়নী সম্বেগের শ্লথতার দরুণ
ভবিষ্যতে কর্ম্মনিরতিও খানিকটা শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
তাই, সম্বেগ-প্রগতিও
জীবনে কিছুটা ক্ষুণ্ণই হয় ;
কিন্তু যা'রা একই রকমের একঘেয়ে-কর্ম্মনিরত,
একঘেয়ে বোধি-বিনায়নে
যন্ত্রবৎ চালিত হ'য়ে থাকে যা'রা,
ঐ-রকম কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
জীবন-যাপনী আহরণ সংগ্রহ ক'রতে হয় যা'দের,—
তা'দের পক্ষে মাঝে-মাঝে ঐ-জাতীয় কর্ম্মবিরতি
জীবনীয়ই হ'য়ে ওঠে,
তা' তা'দের সম্বেগকে সম্বুদ্ধই ক'রে তোলে ;
তাই ছুটি বা কর্ম্মবিরতি
কোথায় কেমন ক'রে নির্দ্ধারিত করবে,
ঐ-দিকে নজর রেখেই ক'রো ;
অবিকৃত অবিরাম চলনই জীবন-সম্বেগ
আর যেখানে বিকৃতি যতটুকু—
ব্যাহতিও সেখানে ততটুকু,
অবিরাম সলীল-নন্দনাই ঈশ্বরের সিংহাসন । ৪৮৫৬ ।

১৮।১।১৯৫৩, বেলা ১১-২৫

সুসন্ধিৎসু সুপর্য্যবেক্ষণী তৎপরতায়
অনুকম্পী হৃদয়ে
তুমি যদি কা'রও অবস্থা বিবেচনা ক'রে
বিহিতভাবে কোন কথা না বল—
তা' অনুরোধ, উপরোধ, আদেশ, নিদেশ,
আত্মমত-প্রকাশ যা'ই হো'ক না কেন,
তাহ'লে ঠিক বুঝো—
সুপর্য্যবেক্ষণায়
তোমাকে দেখে, শুনে, বুঝে
সন্ধিৎসু উৎকণ্ঠা নিয়ে
দরদী হ'য়ে
তোমাকে কেউ কিছু বলবে—
তা' প্রত্যাশা করা—
তোমার পক্ষে একটা বেকুবী ঔদ্ধত্য ছাড়া
আর কী হ'তে পারে?
তুমি যা' অন্যের প্রতি কর না,
অন্যের কাছ থেকে তা' প্রত্যাশা করা
কি ন্যায়তঃ সঙ্গত?
ঐ রকম যত করতে যাবে,—
ঠকবে তুমি তেমনি,
বেদনাও পাবে,
তোমার আহাম্মকী অহঙ্কার
বিমর্দ্দিতই হ'য়ে উঠবে তা'তে—
অমর্য্যাদাকর আপসোসে আহত হ'য়ে;
তাই, তুমি যা' অন্যের প্রতি কর না,—
অন্যের নিকট হ'তে
তা' দাবীও ক'রতে যেও না,

অনুরোধ-উপরোধেও যদি সে তা' না করে
তা'তে দুঃখিত হ'য়ো না,
প্রতিক্রিয়ায় তা'র অনুরোধ-উপরোধেও
তুমি তা' করবে না—
এমনতর মনোভাবও রেখো না,
অমনতর একটু সাবধান হ'য়ে চ'লো,—
অন্যায় বেদনা হ'তে রেহাই পাবে—
প্রত্যাশা করা যায়,
তোমার করা, অন্তর্নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি, ভঙ্গী
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
যে-অনুবেদনা বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
তা'ই তোমার চরিত্র ;
ঐ চরিত্র যেমনতর প্রেরণা দিয়ে
উদ্দীপ্ত করে অন্যকে—বৈশিষ্ট্যমাফিক,
তুমি পাও-ও তেমনি,
আর, তেমনতর পাওয়াকেই
তুমি আবাহন ক'রে থাক,
এতে দোষ যদি থাকে তা'ও তোমারই,
গুণ যদি থাকে তা'ও তোমারই—
মুখ্যতঃ ;
ঈশী-আশিস
জীবন-জলুস নিয়ে
প্রত্যেকের অন্তরেই অধিষ্ঠিত,
তাই, যে যা'র প্রতি যেমন করে
তাই-ই পেয়ে থাকে সাধারণতঃ । ৪৮৫৭ ।

১৮।১।১৯৫৩, রাত ৯-৩৫

বিষয়ান্তর-অবধায়িতার ভিতর-দিয়ে
মস্তিষ্কের বিশ্রাম তো হয়ই,
অন্যান্য বিষয়ের অর্থ ও তাত্ত্বিক সঙ্গতিরও
উদ্ঘাটন হ'য়ে থাকে—
অবশ্য যদি শ্রেয়কেন্দ্রিক বিন্যাস-অনুপ্রাণনা থাকে,
নতুবা, বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের
বিষয়ান্তরে অন্ধতাই জ'ন্মে থাকে। ৪৮৫৮।
১৯।১।১৯৫৩, ৫ই মাঘ, শুক্লা চতুর্থী ও শ্রীপঞ্চমী,
সোমবার, সকাল ৮-৫০

জাতিকে যদি
সর্ব্বতোভাবে উন্নতই ক'রে তুলতে চাও—
প্রথমেই তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টীতপা হও,
তারপর নির্দ্ধারণ কর—
কোন্ কোন্ খাদ্যে, কেমনতর পোষণে
কী পরিবেশের ভিতর-দিয়ে কোন্ নিয়মনে
জনগণের স্বাস্থ্য, আয়ু, মেধা, যোগ্যতা,
বল, বোধি, বর্ণ, বিবাহ, জনন, যৌনজীবন
অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, ইত্যাদি
সম্পুষ্ট ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
শুধু নির্দ্ধারণ নয়—
সেগুলিকে বাস্তবভাবে প্রয়োগও করা চাই,
আর, তা'র জন্য প্রয়োজন
এক আদর্শবান সুসঙ্গত
বহুধা-প্রতিভাশালিনী-বুদ্ধিসম্পন্ন
সুনিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্কযুক্ত

সন্ধিৎসা-সন্দীপ্ত প্রতিভাবান লোকগুচ্ছ,
তাই, তা'দিগকে সংগ্রহ ও সুসংহত ক'রে তোল
এবং সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হও। ৪৮৫৯।
১৯।১।১৯৫৩, সকাল ৯টা।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
বৈধী শ্রেয়-অভিধায়িনী বিবাহ,
অর্থাৎ বর্ণ, কুল, চরিত্র ও যোগ্যতায়
শ্রেষ্ঠ ও সঙ্গতিসম্পন্ন—
এমনতর পুরুষের সহিত
উপযুক্ত নারীর বিবাহের ভিতর-দিয়ে
অভিজ্ঞ অনুচলনে
সার্থক, সুসঙ্গত, অনুচর্য্যী অনুবেদনী
অনুশ্রয়িতার ভিতর-দিয়ে
যদি সুস্থ, শক্তিমান, সংশ্রদ্ধ
বোধপ্রতিভাশীল সন্তানের
বহুল আমদানী ক'রতে না পার—
বিহিত গণ-নিয়মনী অনুচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে,—
তবে অল্পায়ু অশিষ্ট অপজন্মের ভিতর-দিয়ে
জাতকের বহুল আমদানী যতই হ'য়ে উঠবে,
ঐ অসংযত, অনাচারী, নিন্দিত চরিত্রের
আমদানীর খেসারতেই
তোমার জাতীয় জীবন
ক্রমশঃই ম্রিয়মাণ হ'তে থাকবে,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র
খিন্নই হ'তে থাকবে ক্রমশঃ—

ফলে, তোমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোশুদ্ধ
জাহান্নমে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হবে ;
মনে রেখো—
উদ্বর্দ্ধন-অনুচর্য্যা যেখানে,—
ঈশিত্বের অনুচর্য্যাও সেখানে,
বিবর্ত্তনের বিবর্ত্তনী যাগেই
তিনি যজ্ঞেশ্বর । ৪৮৬০ ।
১৯।১।১৯৫৩, সকাল ৯-৪৫

সার্থকতা মানে শুভে অন্বিত হ'য়ে ওঠা,
অর্থাৎ শুভে গমন করা,
তা'র মানেই হ'চ্ছে
শুভ-সম্পাদনী কর্ম্মে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে তোলা,
আর, শুভ তা'ই—
যে চলন, যে-বলন সত্তাকে পরিপোষণ করে,
পরিপূরণ করে, পরিরক্ষণ করে,
সম্বর্দ্ধনায় সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে ;
আর, এই পোষণবর্দ্ধনার অনুদীপনী কর্ম্ম
ও তৎ-নিয়মনে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা,
আবার, তদনুচর্য্যী হ'য়ে
প্রবৃত্তিগুলিকে সুসঙ্গত ক'রে তুলে
সত্তাকে নন্দিত ক'রে তোলা—
এই হ'চ্ছে তা'র অর্থ,
এই অর্থগুলি যা'তে সার্থক হ'য়ে উঠেছে
তা'ই কিন্তু পরমার্থ,

আর, এই উপাসনাকে অবলম্বন ক'রে
যাঁ'র জীবন-উপকূলে
তাঁ'রই সার্থকতায়
তঁৎ-তপা হ'য়ে
তৎকরণ-অভিনন্দনায়
সার্থক বৃত্তি-সঙ্গতিতে
সুনিবদ্ধ অনুপ্রেরণায়
নিষ্পাদনী অনুচর্য্যায়
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে চলেছ,—
তিনিই হ'চ্ছেন
ঐ উপাসনা বা সাধনার জীয়ন্তবেদী,
তিনিই বেত্তাপুরুষ,
আচার্য্য,
ইষ্টপুরুষ,
পুরুষোত্তম,
এক-কথায়, প্রিয়পরম তোমার ;
ঐ অনুরাগ-অনুদীপনার ভিতর-দিয়ে
তোমার অন্তরকে তদনুগ নিয়মনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক অন্বয়ী সমাবেশের সুচলনে
যে স্ফুরণী অনুবেদনা
অমৃতনন্দনায় অভিদীপ্ত ক'রে তুলছে তোমাকে,
তা'ই হ'চ্ছে ঈশিত্বের আশীর্ব্বাদী অমৃত-স্ফুরণ—
যা' বোধায়নী তৎপরতায়
তাত্ত্বিক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমার যা'-কিছু সবেরই অর্থকে
সার্থক ক'রে তোলে,
তা'ই, মানুষের জীবনের সর্ব্বার্থ

সার্থক হ'য়ে ওঠে ঐ ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই শুভ, ঈশ্বরই সত্য,
ঈশ্বরই শিব, ঈশ্বরই সুন্দর। ৪৮৬১।

২০।১।১৯৫৩, ৬ই মাঘ, মঙ্গলবার,
শুক্লা পঞ্চমী, সন্ধ্যা ৬-৫৫

তুমি যদি বিচারকই হ'তে চাও,
বা তুমি যদি লোক-অনুরোধে
বিচার-মাধ্যমী হ'য়ে নিযুক্ত হও,
কিংবা বিচারকের পদে নিযুক্ত হ'য়ে থাক,—
তবে শোন ধর্ম্মাধিকরণিক!
প্রথমেই তুমি তোমার অন্তর্দেবতাকে
অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে
সশ্রদ্ধ আনতি-দীপনায়
অন্তঃকরণের অন্তস্তম আগ্রহে নমস্কার কর—
ঐ আসনে উপবেশন ক'রেই,—
সঙ্গে-সঙ্গে অভিযুক্তের প্রতি নজর দিয়ে দেখ,
তাকাও তা'র দিকে—
একটা স্নেহল অনুকম্পী অনুবেদনী আগ্রহ নিয়ে,
করুণাদৃপ্ত অন্তরে ;
সর্ব্বসঙ্গত বাস্তব প্রমাণ-সিদ্ধ না-হওয়া পর্য্যন্ত
অভিযুক্তকে অপরাধী ব'লে
প্রথমেই কখনও গ্রহণ ক'রো না,
তোমার এটা যেন সত্তাসঙ্গত
সানুকম্প প্রতিজ্ঞাই হ'য়ে থাকে,

অভিযুক্তকে অপরাধী ব'লে
প্রথমেই মেনে নেওয়া কিন্তু
তোমার পক্ষে পাপের ;
আবার, উত্থাপিত অপরাধ যদি সাংঘাতিক
ও বহুল-গণঘাতী না হয়

এবং বিবেচনায়
বাস্তবে গণঘাতী সম্ভাব্যতার পরিচয় না পাও,—
বিচারের পূর্ব্বে কাউকে
আটকও রাখতে যেও না,
তবে উপযুক্ত স্থলে মুচলেকা বা
জমানত-বন্ধী রাখতে পার ;

মনে রেখো—
তুমি শাস্তা নও,
দণ্ডদাতা নও,
অভিযুক্তের আশ্রয়,
ক্ষুব্ধের বন্ধু,
অপরাধীর পাপস্খালনী
হৃদয়বান পরম সুহৃৎ,
তুমি তা'র সত্তাপোষণী সাত্ত্বিক নিয়ামক,
পাপস্খালনী বৈধী বিধায়ক,
অনুচর্য্যী তপস্বী তুমি ;
তোমার ব্যক্তিত্ব পুণ্যের,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সত্তাপোষণী তুমি,
ঈশ্বর-নিয়োজিত ধর্ম্মদ ধর্ম্মাধিকরণিক মানুষের ;
তুমি অভিযুক্ততে এতই অনুকম্পাশীল থাকবে,
যা'তে তোমার অন্তর-আগ্রহ
স্বতঃই প্রবুদ্ধ ক'রে রাখে তোমাকে—

তা'র আরোপিত দোষ-স্খালনের
আগ্রহ-আকুত সন্ধিৎসাপূর্ণ
সুপরিবীক্ষণী স্মরণ-মনন-অনুধ্যায়ী
আচরণ-অভিজ্ঞান-অভিব্যক্তি নিয়ে ;
অভিযুক্তকে ভেবে নিও—
তোমারই আত্মিক সংশ্লিষ্ট অভিব্যক্তি,
তা'র অন্তর্নিহিত বেদনা, শঙ্কা, আকুল উৎকণ্ঠা
তোমার অন্তরে যেন প্রতিফলিত হয়—
যেমন তোমার সন্তান বা প্রিয়ের বেলায়
তোমার হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ ;
আবার, ক্ষুব্ধ বা অভিযোক্তাকেও
প্রস্বস্তি-প্রণোদিত ক'রতে ত্রুটি ক'রো না—
বাস্তবে পর্য্যুদস্ত যে—
তা'র উপযুক্ত পরিভরণায় নজর রেখে,
সমবায়ী মিলন-উৎসারণী
ধর্ম্মদীপ্ত প্রাণন-প্রদীপনায়
সলীল মিলন-আলিঙ্গনে
পরস্পরকে নিবদ্ধ ক'রতে
সদাই যত্নবান থেকো—
বিশেষ স্থলে, বিশেষ রকমে
বিশেষ বিনায়নী তৎপরতায় ;
অভিযোক্তা যদি অসৎ-অভিপ্রায়ে
কাউকে মিথ্যা অভিযুক্ত করে,
তা'কে পার তো পরিশুদ্ধ কর,
উপযুক্ত বৈধী আপ্যায়নায়,
কোথাও হৃদ্য ভর্ৎসনায়,
কোথাও পরিশুদ্ধিমূলক শাসন বা দণ্ডে—

এমনতর হৃদ্য প্রেরণাবিদ্ধ ক'রে,—
যা'তে ভবিষ্যকালেও সে মিলন-আগ্রহী হ'য়ে ওঠে,
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
উপযুক্তভাবে উন্নয়ন-অনুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে—
সত্তা-পরিপোষণী প্রবর্ত্তনার আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুসেবনায় ;
বিচারের বেলায়
সমস্ত খুঁটিনাটির সঙ্গতি নিয়ে
সুসঙ্গত বাস্তব প্রমাণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাও,
তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হও—
সুসঙ্গত বাস্তব প্রমাণের অনুপ্রেরণায়,—
এমনতর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ যতক্ষণ না জোটে,
বা এতটুকু সন্দেহের অবকাশ থাকে,—
তোমার শাসন বা দণ্ডের আভিঘাতিক উত্থানকে
ততক্ষণ নিরুদ্ধই রেখো,
উত্থিত হতে দিও না,
উদ্যত হ'তে দিও না—ঐ দণ্ডকে ;
আবার, একথাও স্মরণ রেখো—
সত্যতপা যে সে-ই সাধু,
তাঁ'র পরিবীক্ষণাতেই থাকে সত্য বা সতের ভাব,
তাঁ'দের বিবৃতি বাস্তবই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ,
যা'রা ধারণারঙ্গিল হ'য়ে থাকে,
যা'দের ব্যক্তিত্ব
নানা ধারণার নানা রঙে রঙীন হ'য়ে ওঠে,
প্রমাণস্বরূপ তা'দের কথাগুলি গ্রহণ করতে—
সুসন্তর্পণা-সহ
সুবীক্ষণী তৎপরতায়

যদি গ্রহণযোগ্য হয়,
তবেই গ্রহণ ক'রো,
প্রত্যক্ষ এমনতর বিবৃতিকেও তুমি গ্রহণ ক'রতে যেও না—
যা' ব্যাপার বা বিষয়ের সঙ্গে
সুসঙ্গত ও অন্বয়ী হ'য়ে উঠে
বাস্তবতাকে সুস্পষ্ট ক'রে না তোলে ;
এতে হয়তো অনেক অপরাধীও
তোমার কাছে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে ;
কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় নিরপরাধ
কমই দণ্ডিত হ'তে পারে
বা শাসন-পীড়িত হ'তে পারে অতি নগণ্যভাবে,
তোমার বিচারণা যা'কে
যেমনতরই দণ্ডিত করুক না কেন,
তোমার ঐ নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তা'র কিছু-না-কিছু মুক্তির পথ
উন্মুক্ত ক'রেই রেখো—

যদি সেই পথে
সে কোনপ্রকারে মুক্তিলাভ করতে পারে ;
কাউকে বিচার ক'রতে গেলে
তা'র পরিবেশকে বিচার ক'রো,
তা'র অবস্থাকে বিচার ক'রো,
কাল ও প্রবৃত্তি-সংঘাতে
মানুষ কেন কোন্ উদ্দেশ্যে কী ক'রে থাকে
তা'ও বিচার ক'রো,—
আর, তাইই যেন তোমার শাসন-নিয়ন্ত্রক হয়,
এই সমস্ত বিচারের সুসঙ্গতি নিয়ে
বাস্তব ব্যাপারকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত

তুমি তোমার বোধিদীপনায়
উজ্জ্বল ক'রে না তুলতে পারছ,—
তোমার শাসন বা দণ্ড যেন আনতিশীল হ'য়ে থাকে তখনও ;
আরো মনে ক'রো, ভেবে দেখো'—
সব অপরাধেই শাস্তি কিন্তু শুভদ হ'য়ে ওঠে না,
যেমন মানুষের প্রাণন-চাহিদা
বা অহং-সংঘাত জনিত
অভিমান বা অপমান-প্রসূত অন্যায়—
যা' সত্তাধ্বংসী না হ'য়েও
তোমার অপরাধ-ধারায় সন্নিবেশিত হ'য়ে আছে,
সেগুলির সুনিয়মনে
অভিযুক্ত ও ক্ষুব্ধের ভিতর মিলনই
বিহিত উদাত্ত সংশোধনী হ'য়ে ওঠে ;
আবার, অন্যের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায়
মানুষের অপরাধ-প্রবণতা উত্তেজিত হ'য়ে
যেখানে অযথা অত্যাচারে
মানুষকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে—
অসৎ-নিরোধী দৃপ্ত কঠোর হ'য়ে
মমতার ধুক্ষিত তর্পণে
সেগুলিকে অনুবেদনী সংঘাতে
সুনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়
প্রায়শ্চিত্তে উদ্ভিন্ন ক'রে
অপরাধী যা'তে স্বতঃই সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে—
তা'ই করাই শ্রেয়-বিধান ;
আবার, যে অপরাধগুলি
সপরিবেশ নিজের অস্তিত্ব বা সত্তায় সংঘাত এনে
সকলকে পীড়িত, নির্য্যাতিত ক'রে

জীবন-ধারণে ক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে থাকে,
বা মানুষকে বাঁচার অধিকার হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তোলে
বা মৃত্যুতে পর্য্যবসিত ক'রে তোলে,
সেগুলি শাসন বা দণ্ডের ভিতর-দিয়ে
অভ্যাস-অনুচর্য্যায় বাধ্য ক'রে
সংশোধন করা ছাড়া উপায় থাকে না;
আবার, মৃত্যুর বদলে যে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে—
তা'রও কোন মানে নেই,
যেখানে মৃত্যু সংঘটিত হ'য়েছে,
তা'র বদলে ঐ সংঘটনকারীকে যদি মৃত্যুদণ্ড দাও,
ঐ মৃত বেঁচে উঠবে না,
তখন তা'কে দণ্ডের ভিতর-দিয়ে
যদি সংশোধন ক'রে নিতে পার—
সে যা'তে বহুলোকের বাঁচবার কারণ হ'তে পারে,—
তাইই কিন্তু শুভ,
তাইই শ্রেয় ;
যে-অপরাধ গণমরণকে আবাহন করে—
জীবনে বিধ্বস্ত হ'য়ে নয়,
মারণ-লোলুপতায়,
যা'র অস্তি-প্ররোচনাই গণ-মরণ-অনুপ্রেরক,
এমনতর স্থলেও তা'কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে কিনা—
লাখোবার চিন্তা ক'রে তা' ক'রো,
মনে রেখো, শাসন ও বিচারের মূলনীতিই হ'চ্ছে—
প্রতিবিধান,
প্রতিহিংসা নয়,

তা'ই কিন্তু বিচার, তা'ই কিন্তু বিধি—
যা' মানুষের সত্তাকে শুদ্ধিতে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ;
আরো মনে রেখো—
তুমি ধর্ম্মাধিকরণিক ;
মানুষকে, মানুষের জীবনকে ধরবার মানুষ তুমি,
গণধৃতি, লোকধৃতি বা ব্যক্তিধৃতিই তোমার ধর্ম্ম ;
যেখানে সন্দিৎসাপূর্ণ কূটবীক্ষণার
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে দেখছ—
প্রমাণ সম্পূর্ণ সুসঙ্গতি-সহ
তোমার কাছে হাজির হ'চ্ছে না—
একটা বাস্তব মূর্ত্তি নিয়ে,
অথচ দেখছ—
কোন ব্যাপার বা ঘটনার অনুষ্ঠান হ'য়েছে
—এটাও ঠিক,
সেখানে খুব সাবধান হ'য়ে চ'লো,
ঘটনা হ'লেও—
ঐ ঘটনা-সংঘটনকারী ব'লে যা'রা অভিযুক্ত হ'য়েছে
তা'দিগকে তুমি
অপরাধী সাব্যস্ত ক'রো না কিছুতেই,
তুমি যদি বুঝেও থাক—
হয়তো তা'রাই অপরাধী,
নিরাবিল-চিত্তে তা'দের মুক্তি দিও—
একটা সৎ-সন্দীপী প্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে,—
এতে পাপ তোমাকে স্পর্শও করবে না ;
যা'দের মুক্তি দিলে
তা'দের মধ্যে যদি কেউ পাপীও থাকে,
ঐ অনুকম্পাশীল উচ্ছল হৃদয়ী অনুবেদনা

তা'র ব্যক্তিত্বকে তোমার ঐ হৃদয়-মন্ত্রে
এমনতরই বশীভূত ক'রে তুলবে,
যে, অল্পদিনের ভিতরই দেখতে পারবে—
হয়তো সে পাপ-সংঘটনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,
সে নিজের জীবনকে আহুতি দিয়েও
অন্যকে রক্ষা ক'রতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,
তা'র হৃদয় অব্যক্তভাবেই হো'ক
বা ব্যক্তভাবেই হো'ক,
তোমার অন্তরস্থ দেবতার জয়গানে
দিগ্বলয়কে মুখর ক'রে তুলবে,
তুমিও তোমার অন্তরাসনে
উপাসনা-উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
আনত হৃদয়ে ব'লে উঠবে—
'ঈশ্বর! তোমায় জয় হো'ক';
তবে একথা স্মরণ রেখো—
গণ সম্বর্দ্ধনায় যা'রা সংঘাত আনে,
তা'দেরই অপরাধ বেশী,
বৈশিষ্ট্যপালন,
সত্তা-সংরক্ষণ,
সত্তাপোষণ ও সত্তাপূরণে
অভিঘাত যা'রা নিয়ে আসে,—
তা'রাই কিন্তু গুরুতর অপরাধী—
ব্যক্তি বা ব্যষ্টিগত-ভাবে
বিবাদ-সঙ্কুল ক্ষোভদীপ্ত যা'রা
তা'দের চাইতেও,
তুমি মনে রেখো—
তুমি লোকজীবন-পরিচর্য্যার,

তুমি পরিশুদ্ধির,
তুমি অস্তিবৃদ্ধির হোতা ;
আরো ভেবে দেখো—
আইনের চক্ষে সব মানুষ সমান
বা বিধির চক্ষে সব মানুষই সমান—
তা' কিন্তু মোটেই নয়,
এ একটা একসাই বাতুল প্রলাপ ছাড়া
এর অর্থ তুমি পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাবে না,
বিধি
আত্মবিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকের ভিতর
প্রত্যেক রকমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন,
আর তাইই বৈশিষ্ট্য,
আর, এই চক্ষুই বিধাতার চক্ষু—
যে চক্ষুতে এইটি বিশেষভাবে
পরিস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে ;
তবেই ব্যবস্থা, বিনায়ন, শাসন ও দণ্ড
প্রত্যেকের জন্য বিশেষ ধরণের
ধর্ম্মদ হ'য়ে ওঠে,
তুমি বিচারক, ধর্ম্মাধিকরণিক,
ঈশ্বরকেও ঐ বিশেষের ভিতর-দিয়ে
বিশেষ রকমে দেখাই তোমার তপ,
এই তপস্যায় তুমি যতই কৃতী হ'য়ে উঠবে,
ঈশী-উপাসনাও তোমাতে তেমনি ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
তুমি আনবে তোমার সাত্ত্বিক মোক্ষ,
তুমি আনবে প্রত্যেকটি ব্যষ্টির মোক্ষ,
আর, এই মোক্ষ সার্থক হ'য়ে উঠবে এক—অদ্বিতীয়ে ;

আরো স্মরণ রেখো—

তুমি এমনতরই অনুবেদনাপ্রবণ, অনুকম্পাপরায়ণ,

সব্যষ্টি লোকশুভানুধ্যায়ী হ'য়ে চলবে,

যা'তে তোমার দণ্ডও যেন

দণ্ডিতকে ফুল্ল ক'রে তোলে,

স্মরণ ক'রো সেই কবির গাথা—

"দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার

যার তরে প্রাণে কোন

ব্যথা নাহি পায়,

তারে দণ্ডদান প্রবলের অত্যাচার";

মনে রেখো—

ঈশ্বরের করুণা কিন্তু কাউকেই বঞ্চিত করে না,

তা'—তোমাকেও নয়,

পাপাত্মা, পাপসম্ভব যে তা'কেও নয়,

বিচার যদি তোমার

এই করুণাকে অবলোকন না ক'রে

দণ্ডকেই দোর্দ্দণ্ড ক'রে তোলে,

দুর্দ্দান্ত ক'রে তোলে,

লক্ষ্য ক'রে দেখ—

অদূরেই বিধিনিরয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে,

তখন তোমার লাখো অনুতাপও

তা'কে ঝল্‌সে দিতে পারবে না;

এই আমার কথা,

যদি তোমার ভাল লাগে,

গ্রহণ ক'রে যদি সুখী হও,

আমিও সুখী হব;

ঈশ্বর মহান,
ঈশ্বরই ধর্ম্ম,
ঈশ্বরই ন্যায়,
আর, ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গীকৃত যিনি,
তিনিই ন্যায়বান ধর্ম্মাধিকরণিক,
ন্যায়েরই মঞ্চ ধর্ম্মাধিকরণ,
আর, তা' সার্থক সেখানেই। ৪৮৬২।
২১।১।১৯৫৩, ৭ই মাঘ, ১৩৫৯, বুধবার,
শুক্লা ষষ্ঠী, দুপুর ১২টা

প্রীতির লক্ষণই হ'চ্ছে অনুগতি, অনুচর্য্যা, অনুশীলন,
প্রিয়-প্রয়োজনে আত্মনিয়োজন ও ক্লেশসুখপ্রিয়তা—
শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়,
কারণ, প্রীতি
প্রিয়কেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে থাকে—
স্বতঃ-উদ্দীপনায়। ৪৮৬৩।
২৩।১।১৯৫৩, ৯ই মাঘ, শুক্রবার,
শুক্লা নবমী, সন্ধ্যা ৬-২০

দার্শনিকতার দুর্বিনীতি
যখন ধর্ম্মকে দুঃস্থ ক'রে তোলে,
সব্যষ্টি গণবিধ্বস্তিও
অন্ধকারের মতন
ক্রমপদক্ষেপে এগুতে থাকে তখন। ৪৮৬৪।
২৫।১।১৯৫৩, ১১ই মাঘ, রবিবার,
শুক্লা একাদশী, সকাল ১০-৩০

অন্যের সুখ ও সুবিধাকে অবজ্ঞা ক'রে
বা বিহিত বিন্যাস না ক'রে
যে বা যা'রা নিজের সুখ ও সুবিধায় যত
শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন বা লোলুপ কর্ম্মনিরত,
তা'রা বেকুব বুদ্ধিমানের মতন
নিজের সুখ ও সুবিধার পথকেই
কন্টকাকীর্ণ ক'রে তোলে ;
তুমি অন্যের সুখ ও সুবিধার
বিনায়নী ব্যবস্থার ভিতর-দিয়ে
নিজের সত্তাপোষণী সুখ ও সুবিধাকে
সলীল ক'রে তোল,
এই সলীল লোক-সম্পর্ক
যা' তোমাকে বাস্তবে
বিবর্দ্ধনভৃত ক'রে তোলে
তা'ই ঈশ্বরীয় আশীর্ব্বাদ ;
ঈশ্বর বিধিস্রোতা,
সুব্যবস্থ,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী-সম্বেগ। ৪৮৬৫।
২৬।১।১৯৫৩, ১২ই মাঘ, সোমবার,
শুক্লা দ্বাদশী, রাত ৭-৩০

সময়-সঙ্গতিতে তুমি যেখানে যেমন
সঙ্গতিশীল নিষ্পাদন-তৎপর—
শ্রেয়তপা, শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী হ'য়ে,
তোমার অন্তর-বাহিরের সুসঙ্গত পরিক্রমা নিয়ে,—
তোমার সাধুত্বও সেখানে তেমন স্ফুট-সম্বেগী ;
সৎ যা',

সাধু যা',
শুভ-নিষ্পাদনী যা',
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে তাই-ই। ৪৮৬৬।
২৭।১।১৯৫৩, ১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার,
শুক্লা ত্রয়োদশী, সন্ধ্যা ৬-৩৫

যে-সমস্ত অন্যায় বা অপরাধ
সাংঘাতিক গণঘাতী নয়,
অথচ যা' প্রকাশ করলে
মানুষের মান-মর্য্যাদা, কুল, জাতি
ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অপদস্থ হয়,
বা আত্মনিয়মন-অনুপ্রাণতা ও যমন-প্রবোধনা ব্যাহত হ'য়ে
সে ঔদ্ধত্য-চলনে চলতে পারে,—
কোন রাজকর্ম্মচারীই হো'ক
বা সাধারণ কেউই হো'ক না কেন,
সবারই পক্ষে
তা' প্রকাশ না ক'রে
সেই ব্যক্তির চরিত্রকে যমনপ্রবুদ্ধ ক'রে
ঐ আত্মসংযমে সাহায্য করাই শ্রেয় ;
সুবীক্ষণী বিনায়নী তৎপরতাকে ব্যাহত ক'রে
অন্যের দোষকে বাতুল আড়ম্বরে
অবান্তরভাবে ফুটন্ত ক'রে তোলা
ব্যক্তিত্বের পক্ষেও যেমন হানিকর,
সমাজের পক্ষেও তেমনি,
সেখানে ঐ দোষ-দৃষ্টির ইন্ধন দিয়ে
বাগ্-বিতাড়নার উস্‌কানিতে
তা'কে জ্বলন-সম্বেগী করা

কিছুতেই সমীচীন নয়,
যেই তা' করুক না কেন
ঐ করাটা পাপেরই প্রযোক্তা ;
যা'ই কর, নিজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ক'রো,—
তোমার অমন হ'লে কী চাইতে,
ঐ তেমনি ক'রেই
তা'র প্রতিও তেমনি ব্যবহার ক'রো ;
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী আবেগ,
উদ্বর্দ্ধনী অনুদীপনাই তাঁ'র পূজা। ৪৮৬৭।

২৮।১।১৯৫৩, ১৪ই মাঘ, বুধবার,
শুক্লা চতুর্দ্দশী, সকাল ৮-৩০

শান্তিরক্ষকের ব্যক্তিত্বের
মোক্ষা গুণই হ'চ্ছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ
সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যাপরায়ণতা—
মমতার ধুক্ষিত তর্পণে
অসৎ-নিরোধী অনুনিয়মনায়,
এই সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যাপরায়ণতা আসে আবার
অনুকম্পী দরদী দয়াপ্রবণতা থেকে,—
যা' কৌলিক তপঃস্রোতা অভিদীপনার ভিতর-দিয়ে
সৎকুল-সম্ভব যা'রা
তা'দের ভিতর প্রবাহিত হ'য়ে থাকে,
তা' ছাড়া, সহানুভূতি, অনুবেদনাপূর্ণ সুনিয়মন
ঐ শান্তিরক্ষকের স্বভাব-সিদ্ধ থাকা চাইই ;
তা'র কর্ত্তব্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া নয়,
বিনায়নী তৎপরতায় শান্তি স্থাপন করা,—
শুধুমাত্র খুঁজে-পেতে অপরাধ বের করা নয়,

অপরাধীকে দলিত করাও নয়,
অপরাধমুক্ত ক'রে তোলা,
তা'র ব্যক্তিত্ব-বিকীর্ণ চরিত্র
লোকের অন্তরে প্রভাব-বিস্তার ক'রে
যা'তে তা'দিগকে অপরাধমুক্ত ক'রতে পারে,—
তা'ই করাই হ'চ্ছে তা'র উৎক্রমণী অনুশীলনা;
তা'র কর্ত্তব্য—
মানুষকে আদর্শপরায়ণ ক'রে তোলা,
শান্তি, তৃপ্তি ও যোগ্যতায় সুদীপ্ত ক'রে তোলা,
মিলন-সম্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
পারস্পরিক পরিচর্য্যা-নিবুদ্ধ ক'রে তোলা;
যে বা যা'রা তা' নয়,
তা'রা শান্তিরক্ষক নামের কলঙ্কই হ'য়ে থাকে;
শান্তি-তৃপ্তির প্রবোধনা যেখানে—
সৎ-সন্দীপনী মিলন যেখানে—
ঈশ্বর আরতি-সন্দীপনায়
অন্বিতার্ঘ্য হ'য়ে ওঠেন সেখানেই। ৪৮৬৮।
২৮।১।১৯৫৩, সকাল ৯টা

জৈবী-সংস্থিতির সমাবেশ যা'র যেমন নিকৃষ্ট,—
প্রকৃতিও তা'র তেমনি হ'য়ে থাকে,
আবার, প্রকৃতি-পরিধৃত প্রবৃত্তিগুলিও
তেমনতর ক'রেই চলৎশীল তা'র,
তা'র শ্রেয়শ্রদ্ধা শ্লথই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ,
শ্রেয়-আনতি দুঃখদ ব'লেই মনে করে সে স্বভাবতঃ,
আত্মস্বার্থের পরিপ্রেক্ষায়
তা'র আচার, ব্যবহার, বাক্য-বিনায়না

নিয়ন্ত্রিতও হ'য়ে থাকে তেমনি,
পরার্থ-বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে আত্ম-সংরক্ষণা
বা বিভব-পরিভৃত হওয়া
তা'র ধারণাই ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পারে না,
স্বার্থ-সঙ্কুল ঔদ্ধত্য-প্রবণ গর্ব্বের ভিতর-দিয়েই
স্বীয় ব্যক্তিত্বের গৌরব অনুভব ক'রে থাকে সে,
অন্যের কাছে সে যা' সাহায্য পায়
তা' যেমনতরই হো'ক
তা' হ'তে নিয়ে আত্মপরিপোষণায় প্রকৃতিসিদ্ধ
দেখতে পাওয়া যায় তা'কে সাধারণতঃ,
যে বা যা'রা তা'কে দেয়,
তা' নিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে
অন্যের পরিচর্য্যী বা পরিপোষণী ক্ষমতা বা যোগ্যতা
আহরণ ক'রতে সে নারাজই হ'য়ে থাকে,
এবং সে-কথা বললেও
দুঃখ, অপমান, অভিমান বা অবসাদ বোধ করে,
কা'রও কাছে পেয়ে
তা'কে পুষ্ট করবার অতিশায়নী আগ্রহ
উদ্দীপ্তই হ'য়ে উঠতে চায় না তা'র অন্তরে,
বরং তা'কে আরো-আরো শোষণ করবার প্রবৃত্তিই
উদগ্র হ'য়ে ওঠে,
তাই, সে ধনী হ'লেও ইতরমনাই হ'য়ে থাকে,
দরিদ্র হ'লেও নোংরাই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ,
শ্রেয়তপা সদাচারসম্পন্ন হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে
পরপোষণী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না সে,

নষ্ট বা ভ্রষ্ট পথই সহজ ব'লে মনে হয় তা'র কাছে,
তাই, সে যেই হো'ক আর যেমনই হো'ক,
অভাবক্ষুব্ধই থেকে থাকে—
দেখতে পাওয়া যায় ;
নিয়ামক বা নিরাময়ক তা'র একমাত্র—
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
ইষ্টতপা হ'য়ে
তৎস্বার্থে নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে
তৎপরিচর্য্যায় নিরত হওয়া,
আর, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে
বিদ্রুত, বিধ্বস্ত যে বা যা'রা
দায়িত্ব নিয়ে
পরপ্রীতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে আহরণ ক'রে
তা'দের সেবা-সন্দীপনায় নিজেকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলা ;
নয়তো তিমির তূর্য্য নিনাদে
তা'দিগকে ধিক্কার-দণ্ডিত ক'রতে কিছুতেই ছাড়বে না,
ঈশ্বর মঙ্গলময়,
ঈশ্বরে সুসন্দীপ্ত পবিত্র অনুরাগ-অনুচর্য্যাই
মানুষের জীবন-বিভব। ৪৮৬৯।
২৮।১।১৯৫৩, সকাল ১০-২০

ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা-প্রণোদিত
ইষ্টীতপা চলন,
সুসঙ্গত প্রবোধনা,
উপযুক্ত সুসঙ্গত আন্দোলন,
সুসঙ্গত হুজুক,
সুসঙ্গত, সুব্যবস্থ উপচয়ী কর্ম্মনিষ্পাদনী

অনুপ্রেরণা ও অনুশীলন
—যা'তে মানুষ যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
আত্মনির্ভরণী ধৃতি-মান হ'য়ে ওঠে,—
ইষ্টনিষ্ঠ সুসংবদ্ধ যোগ্য পরিকর-সংশ্রয়,
অসৎ-নিরোধী প্রদীপনা,—
এইগুলির সুসংবদ্ধ নিয়মনের ভিতর-দিয়েই
প্রসারণ ও প্রচারণা
প্রাঞ্জল, প্রদীপ্ত ও সার্থক হ'য়ে উঠতে থাকে;
আর, এই হ'চ্ছে গণ-দোলনী তুক। ৪৮৭০।
২৯।১।১৯৫৩, ১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার,
পূর্ণিমা, সকাল ১১-৪৫

তোমার এমনতর বন্ধু যদি কেউ থাকে,
যে তোমার শত্রুকে
তোমাতে আনত ও উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে,
তা'র বান্ধবতাই কিন্তু তোমার
শ্রেয়-গৌরবের বস্তু;
আবার, কেউ যদি তোমাতে
সংঘাত-উদ্যত হ'য়ে থাকে,
এবং তোমার হ'য়ে কেউ যদি
তা'কে ব্যর্থ ও নিবৃত্ত ক'রে
অনুতপ্ত, আনত
ও বান্ধব-নিবদ্ধতায় সুদৃঢ় ক'রে তুলতে পারে তোমাতে—
তা' যে-রকমেই হো'ক,
সেও কিন্তু তোমার পরম বান্ধব,
তোমার প্রতি তাঁ'র মৈত্রী-আলিঙ্গন স্বতঃ-সম্বেগী;
যেখানে মৈত্রী,

সংহতি যেখানে,—
ঈশ-আশিস্ও পরাক্রম-প্রদীপ্ত সেখানেই। ৪৮৭১।
২৯।১।১৯৫৩, রাত ৯-৩০

পূর্ব্বপুরুষে শ্রদ্ধাবনত আনতি নিয়ে
অভিজাত অনুবেদনী অনুশীলনায় তৎপর থেকে,
তোমরা প্রত্যেকেই
নিজ নাম, গোত্র, বর্ণানুগ পদবী
যথা শর্ম্মা, বর্ম্মা ও ভূতি
এবং থাকের
সুসঙ্গত ইঙ্গিত-সমন্বিত বাক্যের সহিত
নিজের নাম ও পরিচয় জ্ঞাপন ক'রতে অভ্যাস কর,
এই অভ্যাসের ফলে
কুলবৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্ম, বিবাহ
ও লোকের কাছে পরিচিত ব্যাপারে
অনেকখানি সাহায্য করবে,
সুবিধাও পাবে যথেষ্ট;
আর, আত্মপরিচয় ভাঁড়িয়ে
কখনও অন্যের বর্দ্ধনায় প্রলুব্ধ হ'য়ে
তদনুগ রকমে নিজেকে লোকের সামনে
উপস্থাপিত ক'রতে যেও না,
এটা কিন্তু আত্মঘাতী চলন,
—এই চলনে
তোমার ভাঁড়ামির ভুলে
সবংশ ও সরাষ্ট্রে তোমাকে
ক্ষোভান্বিত ক'রে তুলবে তুমি;

মনে রেখো—
অন্যের আভিজাত্য হ'তে
তোমার আভিজাত্য কোন অংশেই কম নয়,
তা'র বৈশিষ্ট্য তোমার কাছে যেমন আদরণীয়,
তোমার বৈশিষ্ট্যও
তা'র কাছে তেমনি আদরণীয় ও প্রয়োজনীয় ;
আভিজাত্য অনুবেদনায়
বৈশিষ্ট্যপালী কৃষ্টি
স্ফোটন-আগ্রহান্বিত হ'য়ে থাকে—
ব্যক্তিত্বকে বিশুদ্ধ ও সুসংহত ক'রে ;
যেখানে শ্রদ্ধা,
যেখানে কৃষ্টি,
যেখানে বৈশিষ্ট্যপালী অনুবেদনায়
তপশ্চরণী আত্মনিয়মনের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে যোগ্যতর ক'রে তোলার অভিদীপনা,—
ঈশ্বর সেখানেই স্ফোটন-সম্বেগী,—
বিবর্ত্তনের জীবন-প্রসাদ । ৪৮৭২ ।
১।২।১৯৫৩, ১৮ই মাঘ, রবিবার,
কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, সন্ধ্যা ৫-৪৫

অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
যিনি তোমাকে সাহায্য করেন,
তোমার সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়
যিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন,
তাঁ'র কাছ থেকে নিয়ে
আত্মপোষণী পরিচর্য্যায়
নিজেকে যদি সামর্থ্যবান ক'রে

যোগ্যজীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠতে পার,
অন্যকেও যদি—
যেমন পেয়েছ
তেমনি ক'রেই দিয়ে
যোগ্য ক'রে না তুলতে পার,—
বুঝে নিও ঠিকই—
আত্মনিয়মনী পরিচর্য্যায়
শক্তি-সন্দীপ্ত যোগ্যতায়
অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারনি তোমাকে,
যিনি তোমাকে অনুবেদনী অনুচর্য্যায় সাহায্য ক'রে
শক্তি ও যোগ্যতায়
অধিরূঢ় ক'রতে চেয়েছিলেন,
তুমি তাঁকে নন্দিত ক'রে তুলতে পারনি,
বঞ্চিতই করেছ তাঁকে,
তাই, অনতিবিলম্বেই
বৈধী বিনায়ন ও নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
শক্তি ও যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
নয়তো, তুমি তো ব্যর্থ হবেই,
তাঁকেও ব্যর্থ ক'রে তুলবে ;
যে মুহূর্ত্তে দেখছ—
কোন প্রয়োজনের তাগিদ
তোমাকে তাঁ'র দিকে যেতে প্রলুব্ধ ক'রে তুলছে,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তুমি তোমার পরিবেশের কাউকে
এমনতর বিনায়িত ক'রে তুলতে পারনি,
হৃদ্য অনুকম্পায়
স্বতঃস্বেচ্ছ অবদানে

যে তোমার অভাবকে আপূরিত ক'রে
বিভবকে উদ্ভিন্ন ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পারে ;
আবার, যিনি তোমাকে দিয়ে
উদাত্ত অনুকম্পায়
তোমাকে উপযুক্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতায় অভিদীপ্ত দেখতে
অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন,—
তাঁ'কে অনুচর্য্যা করবার,
যে-কোন অবস্থায় সাহায্য করবার
সত্তাপোষণী ও সত্তা-সম্বর্দ্ধনী আকূতি বা প্রলোভন
তোমাকে উদ্দীপ্ত শুভ-সম্বেগ-প্রলুব্ধ ক'রে তোলেনি
অন্তর ও বাহিরে,—
তাই, ব্যক্তিত্বকে তীব্র ব্যগ্রতা নিয়ে
অর্জ্জনপটু শীল-সম্ভার-আপ্যায়নায়
যোগ্য ও দক্ষ ক'রে তুলতে পারনি তুমি,
তাই, দেখ—
যা'র কাছে পাও,
তোমার অভাবের তাড়না
তাঁ'র দিকেই তাড়িয়ে না নিয়ে যায়—
বরং তাঁ'কেই তুমি দিতে পার,
এমনতর ক্ষমতা বা যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতে
এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না,
পরিপোষণায় প্রাতঃসূর্য্যের মত
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ তুমি—
প্রীতির সামমুখরিত ক'রে অন্তর ও বাহির ;
যেখানে যোগ্যতা স্বাস্থ্য সম্ভার নিয়ে
প্রদীপ্ত হ'য়ে চলে—

ইষ্টীতপা অনুবেদনায়,
ঈশী-সম্বেগও সেখানে
দীপন-বিকিরণায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
বিকাশ-ব্যঞ্জনায় । ৪৮৭৩ ।
১।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭টা

যাঁ'র স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ-উদ্দীপনা
অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
তোমাকে প্রতিপালন করছে,
নিজের অভাব-অভিযোগ
বা অন্যের প্রতিপালনের বোঝা
তাঁ'র স্কন্ধে চাপিয়ে
নিজে নন্দিত হ'তে যেও না;
কা'রও কাছে জীবনপোষণা পেয়েও
যদি নিজেকে অর্জ্জনপটু দক্ষ ক'রে তুলতে না পার,
আগন্তুক অভাবে
তাঁ'র কাছেই যদি হাত বাড়াতে হয়,
বুঝে নিও—
তোমার ক্ষমতা-সন্দীপ্ত যোগ্যতা
ঘাটতিতেই চলেছে তখনও;
যত পার, যোগ্যতায় অভিদীপ্ত থেকে
সেবামুখর অর্জ্জনপটু সাশ্রয়ী হ'য়ে
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুকম্পী অনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে
যোগ্যতায় প্রদীপ্ত ক'রে
তা'দেরই সহায়তায়
তোমার ঐ প্রতিপালককে পুষ্ট ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,

এতে তোমার যোগ্যতা, দক্ষতা, ক্ষমতা
বেড়েই উঠবে,
প্রতিপালক যে
এবং পরিবেশে অপটু যা'রা
তা'দের বর্দ্ধন-লালসায়
তোমার অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
তখন আর বঞ্চনার ব্যাঙ্গস্থল হ'য়ে
থাকতে হবে না তোমাকে ;
যোগ্যতা ও দক্ষতা যেখানে
সুনিষ্পন্ন অভিযানে
আত্মনিয়মন ক'রে চলতে থাকে,
ঈশিত্বও বিভা-বিভূতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সেই ব্যক্তিত্বে। ৪৮৭৪।
১।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-১৫

মানুষের ইষ্টার্থপরায়ণ ইষ্টীতপা সম্বেগ
যা'র যেমন উদগ্র,
সুব্যবস্থ ও সুসঙ্গত—
নিষ্পাদনী পরিচর্য্যাও তা'র তেমন দক্ষ,
সাধুত্বও সেখানে তেমনি ফুটন্ত,
এই ফুটন্ত সাধু-ব্যক্তিত্বেই
যোগ্যতাও উদাত্ত-বিকিরণী—
ভাব-বিভূতির ব্যঞ্জনা নিয়ে ;
দক্ষ-নিষ্পন্নতা-সম্পন্ন সাধুব্যক্তিত্ব
ভাব-বিভূতি নিয়ে অভিব্যক্ত যতই,
দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভের সৌভাগ্যও
তা'র তেমনি,

আর, যে দিতে পারে,
দিয়েই যে আনন্দ পায়,
সঙ্কীর্ণ-স্বার্থী প্রাপ্তি-প্রয়াস
তা'র পক্ষে নির্যাতনপ্রদই হ'য়ে ওঠে ;
তাই, ভাব য্য'র ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত বিভবে অভিবাদন করে,
অভাব তা'র কোথায় ?
ঈশ্বর সব-কিছুরই সার্থক ভাবকেন্দ্র । ৪৮৭৫ ।
১।২।১৯৫৩, রাত ৯টা

ভজন মানেই হ'চ্ছে—ভক্তি করা,
অনুরাগ-উদ্দীপনী সম্বেগ নিয়ে
কাউকে বা কিছুকে আশ্রয় করা,
পূজা করা,
পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
সেবা করা,
দান করা,
বিভাজন করা,
গ্রহণ করা—
মনোমুগ্ধকর উক্তিসহ,
আর, ভজ্-ধাতু হ'তেই ভিক্ষ-ধাতুর উৎপত্তি,
আবার, ভিক্ষাও সার্থক হয় ঐ ভজনে, ঐ সেবায় ;
সেবানন্দনার ভিতর-দিয়ে
মানুষের অনুচর্য্যা ও দান-প্রবৃত্তিকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা
যা'তে সে নিজেকে সার্থক বিবেচনা করে,
সেবা-নিঃসৃত সশ্রদ্ধ অমনতর অবদান গ্রহণ করা,

আবার, গ্রহণ ক'রে
উপযুক্ত স্থলে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা' বিলিয়ে দেওয়া,—
এই হ'চ্ছে ভিক্ষার তাৎপর্য্য ;
পরশোষণী প্রবৃত্তি কিন্তু ভিক্ষা নয়কো
তা'কে ভিক্ষা নামে অভিহিত করা
অন্যায্য বা অন্যায়,
পরশোষী যা'রা,
তা'দের বরং যাচী বা যাচন-ব্যবসায়ী বলা যায় ;
মানুষ যখন উপনীত হয়,
তখন আচার্য্যের অনেক নিদেশের মধ্যে
একটা নিদেশ থাকে—
'ভৈক্ষং চর',
অর্থাৎ, সেবা-পরিচারণাই তোমার জীবনচর্য্যা হো'ক,
ঐ সেবা-পরিচারণার ভিতর-দিয়ে যা' পাও,
তা' দিয়ে আত্মপোষণা ও পরসেবা নিয়ে চল ;
তা' হ'লেই,
ভজন বা ভজন-প্রদীপ্ত ভিক্ষা যা'র যেমন,
ভাগ্যও তা'র তেমন ;
ভজন-নন্দনাই ঈশ্বরের পারিজাত-কানন। ৪৮৭৬।
১২।১৯৫৩, ৯-৩০ রাত্রি

সুনিষ্ঠ সুতপা ইষ্টানুগ ধর্ম্মানুচর্য্যী
বিন্যাস-বিভূতি যা'-কিছু,
তা'তে প্রকৃষ্ট হ'য়ে চল—
শারীরিক কোষ ও রক্তকণা-বিনায়িত

ঔপাদানিক সংশ্রয়ী সম্বেদনা নিয়ে,
সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
অন্তর ও বাহিরের
সুসঙ্গত সন্দীপনী সম্বেগী চলনে চ'লে,
তপনিরত কুলস্রোতা ব্যক্তিত্বে বিকশিত হ'য়ে
নানা বৈশিষ্ট্যের বিকিরণী বিনায়নায়,
শরীর ও আত্মার সুনিবদ্ধ আবেগ-স্ফুরণায় ;
তাই, যেখানে ধর্ম্মানুচর্য্যা অভ্যাস-তপ-নিরত—
রাগভক্তি বা শ্রদ্ধার
সুকেন্দ্রিক সম্বেগ-সম্বুদ্ধ পরিচারণায়,—
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, নিয়মন-তৎপর
ঈশী-সম্বেগও দীপ্তি-বিকিরণায়
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বাস্তব-সঙ্গতিতে
একসূত্রগত সেখানে—
যা'-কিছুর বিনায়নী প্রবর্দ্ধনায়
বোধি-সিংহাসনে সমাসীন হ'য়ে ;
ঈশ্বরই শক্তি,
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই আত্মিক-সম্বেগ। ৪৮৭৭।
২।২।১৯৫৩, ১৯শে মাঘ, সোমবার,
কৃষ্ণা তৃতীয়া, সকাল ১০-১৫

তুমি যে-কোন বিষয়, ব্যাপার, বাক্য, ব্যবহার,
চিন্তা, বিরোধ, ন্যায়, অন্যায়
যা'রই সম্মুখীন হও না কেন,
যা'ই তোমার আওতায় এসে

হাজির হো'ক না কেন,
তৎক্ষণাৎ তা'র, পক্ষাপক্ষ বিবেচনা ক'রে
বিপক্ষ যা' তা'র নিরসন ক'রে
সাপক্ষে সুসঙ্গত ক'রে
তা'কে সুবিনায়নী তৎপরতায়
সমাধান ক'রে আসবে—
ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণে ;
যেখানেই তা' কর না কেন,
এমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে করবে—
সুযুক্ত বৈধী সঙ্গতিতে,
যা'তে প্রত্যেকেই
তা' সহজভাবে উপলব্ধি ক'রতে পারে,
এবং সমীচীনভাবে বিবেচনায় নিয়ে
সার্থকতায় দাঁড়িয়ে,
তোমাকে সাহায্য না ক'রেই
নিরস্ত থাকতে পারে না ;
অমনতর বিনায়নী তৎপরতায়
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
ব্যাপার সামান্যই হো'ক আর বৃহৎই হো'ক—
সব সময় ঐ বিনায়নী তৎপরতা যেন
তোমার উদ্দেশ্যকে নিরাবিলভাবে
পরিপোষিত ক'রে
আপূরিত ক'রতে পারে,
আর, এমনতর যতই ক'রতে থাকবে,—
তোমার উপস্থিতবুদ্ধিও প্রখর হ'তে থাকবে ততই ;
ঈশ্বরই সর্ব্বমীমাংসার সার্থক মীড়। ৪৮৭৮।

২।২।১৯৫৩, সকাল ১০টা ৪০

যা'রা বাস্তবে স্বামী-স্বার্থিনী নয়কো,
রক্ষণ ও উপভোগ-পরিপোষণার জন্য
স্বামীর প্রয়োজন যা'দের,
তা'দের হৃদয়
নিবিষ্ট অনুধ্যায়িতা নিয়ে থাকতে পারে না,
ভাব-বিপর্য্যয়ই তা'দের জীবনকে
দোলায়মান ক'রে রাখে,
নিনড় প্রীতি নেই ব'লে
তা'রা নির্দ্বন্দ্ব হ'তে পারে না কিছুতেই,
আবার, দ্বন্দ্ব-দোদুল হৃদয় ব'লে
সুসন্ধিৎসু সুবীক্ষণী সহানুধ্যায়ী
অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বামীর স্বার্থ, অর্থ বা সামর্থ্য যা'-কিছুকে
সুযুক্ত সুসঙ্গত অনুবেদনায় বিনায়িত ক'রে
নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থায়
স্বামীর পরিপোষণ-তাৎপর্য্যে
তা'কে ব্যবহার ক'রতেও পারে না ;
তা'দের অন্তরেও দ্বন্দ্ব,
বাইরেও দ্বন্দ্ব,
এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে বা বিনায়িত ক'রে
সহজ সচ্ছলভাবে নিজেকে সমাবেশও ক'রতে পারে না,
বিরোধ, বিদ্বেষ, হিংসা,
স্বার্থসন্ধিৎসু পরশ্রীকাতর মান-অভিমান
ও আত্মভরণী যা'-কিছু
তা'তেই তা'রা ব্যস্ত হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
এই কপট স্ত্রীত্বে
আত্মিক বিক্ষেপ

নিরন্তর দ্রোহদীপনা নিয়েই চলতে থাকে ;
নিষ্ঠা যেখানে সুন্দর,
ঈশ্বর সেখানেই নন্দনা-দীপ্ত। ৪৮৭৯।
২।২।১৯৫৩, বিকাল ৪-৩০

বিকেন্দ্রিক, অসঙ্গত, অমীমাংসিত
দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন ও ধারণার ভিতর-দিয়ে
যে বোধবিপাক সৃষ্টি হ'য়ে
অহংকে অভিভূত ক'রে রাখে,
সেই অর্থহীন, বিবর্ত্তন-বিমুখ, জটিল বিন্যাসই
আমাদের অন্তর্নিহিত গ্রন্থি বা টেক,
যে-গ্রন্থি বা টেক বজ্রকপাটের মতন
বোধায়নী তৎপরতাকে ব্যাহত ক'রে
অজ্ঞ বিজ্ঞতায় মানুষকে আরূঢ় ক'রে রাখে,
তাই, ঐ গ্রন্থিই হ'চ্ছে
জীবনের অগ্রগতির ব্যাহতি ও বাধা-স্বরূপ,
অনুরাগ-সন্দীপনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত বোধ-বিনায়িত হ'য়ে
সঙ্গত-বিন্যাসে
এগুলি ব্যবস্থিত না হ'য়ে ওঠে,—
তোমার অগ্রগতি ব্যাহতই হ'তে থাকবে,
শুধু অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া কেন,
তোমার জীবন-সন্দীপনা ও'তে
স্ফুরণ-বীর্য্যহীন হ'য়ে চলবে ;
বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
একনিষ্ঠ হ'য়ে চল—
তত্তপা তদনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে

স্বকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে,
একদিন হয়তো অন্তর্নিহিত সন্দীপনী ভাষায়
তোমারই মুখনিঃসৃত বাক্য ব'লে উঠবে—
'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ,
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে';
ঈশ্বরই পরাবর,
তিনিই পরমপুরুষ। ৪৮৮০।

৩।২।১৯৫৩, ২০শে মাঘ, মঙ্গলবার,
কৃষ্ণা চতুর্থী, সকাল ৯টা ৫

ক্বচিৎকালে দেখতে পাওয়া যায়—
কোন গণপাবী মহৎ মহানের জীবদ্দশায়
তাঁ'র বিশেষ ধারাবাহিক কর্ম্ম-বিনায়নার কালেই
প্রেরিত-পুরুষোত্তমের আবির্ভাব হ'য়ে থাকে,
কিন্তু পাবক-পুরুষরা একই সময়ে
অনেক আসতে পারেন,
তবে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে
গভীর সঙ্গতি থাকেই;
আবার, কোন মহৎ-মহান পাবক-পুরুষের জীবদ্দশায়
যদি পুরুষোত্তমের আবির্ভাব হয়,
ঐ আবির্ভাব কিন্তু
যুগধারার আপূরণী স্বাগতম্-অভিনিবেশ,—
যাঁ'র ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে
বৈধী-প্রেরণা মানুষের বিবর্ত্তনের বোধিদীপ্তি
বিকিরণ ক'রতে-ক'রতে চলতে থাকে—
প্রাচীনের সঙ্গতি-সূত্রে বর্ত্তমানকে উদ্ভিন্ন ক'রে
ভবিষ্যতের উদ্বোধনায়;

ঐ তথাগত প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
যদি সেই মহৎ-মহান
সুসংহত হ'য়ে না ওঠেন—
আলিঙ্গনী অনুসরণকে অবহেলা ক'রে,—
অবিনায়িত, বিশৃঙ্খল-অর্থী
জটিল বৃত্তিতে আবিষ্ট হ'য়ে
গর্ব্বেপ্সু অভিদীপনায়—
ঐ প্রেরিত-পুরুষে
ঐ তথাগতে
যদি তিনি সংঘাত সৃষ্টি করেন,
তা'তে ঐ মহৎ-মহান ব্যক্তিত্বের প্রগতি
ব্যাহতই হ'য়ে থাকে,
অগ্রগতি নিশ্চলই হ'য়ে যায়,
তা' বিবর্ত্তন-আপূরণী তাৎপর্য্যে
সুবিন্যাস-সংক্রমণ-তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
আর চলতে পারে না;
তাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বা যতদিন
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তথাগত
বা প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
তিনি সুসঙ্গত হ'য়ে
তঁদনুদীপনায়
তঁদর্থী সার্থকতায়
নিজেকে প্রসারিত ক'রে না তোলেন,
তেমনিভাবে না চলেন,
তাঁ'র জীবনের ঐ ব্যাহতি
তাঁ'র অগ্রগতিকে ব্যর্থই ক'রে তুলবে;

তাই, নিজের বোধবিক্ষুব্ধ সঙ্কীর্ণ জটিলতায়
নিজের অহং বা সত্তাকে
গ্রন্থিনিবদ্ধ না ক'রে,
এক-কথায় টেকী না হ'য়ে
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম তথাগত
বা পুরুষোত্তম যিনি,
তাঁ'তেই তোমার উৎসারণী শ্রদ্ধাকে
নিবদ্ধ ক'রে ফেল,
তাঁ'কেই অবলম্বন ক'রে
ঐ বিবর্ত্তন-পন্থায় এগুতে থাক,—
নন্দনার দীপনরাগ
সামসঙ্গীতে তোমাকে বিভোর ক'রে তুলবে,
ভর্গদেব ঈশী-বিকিরণায়
তোমাকে অরুণচ্ছটায়
আশিস্ বিকিরণ ক'রে
সার্থক ক'রে তুলবেন ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা। ৪৮৮১।
৩।২।১৯৫৩, রাত ৮টা ১৫

তুমি—যদি স্বামী-স্বার্থিনী না হও,
স্বামীর সৎ-সমর্থনী যদি না হও,
তাঁ'র অনুপোষণী সঙ্গিনী না হও—
ইষ্টানুগ নিয়মনে,
অন্তর-বাহিরে ক্লেশসুখপ্রিয়তার
হ্লাদিনী উৎসব-যাগ-তৎপর হ'য়ে,
অনুচর্য্যী হোম-আরতি নিয়ে,

জীবন বর্দ্ধনার স্বতঃ-পরিচারিণী
একনিষ্ঠ অংশিনী হ'য়ে—
অচ্যুত অভিযানে,—
যদি আত্মভোগ-আত্মসুখ-লালসার
উপকরণ-আহরণে
সোহাগ-পরিচর্য্যার পরিচারক ক'রে
তোমার স্বামীকে ব্যবহার করতে চাও,—
অচ্যুত প্রীতি-সন্দীপনায়
তদনুসারিণী রাগানুগতি নিয়ে
তোমার বোধি, চিত্ত ও দেহের আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায়
তাঁ'কে রঞ্জিত করবার বালাই
যদি বহন ক'রতে নাই চাও,—
অভিমান, বিরোধ আক্রোশ, অবসাদ
ও সুখতৃষ্ণার উন্মনা অভিনিবেশ নিয়েই যদি তুমি
বৃত্তি বিনায়িত হ'য়ে চল,—
তোমার ঈশ্বরানতি
নিরন্তর প্রতি নিঃশ্বাসে
প্রতি কর্ম্মে, প্রতি দৃষ্টিতে,
প্রতি বাক্যে,
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে
স্বামীর জীবন-বর্দ্ধনী প্রার্থনা-প্রযুক্ত হ'য়ে না চলে,—
তাঁ'র প্রয়োজনীয় যা',
তাঁ'র স্বজন যা',
তাঁ'র পরিবেশ যা',
গৃহস্থালির যা'-যা' উপকরণ—
বিচারণী সুবিন্যাস-ব্যবস্থিতিতে
সেগুলি নিজের ক'রে নিয়ে,

যদি

বিরোধ, ব্যত্যয়, আক্রোশ, বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে

সুসংস্থ ক'রে

স্বামীর বর্দ্ধনে বিনায়িত ক'রতে না পার,

নিবেশ-ঋদ্ধিতে

তাঁ'রই আরতি-নিবন্ধে

মর্ম্মকে যদি অভাবশূন্য ক'রে তুলতে না পার—

আয়, ব্যয় ও উপার্জ্জনের খতিয়ানকে

বোধমার্গে জাগ্রত রেখে

মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী ও সংরক্ষণী অনুচর্য্যায়,

বাহুল্যকে সংযত ক'রে,

বিষয়, ব্যাপার, ব্যবহার, কথা ইত্যাদির

অননুধ্যায়ী স্বকল্পিত কল্পনা নিয়ে

বিরোধ সৃষ্টি ক'রে

নিজেকে স্বামী ও তাঁ'র পরিবেশের

পরিচর্য্যা হ'তে

যদি বঞ্চিত ক'রে তোল,—

তুমি ইহকালেই হো'ক্,

পরকালেই হো'ক,

যখন যে-অবস্থায় থাক না কেন,

শান্তি ও স্বস্তির আশায়

ভোগমত্ত অনুশীলনায়

নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে

নিদারুণ ক্রূর-বিক্ষেপে

নিজেকে যত ছিন্ন-বিচ্ছিন্নই কর না কেন,—

শান্তি কিন্তু তোমা হ'তে বহু দূরে,

স্বস্তি ও তৃপ্তি উধাও হ'য়ে যাবে কোথায়—
তোমার ব্যক্তিত্বকে, জীবনকে বিদ্রূপ ক'রে,
স্বধা টলায়মান ধৃতি নিয়ে
বিভ্রান্তির বিবশ ধূক্ষণে
তোমাকে নির্য্যাতনের হাত হ'তে
এড়িয়ে রাখতে পারবে না ;
শোনো মেয়ে,
তোমার তপই স্বামী-অনুচর্য্যা—
ইষ্টানুগ নিয়মন-তৎপরতায়,
স্বামী-স্বার্থই তোমার স্বার্থ,
স্বামীর জীবনই তোমার জীবন,
তাঁ'র সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনাই তোমার রুচি,
তাঁ'র অভিপ্রীতিই তোমার নিয়ামক,
বৈধব্যে তুমি জীবন্মৃত ;
বর্জ্জন-কুটিল লুব্ধ আলেয়ায়
যত পুরুষই ধর না কেন,
আর, যা'ই কর না কেন—যে অবলম্বনায়,—
নিষ্কৃতি তোমার সুদূরপরাহত ;
অনুরাগ যেখানে সুকেন্দ্রিক,
অনুচর্য্যা যেখানে সুবীক্ষণী,
অনুগতি যেখানে স্বতঃ,
অনুসরণই যেখানে সোহাগ,—
ঈশ্বর-আশিস্‌ও সেখানে উচ্ছল ঔজ্জ্বল্যে
বিভান্বিত হ'য়ে থাকে,
ঈশ্বর সৎ,
আর, সতীই হ'চ্ছে তাঁ'র আধার। ৪৮৮২।
৩।২।১৯৫৩, রাত ১০টা

প্রত্যাশা-পীড়িত ভোগলিপ্সু প্রবৃত্তিলুব্ধ জীবন
সমত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না,
তাই, অশান্তি, বিপাক, বিধ্বস্তিও তা'দিগকে
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষুব্ধ ক'রে রাখে ;
প্রীতিপ্রদীপ্ত সুকেন্দ্রিক প্রিয়-স্বার্থে
সমস্ত প্রবৃত্তি যা'দের অনুচর্য্যানিরত,
সমত্ববান তা'রাই হ'য়ে থাকে,
ভাবঘন আবেগ তা'দিগকে
অভাব-বিধ্বস্ত হ'তে দেয় না,
প্রিয়ার্থ-পরিবেদনী অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
প্রতিটি প্রবৃত্তিই প্রিয়-উপচয়-তৎপর হ'য়ে
যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত ক'রে তোলে তা'দিগকে—
বাধা-বিপত্তি-অভাব-অনটনের মধ্যেও
ক্লেশসুখপ্রিয়তা-অনুরঞ্জিত
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুক্রমায়,
প্রিয়ার্থ-তৎপরতা নিয়ে
সম্বিৎসু বোধায়নী পদক্ষেপে
জীবন-প্রবাহ তা'দের
নিরবচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
শান্তি ও সমত্ব
বিক্ষেপ-বিরলই হ'য়ে চলে তা'দের ;
ঈশিত্বের আসন সমত্বেই সাধিষ্ঠিত,
ঈশ্বর সবারই সাম্য;
আর, সাম্য যেখানে
ঈশী-প্রেরণাও সেখানে নিনড়। ৪৮৮৩।

৪।২।১৯৫৩, ২১শে মাঘ, বুধবার,
কৃষ্ণা পঞ্চমী, সকাল ৭-৫০

ঈশ্বর জীবন-দীপনা দিয়ে
যে যেমন
তা'কে তেমনি ক'রেই ধ'রে আছেন,
তুমি যদি তাঁ'কে না ধর,
তদনুগ নিয়মনায় তোমাকে নিয়ন্ত্রিত না কর,
তদনুচর্য্যী না হও,
স্বাত্মধৃতিই গজিয়ে উঠবে না তোমাতে—
বোধায়নী পরিক্রমায়,
স্বকেন্দ্রিক শ্রেয়-তপা অনুচর্য্যায়,
আত্মনিয়মনী উদ্ভাবনী উদাত্ত আলিঙ্গনে ;
তুমিই তোমাকে ফাঁকি দেবে,
ঠকবে তুমি—
অভাব-বিচ্ছুরিত হ'য়ে,
স্বস্তি ও শান্তি তোমার অনুচর হ'য়ে চলবে না ;
ঈশ্বরই স্বস্তি-স্বরূপ,
ঈশ্বরই শান্তি,
ঈশ্বরই তৃপ্তির মহতী তন্ত্র। ৪৮৮৪।
৪।২।১৯৫৩, ২১শে মাঘ, বুধবার,
কৃষ্ণা পঞ্চমী, সকাল ১১-৩০

তুমি যদি শ্রেয়প্রাণ হও,
নির্য্যাতনের যাতনা যতই আসুক না কেন,
তা' তোমার অগ্রগতিকে ব্যাহত না ক'রে
বরং তোমাকে শিখিয়ে দেবে,
দেখিয়ে দেবে—
কেমন ক'রে কোন্ নিয়মনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়,

কেমনতর পরিসেবনায়—
মানুষকে আপন ক'রে তুলতে হয়,
কোন্ পথে যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'তে হয় ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের সার্থক সন্দীপনা। ৪৮৮৫ ।

৪।২।১৯৫৩, সকাল ১১-৪০

তোমার রুচি যাই হো'ক
আর যেমনই হো'ক,
তা' যেন সত্তাপোষণী হয়,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হয়,
সুকেন্দ্রিক হয়,
শ্রেয়-তপা হ'য়ে ওঠে,
ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম্মের আপূরণী অনুচর্য্যা নিয়েই চলে—
সুসঙ্গত অন্বয়ে,
অভিপ্রীতি নিয়ে,
বৈশিষ্ট্যানুগ বিশেষ বর্দ্ধনায়,—
সার্থক হবে,
কৃতী হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
তদনুগ অনুনিয়মনী অনুচর্য্যায়
বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ বর্দ্ধনায়
বিধৃত ক'রে রাখ,
ঈশ্বরই ধৃতি-সম্বেগ। ৪৮৮৬ ।

৪।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১০

তোমাকে ফাঁকি দাও—
প্রবৃত্তির লুব্ধ প্রলোভনকে ব্যর্থ ক'রে,

দুর্দ্দান্ত আক্রোশ-অভিমানকে
থেঁতলে বিনায়িত ক'রে—
হৃদ্য ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
অচ্যুত-অনুরাগ-সম্বদ্ধ হ'য়ে,—
তা' ঢের ভাল ;
কিন্তু ইষ্টার্থকে যদি ফাঁকি দাও,
শ্রেয়ার্থ যা' তা'কে যদি অবদলিত কর,
বঞ্চিত যদি কর ইষ্টকে,
তাঁ'কে ভাঙ্গিয়ে
আত্মপরিপোষণার যা'-কিছু সংগ্রহ ক'রে বা অর্জ্জন ক'রে
তুমি যদি তোমার পাষণ্ড চৌর্য্য-প্রকৃতিকে
বা প্রবৃত্তি-প্রলোভনকেই পরিপুষ্ট ক'রে তোল,—
স্বতঃস্বেচ্ছ উদ্দাম অভিসারে
যে-বিভব তোমার উপাসনা-নিরত থাকত,
তা'কে অবদলিত করবে,
অবজ্ঞায়, অপমানের নিদারুণ আঘাতে
ব্যাহতই করবে তা'কে তুমি—
অভাব, অশ্রদ্ধা ও অনাদরের শরজাল সৃষ্টি ক'রে,
ফাঁকিতে পড়বে,
তোমারই বিদ্বেষ তোমাকে
বিদ্রূপ-অনুষ্ঠানে
বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে,
তোমারই আক্রোশ তোমাকে
বিদ্ধ ক'রে তুলবে নিঃসংশয়ে,
তোমারই ব্যভিচার
মরণ-অভিচারে
আপ্যায়িত ক'রে তুলবে তোমাকে ;

এখনও ফের,
অনুশোচনায় দগ্ধ হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টানুপূরণী অনুচর্য্যাই
তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
উপচয়ী উৎক্রমণায়
তাঁ'তে তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ,
একদিন হয়তো প্রস্বস্তির
অধিকারী হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরের প্রতি তুমি যেমন,
তাঁ'র প্রেরিতের প্রতি তুমি যেমন,
ঈশ্বরও তোমার প্রতি তেমনি,
তুমি যেমন চলবে,—
তোমার অন্তরস্থ ঈশী-সম্বেগও
তোমাকে অনুসরণ করবে তেমনতর,
বল—"ঈশ্বর! তোমারই জয় হো'ক।" ৪৮৮৭।
৫।২।১৯৫৩, ২২শে মাঘ, বৃহস্পতিবার,
কৃষ্ণা ষষ্ঠী, সকাল ১১-২০

যা'রা ইষ্টার্থকে ফাঁকি দেয়
বা ইষ্টকে বঞ্চিত করে,
অথবা ইষ্টার্থ অপহরণ করে,
তা'রা নিজেকে তো ক্ষোভান্বিত করেই,
নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত তো করেই,
অপমানে তো জর্জ্জরিত হয়ই,
তা' ছাড়া, তা'দের পরিবার-পরিজনের প্রত্যেকে
ঐ পাপ-বিধ্বস্ত হ'য়ে
নিষ্পেষণী বিষ সংগ্রহ ক'রে

মর্ম্মন্তুদ নির্য্যাতনে
নিজেদিগকে অভিসম্পাতগ্রস্ত ক'রে তোলে;
অমনতর বঞ্চক যা'রা
তা'রা উন্মুখ আশীর্ব্বাদকে বিমুখ ক'রে ফেলে,
করুণাকে দারুণ আঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে
জাহান্নমের পথ প্রশস্ত ক'রে তোলে,
আত্মবিলোপ অতিশায়িনী সম্বেগ নিয়ে
লুব্ধ সাগরিকার গানের মত
তা'দের পিছনে লেলিহান দৃষ্টিতে
আক্রমণ-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকে,
আত্ম-অভিসম্পাতে
তা'দের অন্তর-সত্তা শিউরে ওঠে;
যদি কেউ এমন ক'রে থাক,
এখনও ফের,
আনতি-অভিবাদনে
আত্মনিয়মন-অনুক্রিয়ায়
অনুবীক্ষণ-তৎপরতার সহিত
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
উপচয়ী হ'য়ে ওঠ তাঁ'র,
প্রায়শ্চিত্তে আত্মপ্রক্ষালন কর,
করুণা হয়তো একদিন
তোমার অন্তর-কানাচে উঁকিও মারতে পারে,
ঈশ্বর চির-করুণাময়। ৪৮৮৮।
৫।২।১৯৫৩, বেলা ১১-৩৫

অনাদর, উপেক্ষা ও অভিমানকে
আমল না দিয়ে

ইষ্টানুগ নিয়মনে
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা-নিরত থেকো—
সুস্থ, সন্ধিৎসাপূর্ণ আত্মবিন্যাসে,
উন্নতিশীল সুব্যবস্থার কুশল-সৌকর্য্যে,—
জয় তোমাকে সোহাগ-কিরীট-শোভিত
ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর চির-সুশৃঙ্খল,
তিনিই উন্নতির উদাত্ত বর্ত্ম। ৪৮৮৯।
৫।২।১৯৫৩, দুপুর ১টা

তুমি কর—
স্বচ্ছন্দ-সুব্যবস্থ নিষ্পন্নতায় উপচয়ী ক'রে,
আর, ঐ উপচয়কে ইষ্টার্থে অর্ঘ্য দাও,
ধন্য সেবা-নিষ্যন্দী নন্দনায়
ঐ অর্ঘ্য তোমার পুরুষকারকে
আত্মপ্রসাদে মুগ্ধ ক'রে তুলুক ;
তাঁ'রই ইচ্ছা ও অনুবেদনার আপূরণে
সলীল তৃষিত তর্পণায়
তাঁ'কে উপভোগ করার জন্যই তোমার সত্তা,
এক-কথায়—
তোমার ঐ সত্তা
তাঁ'রই সেবানন্দনী অভিব্যক্তি ;
যেখানে সেবা সেখানেই শ্রী,
আর, শ্রী যেখানে সুসঙ্গত বোধায়নী তৎপরতায়

অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
ঈশ্বর সেখানেই প্রদীপ্ত। ৪৮৯০।
৫।২।১৯৫৩, রাত ৭-১০

অহঙ্কার যত রকমারিতেই
অভিব্যক্ত হো'ক না কেন,
তুমি তাঁ'র সেবক,—
যিনি তোমার প্রিয়পরম,
এই আত্মপ্রসাদী অহংই শ্রেয়ধর্ম্মী;
আর, সেবা মানেই
সংরক্ষণী, সম্পোষণী, সম্পূরণী
সন্ধিৎসু বীক্ষণায়
বিহিত প্রয়োজন-পূরণে
যথাসময়ে যেমন ক'রে যা' করতে হয়
তদর্থে তা' করা,
আর, ঐ সেবাই লক্ষ্মী,
আর, লক্ষ্মীই শ্রী,
আর, ঐ শ্রীই সার্থক হ'য়ে থাকে ঈশ্বরে। ৪৮৯১।
৫।২।১৯৫৩, রাত ৭-১৫

নিজের চাহিদামত সেবা ক'রতে গেলেই
সেবা-অপরাধ এসে হাজির হয়,
যাঁ'কে সেবা করছ,
তাঁ'র অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
সুসন্ধিৎসায়
তিনি যেমনতর চান
তা' উপলব্ধি ক'রে

যখন যেমনতর প্রয়োজন
যথাসময়ে
সুব্যবস্থায়
অর্জ্জনপটু আহরণে
সংসন্দীপী আত্মনিয়মনী তৎপরতায়
অপ্রত্যাশী হ'য়ে তা'ই করাই সেবা ;
আর, ঐ সেবাই এনে দেয় আত্মপ্রসাদ,
আবার, ঐ সেবারই অবদান—
যোগ্যতা,
বোধিদীপনা,
ইন্দ্রিয়াদির চতুর তীক্ষ্ণ সমীক্ষা,
বিনায়িত হৃদ্য অনুচলন,
সুসঙ্গত তৎপরতা,
আর, ঐ সেবাই সার্থক হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে,
আবার, ঈশ্বরই তদনুগ ক্ষেমসুন্দর ক্ষমতার
আশিস্-বিনায়নী বোধিসত্ত্ব—
ঈশ্বরই সত্ত্ব-সম্বেগ। ৪৮৯২।
৫।২।১৯৫৩, রাত ৭-২৮

পুরশ্চরণ মানে
প্রাচীনে নিবদ্ধ থাকা নয়কো,
তা' বরং অবৈধ ;
প্রাচীনের সার্থক সঙ্গতিসূত্রে দাঁড়িয়ে
বর্ত্তমানকে আলিঙ্গন ক'রে
সম্মুখচলনে যাওয়াই হ'চ্ছে পুরশ্চরণ
অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়া—
এমনতর ক'রে,

যা'তে নাকি ভবিষ্যৎ
আপূরণী সর্ব্বসঙ্গত বৃহৎ সন্দীপনায়
স্বর্ণ-জীবনে সুশোভিত হ'য়ে ওঠে;
ঈশ্বর পর প্রাচীন হ'য়েও চির-নবীন,
একসূত্রসঙ্গতির সুসঙ্গত বিবর্ত্তনী সূত্রে
বর্ত্তমানকে বিকশিত ক'রে
ভবিষ্যতের দিকে চিরচলনই তাঁ'র চলন,
ঈশ্বরই চলন-সম্বেগ,
আর, তিনিই সত্য। ৪৮৯৩।
৫।২।১৯৫৩, রাত ৯-১৫

ব্যক্তিত্বে কঠোর হ'য়েও
অসৎ-নিরোধী সৎ-সন্দীপ্ত মধুময় হও—
স্বভাব-বিনায়নী তৎপরতা নিয়ে,
কাম-সংক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
কামাচারী হ'য়ো না,
কামচারক হও,
মদন মোহিত হো'ক তোমাতে,
মন্মথ-মন্মথ হও,
কাম-প্রভু হও,
ঈশ্বর পরম বশী। ৪৮৯৪।
৫।২।১৯৫৩, রাত ৯-৩০

যতক্ষণ ইষ্টার্থ ব্যাহত না হয়,
গণস্বার্থ বিমর্দ্দিত না হয়,
সত্তা নিষ্পেষিত না হয়,
ইষ্টার্থ, গণস্বার্থ ও সত্তাবিক্ষোভী সংঘাত

অন্বিত হ'য়ে
দলন-দীপনায় তোমার কাছে উপস্থিত না হয়,
বা উপস্থিত হ'তে পারে—
এমনতর সুসঙ্গত আভাস না পাও,
এক কথায়, আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ও তা'র অনুশীলনী উদ্দীপনা যতক্ষণ ব্যাহত না হয়—
এক কথায়, অখণ্ড উদয়নী তৎপরতায় চলতে থাকে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনও কোথায়ও
কিছুতেই যা'তে আঘাত হানতে না হয়,
এমনতর বিনায়নী তৎপরতা নিয়েই চলতে থেকো ;
আর, অমনতর কোন আভাস পেলেও
কিংবা তা'র সম্ভাব্যতা উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখলেও,
পূর্ব্ব হ'তেই তোমাদের প্রস্তুতিকে
এমনতর বিনায়িত, ব্যবস্থিত,
সুদক্ষ ক'রে রেখো,
প্রয়োজনকালে যা'তে
যথোচিতভাবে নিয়মন বা নিরোধ করতে পার
ঐ ভয়াল অভ্যুত্থানকে,
তা'কে দলিত, দমিত, দীর্ণ ক'রে
তোমার অস্তিত্বের অভিসারকে
অবাধ ক'রতে পার ;
তাই ব'লে নিজে যদি কোথাও অবজ্ঞাত হও,
অনাদৃত হও,
অপমান ও লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত হ'য়ে ওঠ,
তোমার অভিমান যদি
ক্রুর-বিক্ষোভীই হ'য়ে থাকে,
সেখানে মৈত্রী-সম্ভাব্যতাকে নিরুদ্ধ ক'রো না,

অহঙ্কার বা হীনম্মন্যতাকে প্রশ্রয় দিয়ে
বৈরী বিপাকের শরজাল সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
বরং তোমার ঐ প্রবৃত্তিগুলিকেই
বিনায়িত ক'রে তুলো ;
সব সময় আহ্বান ক'রো—
মৈত্রীকে, স্বস্তিকে, শান্তিকে,
অনুরাগের উদাত্ত বন্ধনী
ভক্তি, প্রীতি ও বান্ধবতাকে ;
এর জন্য যদি তোমার
সর্ত্ত বা দাবীকে কিছু ক্ষুণ্ণও ক'রতে হয়,
তা'ও ত্রুটি ক'রো না,
বান্ধব-নিবদ্ধ সঙ্গতিশীল জীবন
আদর্শ-অনুপ্রাণনায় সুসঙ্গত হ'য়ে
শক্তি ও জয়-উল্লাসে
অভিদীপ্তই হ'য়ে চলে ;
ঈশ্বরই মৈত্রী,
ঈশ্বরই বোধায়নী তৎপরতার
কুশল-কৌশলী দক্ষ অনুপ্রাণনা,
ঈশ্বরই শক্তি,
ঈশ্বরই জয়,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই সার্থক সন্দীপনা। ৪৮৫৯।

৬।২।১৯৫৩, ২৩শে মাঘ, শুক্রবার,
কৃষ্ণা সপ্তমী, সকাল ১০-৩৫

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ—
তা' তোমার সমস্ত বোধি নিয়ে,

সমস্ত ভাব নিয়ে,
সমস্ত প্রবৃত্তিকে তদনুচর্য্যানিরত ক'রে,
তোমার আচার-ব্যবহার. কথাবার্ত্তা, চালচলন,
আদব-কায়দা যা'-কিছুকে তন্নিয়মিত ক'রে ;
তোমার অন্তর-পরিবেশ ও বাহ্য-পরিবেশকে
সুসঙ্গত শোভন-দীপনায়
ইষ্টার্থে প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমাফিক
সুসঙ্গত সুশোভন নিয়মনায়,
দরদী আপ্যায়নায়,
তা'দের প্রতিপ্রত্যেকের
ইষ্টানুগ পরম বান্ধব হ'য়ে
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়,
সম্ভ্রমাত্মক সঙ্গ-বিনায়নায়,
সহজ হৃদয়গ্রাহী ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ প্রবোধনায়,
সৎ-সন্দীপী অনুরাগ-উদ্দীপনায়
যোগ্যতা-আহরণী অনুপ্রেরণী অবদানে
উদ্বুদ্ধ ক'রে প্রতিপ্রত্যেককে—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা অনুপ্রাণনায়,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি
অনুকম্পী অনুবেদনায়
সুনিবদ্ধ অনুচর্য্যারত হ'য়ে ওঠে—
স্বার্থে, সম্পদে,
বিভব-বিভূতিতে,
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
উদ্যোগ-উদ্দীপনী পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে ;

ইষ্টার্থ-প্রসারণী অনুচর্য্যায়
ঐ সঙ্গ, সংস্রব বা ভাবের
আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে
মানুষের অন্তঃকরণকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টে, ঈশ্বরে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
ঐ ক'রতে গিয়ে
বিশেষ স্থল-ব্যতিরেকে
তোমার অনুচলন
সাধারণ মানুষের তুলনায়
যেন এমনতর জাঁকজমকপূর্ণ
বা নিকৃষ্ট নগণ্য না হয়,
যা'তে তোমাকে দেখে
মানুষের অন্তঃকরণ সম্প্রসারিত না হ'য়ে
সঙ্কুচিত বা বিমুখ হ'য়ে ওঠে ;
তুমি অনাদরে,
অবহেলায়,
ভৎ'সনায়,
আহারে, অনাহারে—
শারীরিকই হো'ক আর মানসিকই হো'ক—
ক্লেশ-কর্ম্মে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠো না ;
ইষ্টার্থ-নিদেশ যে-শাসনই আনুক না কেন,
তা'তেই আনতদীপ্ত থেকো,
আর, তা' যেমন ক'রে,
যে-দিক দিয়ে যা'ই করুক না কেন,
আত্ম-বিনায়নী তৎপরতায়

ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
ঐ ইষ্ট-নিদেশকে বহাল রেখে চল;
কোন বিশেষ মানুষে
পক্ষপাতিত্ব, আদর, সম্ভ্রম নিয়ে
সেইদিকেই আনত হ'য়ে প'ড়ো না—
একমাত্র তোমার ইষ্ট ও তাঁ'রই স্বজন ও স্বগণের
ইষ্টার্থপোষণী বিনায়নী বিধায়ন ছাড়া,
তোমার প্রীতি
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমাফিক
সবখানে যেন ছড়িয়ে থাকে,
প্রত্যেকেই যেন অনুভব ক'রতে পারে—
কা'রও মঙ্গল-বিধায়নায় তুমি কম অন্তরাসী নও—
যে যেমন তদনুপাতিক,
তোমার প্রীতি বা স্নেহল পদক্ষেপ
প্রতিপ্রত্যেককেই যেন
পুণ্য ক'রে তোলে;
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্মের ইষ্টানুগ সঙ্গতি নিয়ে
সব সময়ই চলবে,
নেহাৎ কোন বাধা বা বিপত্তি ছাড়া
নজর রেখো—
তা'র যেন কোনপ্রকার ব্যতিক্রমই না হয়;
ইষ্ট-পরিপোষণা, ইষ্টার্থী আহরণ,
ইষ্টগণ-পরিপালনই যেন
তোমার জীবনের আকণ্ঠ আগ্রহ হয়,
ঐ দীপনাই যেন
তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে,

ঐ দীপনাই
গণসমাজে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
প্রত্যেককে যেন প্রাঞ্জল ক'রে তোলে—
আচারে, আত্মনিয়মনী অনুশীলনে,
অনুরাগের রঞ্জন-দীপনায়,
আপ্যায়নী প্রাণন-স্পর্শে ;
ইষ্টপরিক্রমা যা'তে ক্ষুণ্ণ হয়,
ইষ্টার্থ যা'তে ব্যাহত হয়,
অপহৃত হয়,
বা তোমার আত্মপোষণায় ব্যয়িত হয়,—
এমনতর দুরত্যয় পাপ
যেন তোমাকে স্পর্শও না করে ;
যা' বিবেচনায় নির্দ্ধারিত হ'য়েছে
তুমি ইষ্টে বা সৎকর্ম্মে
বা কা'রও প্রাণন-পোষণায় দেবে,
বা তদর্থ ব্যয় করবে,
তা'কে তোমার খামখেয়ালী প্রয়োজনের তাগিদে
খরচ ক'রে ফেলো না ;
স্বতঃ-স্বেচ্ছ প্রীতিপূর্ণ পুণ্য-অবদান যা'
তা' গ্রহণ ক'রো,
তোমার সত্তাপোষণে
বা নিকট আত্মীয় যা'রা
তা'দিগকে পরিপালন ক'রতে
কম পক্ষে যা' লাগে
তা' ব্যয়িত ক'রে
অন্যের পরিপালনী বিভব
ঐ অমনতর ক'রে প্রাপ্ত যা',

তা' হ'তে সংরক্ষণ ক'রে
বিহিত বিবেচনায়
প্রয়োজন-পীড়িতের জন্য
এমনতর ক'রে খরচ ক'রো,
যে-খরচ তা'দের যোগ্যতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
তা'দিগকে কৃতিত্বে ধৃতিমান ক'রে তোলে ;
প্রত্যাশাপীড়িত লোভপরবশ হ'য়ে থেকো না,
তুমি যা' পাও,—প্রীতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
তা'তেই সন্তুষ্ট থেকো,
যখনই দেখছ—
যা'র কাছে পাও,
এতটুকু অভাবের তাড়নাও
তোমাকে সেইদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে,
বুঝো—
সে-পাওয়ায় তুমি তোমার সত্তাকে
পুষ্ট ক'রে তুলতে পারনি,
তোমার যোগ্যতা তখনও বিয়োগ-প্রবুদ্ধ ;
মান, মর্য্যাদা, আদর, সোহাগ
ইত্যাদির প্রত্যাশা রেখো না,
তোমাকে যদি কেউ শ্রদ্ধা করে,
তুমি তা'তে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রো,
ঐ আত্মপ্রসাদী বিবেচনায়
যেন এই বোধ অনুস্যূত থাকে
যে ঐ শ্রদ্ধা তা'কে
ইষ্টীতপা পন্থায় সংযুক্ত ক'রে তুলতে পারে,
যা'র ফলে
সে জীবনে বিনায়িত হ'তে পারে,

যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'তে পারে,
বিভব-বিভূতিতে উদাত্ত হ'য়ে উঠতে পারে,
অথচ ঐ বিভব-বিভূতির দাস না হ'য়ে
প্রভুর মতন তা'দিগকে পরিচারণ ক'রে চলতে পারে—
জীবনে স্বস্তি, শান্তি, স্বধার অধিকারী হ'য়ে;
যত দুঃখই আসুক,
যত কষ্টই আসুক,
যত যন্ত্রণাই আসুক,
তোমার ইষ্টানুগ রাগসন্দীপ্ত ব্যক্তিত্বকে
বিক্ষুব্ধ হ'তে দিও না,
অথচ যেখানে যেমন করণীয়,
যা' ক'রলে
তোমার জীবনে শুভ 'স্বাগতম্' হ'য়ে ওঠে,
তা'ই ক'রো;
ইষ্টার্থে আত্মনিবেদন ক'রে
ঈশ্বর-অনুদীপনায় অনুরঞ্জিত হ'য়ে
অনুক্রিয় তৎপরতায়
স্বস্তি, স্বধা, শান্তির বিনায়নী পদক্ষেপই—
'ইস্‌রাম' বা 'ইস্‌লাম';
এই ঈশ্বর-অনুরাগ
বা প্রেরিত পুরুষে অনুরাগ যেখানে নাই,
ধর্ম্মের যত তাণ্ডব খেয়ালই
থাক্ না কেন সেখানে,
ঈশ্বরীয় ধান্ধা নাই সেখানে,
'ইসলাম' নাই সেখানে;
ধর্ম্মই বল,
আত্মোন্নয়নী কর্ম্মই বল,

ঈশ্বর-অধিস্ফুরিত প্রেরিত পুরুষে
আকণ্ঠ অনুরাগই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মের পরম ভিত্তি,
উন্নতির আবাহনী আকর্ষণ,
পরাক্রমী শান্তি-দীপনা,
স্বধার শুভ-ধৃতি,
আর, তাই-ই ইসলাম ;
ঈশ্বরই পুণ্য,
ঈশ্বরই প্রেয়,
আর, তাঁ'রই প্রেরিতপুরুষ যিনি,
তিনিই যুগপুরুষোত্তম,
তাঁ'রই প্রেরিত প্রতীক,—
বন্দনা সার্থক তাঁ'তেই। ৪৮৯৬।
৬।২।১৯৫৩, রাত ৭টা

হর্ম্মক-নিঃস্রাব মানে
যে-নিঃস্রাব বিধানকে
বিশেষ-বিশেষ রকমে গতিশীল ক'রে তোলে। ৪৮৯৭।
৬।২।১৯৫৩, রাত ৮টা

সুনিষ্ঠ একমুখীনতা যেখানে নাই,
ব্যক্তিত্বও সেখানে বিক্ষিপ্ত,
বোধি, মন ও মগজের ধারণাশক্তিও
সঙ্গতিহারা, উচ্ছৃঙ্খল সেখানে—
বিশৃঙ্খলার বিপর্য্যয়ী বিকারে। ৪৮৯৭।
৬।২।১৯৫৩, রাত ৮-১০

বিদ্যা যেখানে শ্রদ্ধাতর্পিত নয়—
সঙ্গতিহারা, অনন্বিত,
বোধ যেখানে ছন্নছাড়া, অবাস্তব,
ঔদ্ধত্য-অস্মিতা-গৌরবী,
অজ্ঞ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিশৃঙ্খল,—
ব্যক্তিত্ব সেখানে ছন্নতাগ্রস্তই প্রায়শঃ। ৪৮৯৯।
৬।২।১৯৫৩, রাত ৮-৩০

বিহিতভাবে অল্প জানাও ভাল—
তা' যদি সুসঙ্গতিপূর্ণ হয়,
এমনতর বহু জানাও ভাল না—
যা' নাকি মানুষের বোধিকে
অনন্বিত ক'রে
উচ্ছৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল ক'রে
তা'কে সভ্য অমানুষ ক'রে তোলে। ৪৯০০।
৬।২।১৯৫৩, রাত ৮-৪৫

সুবিবেচী সন্ধিৎসা নিয়ে
যা' শিখবার তা' শেখো—
শ্রদ্ধানুচর্য্যায়,
হাতে-কলমে,
বিন্যাস-ব্যবস্থায়,
তোমার যোগ্যতাকে অভিদীপ্ত ক'রে,
সত্তাপোষণী ক'রে;
সঙ্গতিহীন অনন্বিত বহু বিদ্যায়
শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করার চাইতে
তা' বরং ঢের ভাল,

কারণ, শ্রদ্ধাই জ্ঞানকে
সার্থক-সঙ্গত ক'রে তুলতে পারে—
সুসংহিত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে ;
ঐ অমনতর পাণ্ডিত্য তোমার
ধর্ম্মদ হবে না,
সত্তাপোষণী হবে না,
কৃষ্টিচর্য্যাকে ব্যাহতই ক'রে তুলবে—
আদর্শে ধৃতিবিহীন ক'রে,
বৈশিষ্ট্যে সংঘাত এনে,
ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন ক'রে,
বিভ্রান্ত ক'রে ;
শ্রদ্ধাই জ্ঞানের ভূমি। ৪৯০১।
৬।২।১৯৫৩, রাত ৮-৫০

মৈত্রী-কৌটিল্যে অভ্যস্ত হও—
সুদক্ষ সন্ধিৎসা নিয়ে,
সুসমীক্ষ অনুচর্য্যায়,
অনুকম্পী অনুধ্যায়ী অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ;
মৈত্রী-কৌটিল্যে অভ্যস্ত হওয়ার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
যেখানে পরস্পর বৈরী ভাবাপন্ন,
তা'দের ভিতর
কী কুটকৌশলী বিনায়নায়
কেমন ক'রে,
কী ব্যবহারে,
কোন্ কথায়,
কোন্ পরিস্থিতিতে কী ক'রলে
উভয়ের ভিতর মৈত্রী-বন্ধন অচ্ছেদ্য হ'য়ে ওঠে,

পরস্পর পরস্পরের প্রতি
অতিমিত্র-ভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে,
একজনের দরদে অন্যে
স্বতঃ-অনুকম্পী দরদী হ'য়ে
ত্বরিত তর্পণায়
ঐ দরদ-নিরাকরণী অনুশীলনায়
নিজেকে স্বতঃ-দায়িত্বে নিয়োজিত করে,—
নিয়মনে উভয়ের ভিতর
মৈত্রী-সংঘটন ক'রে
আত্মপ্রসাদী ঈশ্বর-আশিসে
নিজেকে অভিদীপ্ত ক'রে তোলা যায়—
একটা প্রীতিগাঢ় অনুকম্পী অভ্যুদয়ী ব্যক্তিত্বে,
বিস্তার ও বিবর্দ্ধনার আবেগ নিয়ে,—
সেই কৌশল আয়ত্ত করার পথে চলা;
এই করতে হ'লেই দেখতে হবে
পরস্পর তোমাকে স্মরণ ক'রে
বিচার ক'রে
তোমার অনুচর্য্যা ও অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য ক'রে
যা'তে তোমাতে পরিতৃপ্তই হ'য়ে ওঠে,
ধাপ্পাবাজ না ভেবে
ধৃতিবাজ ভাবতেই বাধ্য হ'য়ে ওঠে;
আর, এই পারস্পরিক অনুক্রিয়ার ভিতরে
সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রেখো,
যা'তে পরস্পর পরস্পরের প্রতি
বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে
ক্রমবর্দ্ধনায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি
সংক্ষুধই হ'য়ে ওঠে;

স্বস্তি আনতে গিয়ে
শাস্তিকে আহ্বান ক'রো না,
বিনায়িত ক'রতে গিয়ে
উদ্ধত হ'য়ে উঠো না,
সুশ্রয়ী ক'রতে গিয়ে
বিশ্রীকে আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না,
আলিঙ্গনের স্থলে প্রতিঘাত সৃষ্টি ক'রো না ;
যা' করবে—
শ্রেয় পন্থায়,
সুসঙ্গত সমন্বয়ী দীপনায়,—
এতে যতই দক্ষ হ'য়ে উঠবে,
সন্ধিৎসা, বোধি, বিহিত বাক্-চাতুর্য্য,
উপস্থিতবুদ্ধি, দক্ষ-কুশলতাও
ক্রমেই বেড়ে উঠবে ততই,
আত্মপ্রসাদী নন্দনাও
ঈশী-তর্পণায় তোমাকে পরিতৃপ্ত ক'রে তুলবে ;
শান্তি-সংস্থাপকই ধন্য,
ঈশ্বর তাঁ'র হৃদয়ে ধ্বনন-দীপ্ত। ৪৯০২।
৭।২।১৯৫৩, ২৪শে মাঘ, শনিবার,
কৃষ্ণা অষ্টমী, সন্ধ্যা ৭-৩০

অসৎ যা'—
তা'কে নিরোধ কর,
অমঙ্গল তিরোহিত হবে । ৪৯০৩।
৭।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-৩৪

শিক্ষার ভূমিই হ'চ্ছে শ্রদ্ধা,
আর, অনুশীলন, আচরণ, আলোচনা ও আবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতা অর্জ্জনই হ'চ্ছে—
উদ্গাময়ক বিবর্ত্তনা,
এ যত নিখুঁত, দক্ষতাও তেমনি মজবুত :
যেখানে শ্রদ্ধা নাই,—
সুসঙ্গত সার্থক অন্বয়ী সমাবেশও সেখানে নাই,
তাই, সে-শিক্ষা
বিক্ষেপ-ক্ষোভগ্রস্ত, অব্যবস্থ,
তাই, তা' সত্তাপোষণী নয়,
ধর্ম্মদ নয়কো,
শিক্ষা দীক্ষালাভ করে ঈশ্বরে,
আর, ঈশ্বরের বোধায়নী আসনই হ'চ্ছে শ্রদ্ধা। ৪৯০৪।
৮।২।১৯৫৩, ২৫শে মাঘ, রবিবার,
কৃষ্ণা নবমী, রাত ৮-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম বা আদর্শই হ'চ্ছেন
ধর্ম্মের হোতা,
আর, কৃষ্টিই হ'চ্ছে ধর্ম্মের ধৃতি,
আর, এই ধৃতি—
যা' মানুষের অস্তিবৃদ্ধির বিনায়ক হ'য়ে
সত্তাকে ধারণ ক'রে চলে,—
তা'ই-ই ব্রহ্ম ;
রাজনীতিই বল বা পূর্ত্তনীতিই বল—
তা'র মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে ঐ ধর্ম্ম,
আবার, আদর্শহীন ধর্ম্ম যেখানে,

তা' বিকৃতিরই বিপর্য্যয়ী
অসঙ্গতিসম্পন্ন বিশৃঙ্খলা,
মানুষকে তা'—
মানুষের বাঁচাবাড়াকে তা'
সুসংহত বিনায়নে
পোষণ-বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে না;
আবার, তিনিই ঐ ধর্ম্মানুচর্য্যী রাজনীতিজ্ঞ—
যিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির
সমন্বয়ী বীক্ষণায়
সব্যষ্টি গণের
সত্তাসংরক্ষণ ও সত্তাপোষণকে
আপূরণ-তৎপরতায়
বাস্তবে বিনায়িত ক'রে চলেন ;
তাই, সে রাজনীতিজ্ঞ বা পূর্ত্তনীতিজ্ঞ
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে ওঠেন না—
যিনি মানুষের ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
আদর্শে বিন্যাস ক'রে
যোগ্যতার অভিধায়নী তৎপরতায়
সব্যষ্টি গণকে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
বাস্তবে বিভামণ্ডিত ক'রে তুলতে পারেন না,
রাষ্ট্রকে প্রসারণ-সন্দীপী
ক'রে তুলতে পারেন না,
রাষ্ট্রের অন্তঃ ও বহিঃ-পরিবেশকে
সুবিন্যাসে
অন্বয়ী তৎপরতায়
প্রসারণশীল ক'রে

মানুষের সৎ স্বচ্ছন্দ চলনাকে
নিরবচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে পারেন না,
মানুষের স্বস্তি, স্বধা ও শান্তির
বাস্তব পৌরোহিত্যে যিনি অপটু,
প্রগল্‌ভ আখ্যায়িকার মিথ্যা আত্মপ্রসাদী
গৌরব-বাক্-অভিধ্যায়িতা নিয়ে
যিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন—
নাম, যশ ও খাতিরের খতিয়ান নিয়ে,
অন্যের মৌখিক প্রশংসা ও আপ্যায়নায় তৃপ্ত হ'য়ে;
ঈশ্বর মূর্ত্ত
বাস্তবতায় ভিতর-দিয়ে,
তাঁ'র প্রেরিত তাঁ'তে জীয়ন্ত হ'য়ে
স্বতঃ-দীপনী চরিত্রে
মানুষের ভেতরে তাঁ'কেই
পরিবেষণ ক'রে থাকেন,
তাই, ঈশিত্বের জীয়ন্ত প্রতীক তিনিই,
বাস্তবতায় অনুস্যূত হ'য়েই
তিনি ব্যক্ত—
অব্যক্ত আত্মিক-সম্বেগী সমাহারে। ৪৯০৫।

৮।২।১৯৫৩, রাত ৭-৫৫

তুমি আবেগময়ী শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
অচ্যুত অনুদীপনায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেয়-পুরুষোত্তমে
অচ্যুত অনুধ্যায়িতা নিয়ে
একভক্তি পরায়ণ হ'য়ে চল,
ইষ্টীতপা ক'রে তোল

অন্তরের যা'-কিছুকে--
উপচয়ী অনুচর্য্যী অনুদীপনা নিয়ে,
সুসন্ধিৎসু অনুসরণ-তৎপরতায়
শুশ্রূষু বিনায়নে ;
তাত্ত্বিক চক্ষু নিয়ে
তত্ত্বতঃ তাঁ'কে অনুভব ক'রতে চেষ্টা কর,
ঐ অনুভব-বিভূতি নিয়ে
তত্ত্বদর্শিতার অনুকম্পী অনুবেদনায়
যা'-কিছু সব
দেখতে চেষ্টা কর—
সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী সুব্যবস্থ বিনায়নায়,
অন্বয়ী অবগতি নিয়ে ;
এই বাস্তবায়িত তাত্ত্বিক দৃষ্টি নিয়ে
যা'-কিছু সবের ভিতর তাঁ'কেই দেখ—
কেমন ক'রে, কোথায়
কী তাৎপর্য্যে
তাঁ'র কী কোথায়
কেমনভাবে উদ্গতি লাভ করেছে ;—
আবার, যা'-কিছু সব
তাঁ'র ঐ সাত্ত্বিক সমাহার-সংহিত
জীয়ন্ত অভিব্যক্তিতে
কেমন ক'রে কী প্রকাশে
কোন্ বিনায়নী তাৎপর্য্যে
তাঁ'তে সংহত হ'য়ে
অভিব্যক্তি লাভ করেছে ;
এই অনুচর্য্যী অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
বোধিদর্শন তোমাতে

যেমন উদ্গাতি লাভ ক'রে উঠবে—
স্থসঙ্গত অন্বয়ী অভিব্যক্তি নিয়ে,
তোমার বোধায়নী অনুদীপনায়
ঈশিত্বও প্রকট হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
তখন দেখবে,
বুঝবে,
অনুভব ক'রতে পারবে—
সেই 'সর্ব্বকারণ-কারণম্'
তোমারই প্রিয়পরম-বিগ্রহের ভিতর
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
কী দীপন তৎপরতায়
তোমারই সম্মুখে
অভিব্যক্তি লাভ করেছেন ;
তখন তাঁ'তেই কেবল হ'য়ে উঠবে তুমি,
তাই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—
"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি,
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি, সচমেন প্রণশ্যতি।"—
অর্থ-অন্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমাতে ;
ঈশ্বরই সার্থকতার পরম উৎস। ৪৯০৬।
৮।২।১৯৫৩, রাত ৮-৩০

বোধ-বিধৃত তাত্ত্বিক ঈশিত্বই
স্থসংহিত অনুদীপনায়
ঐ তাত্ত্বিক সংহিতিতেই
জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠেন—
ব্যক্ত মূর্ত্তনায়,—

তা' সবাতেই,
যে যেমন তেমনিভাবে,—
বিশেষতঃ বোধবিধৃত সুসঙ্গত
অন্বয়ী বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
ব্যষ্টি-বিশেষেই ;
আর, তত্ত্ব মানে তাহাত্ব—
যেমন ক'রে যাহা-যাহা লইয়া তাহা। ৪৯০৭।
৮।২।১৯৫৩, রাত ৯-২০

বোধ যেখানে বিশৃঙ্খল,
বিচ্ছিন্ন,
সঙ্গতিহারা,
সার্থক অন্বয়ে সুসম্বদ্ধ নয়—
সুসংশ্রদ্ধ বিন্যাস নিয়ে,—
ছন্নতার বসবাস সেখানেই। ৪৯০৮।
৮।২।১৯৫৩, রাত ৯-৩৫

তুমি আর্ত্তই হও,
অর্থার্থীই হও,
জিজ্ঞাসুই হও,
আর জ্ঞানীই হও,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর্ত্ত উৎকণ্ঠায়
তোমার প্রিয়পরমকে
নিজের সত্তার স্বার্থ ক'রে নিয়ে না চলছ—
তদনুগ উপচয়ী অনুচর্য্যা নিয়ে,
সুসঙ্গত অন্বয়ী সুব্যবস্থ নিয়মনায়,
আত্মোন্নয়নী তৎপরতায়,

তাঁ'রই তৃপ্তিপ্রদ সুখ লোলুপ
সংরক্ষণী, সম্পোষণী, সম্পূরণী পরিচর্য্যায়,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি যা'ই কর না কেন,
তা' কেবল স্বার্থ সন্ধিৎসু পরিব্রাজক-প্রবর্ত্তনায়,
তা' ইষ্টানুবর্ত্তনার কিছুই নয়কো;
আর্ত্ত, উৎকণ্ঠ, আবেগ-অনুচর্য্যী অনুশীলনাই
ভজন,
আর, ভজনই ভক্তি,
আর, ভক্তের হৃদয়েই ঈশ্বরের আবাস। ৪৯০৯।
৯।২।১৯৫৩, ২৬শে মাঘ, সোমবার,
কৃষ্ণা দশমী, দুপুর ১টা

প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম যিনি,
তিনিই মানুষের সংরক্ষণী, সম্পূরণী
সম্পোষণী অনুবেদক,
তিনিই মানুষের জীবনবৃদ্ধির বিধায়নী হোতা,
তিনিই পরম ঋত্বিক্,
মানুষের উন্নতি-অনুশ্রয়ী পরম বার্ত্তিক,
তিনিই জীবের পরম পাথেয়—
জীবনসঙ্গী,
সঙ্গতির মূর্ত্ত মন্ত্র তিনি;
তা' ছাড়া, যাঁ'রা তাঁ'র বার্ত্তাবাহক,
তদনুগ নিয়ামক,
মানুষের উন্নতির সাথীয়া,
তাঁ'রা সবাই ঋত্বিক্;
এমন-কি পাবক-পুরুষ যাঁ'রা—

তদনুগ নিয়ামক যাঁ'রা,
তাঁ'রাও দ্যোতনদীপ্ত শ্রেয়-ঋত্বিক্ ;
লোকহিতব্রত পুরুষ যাঁ'রা,
যাঁ'রা আচার্য্য-পুরুষ,
তদনুগ আত্মনিয়মনী লোকশিক্ষক যাঁ'রা,
যাঁ'রা পুরোহিত,
তাঁ'রাও ঋত্বিক্ ;
যাঁ'র চলনা
ইষ্টানুরাগ-প্রবুদ্ধ আত্মবিনায়ন-তৎপর নয়,
তাঁ'র ইচ্ছার আপূরণী নয়, উপচয়ী নয়,
আর, এমনতর প্রবৃত্তিবিকারগ্রস্ত রকম যা'র যেমন,—
ঋত্বিক্-দীপনাও তাঁ'র ভিতর তত কম,
তাই, তাঁ'র যোগ্যতাও তেমনি কম লাবণ্য-মণ্ডিত ;
সেই প্রিয়পরম যিনি,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগ-পুরুষোত্তম—
ঋতিস্রোতা,
মানবগোষ্ঠীর মহান ইষ্ট,
তিনিই প্রীতির আবেগময়ী
উৎকণ্ঠ পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যা'দের,
তা'দের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁ'রা,
তাঁ'দের মাধ্যমে
তাঁ'র ঐ লোকস্বার্থী-সম্বেগ সঞ্চারিত হ'য়ে
গণোন্নতির হৃদয়গ্রাহী সাথীরা হ'য়ে
ঋত্বিকতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,

তাই, তিনিই ঋত্বিক্-উৎস,
আর, ঋত্বিক্ মানেই হ'চ্ছে
সংবর্দ্ধনের সাথীয়া ;
সেই গণ-অনুচর্য্যী পরম-পুরুষ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-বহ্নি যিনি,
আভূমিলুণ্ঠিত হ'য়ে তাঁ'কে নমস্কার কর—
প্রিয়পরম! ঈশ্বর! তোমার জয়জয়কার হো'ক। ৪৯১০।
৯।২।১৯৫৩, দুপুর ১-৫

লোকে বলে—
সময় হ'লেই হবে,
আর বলেও—
যা'র যেমন চাহিদা, তা'কে লক্ষ্য ক'রে ;
এ-কথাটা খানিকটা সত্য হ'লেও
তা'দের অভ্যস্ত ধারণা যেমনতর,
তা' কিন্তু নয়,
তোমার চাহিদামাফিক চলনা
যেমনতর সহজ ও সম্যক্ হ'য়ে উঠবে,
হবেও তেমনি,
পাবেও তা'ই ;
তোমার চলনার বিনায়নই
ঐ হওয়াকে নির্দ্ধারিত করে,
আর, তা' ত্বরিত কি বিলম্বে,
তা'ও তারই উপরে ;—
তুমি যেমনটি চা'চ্ছ
চাওয়া-অনুপাতিক যেমনটি চলছ,
সেই চলনায় যা' হ'তে পারে,

ঈশ্বর তা'তে রাজী হ'য়েই আছেন,
তাই, তিনি কল্পতরু। ৪৯১১।
৯।২।১৯৫৩, রাত ৭টা ১৫

যিনি তোমার প্রিয়পরম
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তোমার জীবনের রাগদীপনী বিবর্দ্ধনায়
জীবনবর্ত্ম যিনি,
যাঁ'কে তুমি সবচেয়ে ভালবাস,
শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুবেদনায়
তোমার হৃদয়কে আপ্লুত ক'রে রাখেন যিনি,
তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তি
যাঁ'র উপচয়ী অনুবর্ত্তিতা নিয়ে
অনুচর্য্যা নিয়ে
সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী সম্বেগে
সুসংহত হ'য়ে ওঠে—
সার্থক অন্বয়ী অভিযানে,—
সবাইকে যিনি ভালবাসেন—
যে যেমন—তেমনি ক'রে
বৈশিষ্ট্যমাফিক উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী
অনুপ্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে,—
তাঁ'কে তোমার হৃদয়ের ডাক
যে-অনুবেদনা নিয়ে
যেমনতর ভাষায় অভিব্যক্ত করে—
বোধদীপন তাৎপর্য্যে,
তা'ই কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক;
তাঁ'কে ভগবানই বল,

ঈশ্বরই বল,
প্রেরিতপুরুষই বল,
অবতারই বল,
আর তথাগতই বল,
তা' যদি তোমার বোধে
সঙ্গতিশীল সার্থক অন্বয়ী হ'য়ে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
তা' ভাল,
তা' যদি হ'য়ে থাকে,
তোমার বোধ,
বোধ-অনুপ্রেরিত চরিত্র,
আত্মনিয়মিত, সার্থকতা-সমন্বিত
বাক্য, ব্যবহার, চাল-চলনও
তেমনি হ'য়ে উঠবে—
ঐ অমনতর সার্থক দীপনায় ;
যদি না বুঝে থাক,
তোমার যা' ব'লে ভাল লাগে,
তা'ই ব'লে ডাক তাঁ'কে,
হয়তো বল বন্ধু,
হয়তো বল প্রিয়পরম,
হয়তো বল পরমপিতা ;
যা'তে তোমার ঐ উচ্ছ্বাস সার্থকতা লাভ করে,
তৃপ্তি পাও যা' ব'লে—
তাই-ই ভাল,
কিন্তু যা' বোঝ না—
এমনতর আজগবী চলতি রকমে
তাঁ'তে যদি সুসঙ্গত হ'তে যাও,

ঐ অবুঝ অজ্ঞতা
তোমার সহজ বোধ ও অভিব্যক্তিকে
অনেকখানি রুদ্ধ ক'রে দিতে পারে কিন্তু,
আবার, না বুঝে তুমি যা' বলছ—
লোকের পক্ষে তা' বোঝা
দুরূহ হওয়াই স্বাভাবিক ;
বরং বল—
দেখছ বা দেখেছ যেমন
তেমনি ক'রেই বল—
'তিনি এমনই আত্মনিয়ামক,
সেবাপটু, প্রভাবপ্রতুল,
এমনতরই অনুরাগমুখর—
উৎসুকী অনুসন্ধিৎসা-পরায়ণ,
এমনই সংবেদনশীল ও প্রসারণ-সন্দীপী,
এতই উদ্বর্দ্ধনী ঔদার্য্যপ্রবণ,
নিজ এবং নিজগণ সম্বন্ধে এতই বেপরোয়া,
যে, যেই তাঁ'কে দেখুক না কেন—
একটু পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে,—
সেইই তা'র অন্তরের উৎসারিণী অনুবেদনা নিয়ে
বলতে বাধ্য হবে—
মর্ম্মকে সলীল লাস্য-উদ্বোধনায় সুদীপ্ত ক'রে—
'তিনি একজন গতানুগতিক পণ্ডিত
বা সাধারণ লোকই নন,
বরং একটা মানুষ,
একটা তেমনি মানুষ,
যাঁ'কে মহামানব বলতে প্রাণ উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
দেবমানব ব'লে

যাঁ'র কাছে প্রণত না হ'য়ে উঠলে
নিজের বিবেকই ধিক্কার দিয়ে ওঠে,
যাঁ'র সেবা না করা—
অনুচর্য্যা না করা—
জীবনের পক্ষে লুব্ধ মূঢ়ত্ব ও পাপ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো' ;—
এমনতর উচ্ছ্বাস-অনুদীপ্ত ভাষণ
যা'রা কিছু বোঝে না,
তা'দের অন্তরকে স্পর্শ করবে,
আলোড়িত ক'রে তুলবে,
তুমি তা'দের ভিতরে
তা'দের হ'য়ে
তাঁ'কে নিয়ে
ভূয়ো-ভূয়ো প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে,
তা'র ফলে পাবে—
বোধদীপ্ত, অনুবেদনী, সুসঙ্গত,
অন্বয়ী যোগ্য অভিদীপনা,
হবে হৃদয়ঢালা লোকশ্রদ্ধার বান্ধব-মর্ম্ম,
সংহতির দীপন-কেন্দ্র,
শ্রেয় তোমাকে অভিনন্দিত করবে,
বোধদীপনা প্রত্যেকের অন্তরকে
অনুশীলন-প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে,
মানুষকে যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তুলবে ;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার প্রীতি,
সার্থক হবে তোমার উপভোগ-অনুচর্য্যা,
আর, তোমার ভিতর-দিয়ে

তোমার প্রিয়পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন—
প্রতিটি মর্ম্ম-সিংহাসনে,
দেখবে—
ঈশ্বর জীবনদীপনায়
প্রতিটি অন্তরে
অন্তরের সামসঙ্গীতে
মুখর হ'য়ে উঠেছেন ;
ঈশ্বরই প্রীতি-অধ্যুষিত জীবনমন্ত্র। ৪৯১২।
৯।২।১৯৫৩, রাত ৮-১৫

আশীর্ব্বাদ সেখানে তেমনি সফল,
আশীর্ব্বাদ-অনুপাতিক চলন যেখানে যেমন নিখুঁত—
বোধবীক্ষণী নিয়মন-তৎপরতা নিয়ে ;
ঈশ্বরই আশিস্-উৎস। ৪৯১৩।
১১।২।১৯৫৩, ২৮শে মাঘ, বুধবার,
কৃষ্ণা দ্বাদশী, সকাল ১০টা

প্রতিলোম-জাতকদের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল—
তা'রা বৈধী-নিয়মনকে উপেক্ষা ক'রেও
অর্থাৎ শ্রেয়ানুগ বিধিবদ্ধ না হ'য়েও
মর্য্যাদা-লোভী ;
এর অন্তর্নিহিত কারণ এই যে,
তা'দের জন্মই অবৈধ ও অবিশুদ্ধ। ৪৯১৪।
১১।২।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

মহাকাল অর্থাৎ মহতী সংখ্যায়নী গতি—
যে-গতি সংখ্যায়িত হ'য়ে

ক্রমান্বয়ী চলনে নিরবচ্ছিন্ন চলন্ত ;
এই চলন যেখানে বিকৃত
সংখায়িত সত্তানুশায়ী ছান্দিক বর্ত্তনাও
সেখানে ব্যাধিগ্রস্ত ;
মহাকালের চলনাই হ'ল—
থাকার কর্ম্মে অন্বিত বৈধী চলন,
এই চলন যদি বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
থাকাও সেখানে বিধ্বস্ত ;
এই মহাকাল আবার
যিনি সৎ,
যিনি চিৎ,
যিনি আনন্দস্রোতা,
তাঁ'রই অনুক্রমিক অয়নী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ সংখ্যায়নী তৎপরতায়
তৎস্বভাবে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
তা'রই কেন্দ্রায়িত ঘন-সমাবেশী সত্তা ;
ঐ সংখ্যায়নী সম্বেগ যখন
সত্তাপোষণী না হ'য়ে
ভোগলুব্ধ প্রবৃত্তি-পোষণী হ'য়ে
বিকেন্দ্রিকতায় বিবশ হ'য়ে চলতে থাকে,—
এই গতিবেগই যে সাত্ত্বিক স্রোতোচাতুর্য্যে চলন্ত
তা' সেখানে বিলোপী ক্রিয়া-সমন্বিত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই করাল ;
মানুষের আবেগ যেমন
একাগ্র, শ্রদ্ধোষিত, শ্রেয়-তৎপর,
চাহিদাও তেমনি আকূতি-সম্বুদ্ধ,
কর্ম্মও তেমনতর অন্বয়ী, তৎপর সঙ্গতি-সম্পন্ন ;

তাই, করবে যেমন,
চলবে যেমন,—
কালই হউন,
আর করালই হউন,
তুমি পাবেও তেমনি ক'রে তাঁ'কে ;
কিন্তু ঈশ্বর চিরন্তন জীবন-উৎস। ৪৯১৫।
১১।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২৫

তুমি ঈশী-প্রেমে
লাখ আলুথালু হ'য়ে ওঠ,
বা নিরেট পাথরের মতন হও না কেন,
যদি না, যতক্ষণ না—
তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
সংশ্রয়ী সম্বর্দ্ধনায়
তদনুচর্য্যী সুনিষ্ঠ তত্তপা হ'য়ে
অচ্যুত সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তঁদনুগ আত্মবিনায়না
ও কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রণার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র রক্ষণ, পোষণ ও আপূরণী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ
হ'য়ে ওঠ—
অনুশীলন-তৎপরতায়,—
তোমার তা' তমসা-অঞ্জিত হ'য়েই চলবে ;
যে ঈশ্বরকে ভালবাসে,
অথচ তাঁ'র বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষে
আত্মনিবেদন না করে,

প্রীতি-উচ্ছল হ'য়ে না ওঠে—
উপচয়ী অনুশীলনার আবেগ-উন্মাদনায়,—
সে ভ্রান্ত,
ঈশ্বরকেও ভালবাসে না সে ;
তাঁ'কে দেখ,
তাঁ'র অনুসরণ কর,
ঈশ্বর স্ফুরিত-দীপনায়
তোমার সম্মুখে
তাত্ত্বিক-অনুবেদনায়
স্ফুরিত মূর্ত্ত ঔজ্জ্বল্যে
তদ্রূপেই প্রতিভাত হ'য়ে উঠবেন,
তোমার সমাধি
আত্মনিবেদনে সার্থক হ'য়ে
অমৃতস্পর্শী হয়ে উঠবে ;
ঈশ্বরের অনুপ্রেরিত প্রকট মূর্ত্তিই হ'চ্ছেন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম যিনি,
ঈশ্বরই অমৃত-স্বরূপ। ৪৯১৬।
১১।২।১৯৫৩, রাত ৭-১৫

তোমার অন্তর্নিহিত যৌগিক-সম্বেগ
ইষ্ট-নিবদ্ধতায়
যেমনতর অচ্যুত আবেগময়ী অনুচর্য্যা-নিরত
হ'য়ে চলবে,
ব্যাহতি ও বিক্ষেপকে অতিক্রম ক'রে
চলতে পারবে যেমন,—
তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বৈধানিক নিয়ন্ত্রণও
তেমনি হ'য়ে চলবে,

বিধানও তদনুগ ক্রিয়াশীলতায়
তেমনি নিটোল হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
ঈশ্বরেই যোগাবেগ অনুস্যূত,
ঈশ্বরই বৈধী বিধায়না,
ঈশ্বরই বিধান। ৪৯১৭।
১১।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-৩০

তুমি তোমার আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
বৈধী বিনায়নী অনুশীলনায়
আত্মাকে বরণ কর,
আত্মাও তোমাকে বরণ করবেন ;
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ। ৪৯১৮।
১২।২।১৯৫৩, ২৯শে মাঘ, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী
ও চতুর্দ্দশী, সকাল ১১-১০

ভক্তি যা'দের অচ্যুত সুকেন্দ্রিক দীপন-দৃপ্ত নয়,
বহুধা-দীর্ণ, ব্যভিচারী,
ব্যক্তিত্বও তা'দের বহুধাবিচ্ছিন্ন,
প্রবৃত্তিও তা'দের অসঙ্গতিসম্পন্ন,
বোধিও তা'দের সঙ্গতিহারা,
বিকৃত-অর্থান্বিত, ব্যতিক্রমদুষ্ট,
বিদ্যা তা'দের যেমনই হো'ক
আর যা'ই হো'ক,
তেমনি বিকারগ্রস্ত,
যোগ্যতাও তেমনি বিখণ্ডিত,
বিনায়িত নয়,
অন্বিত নিষ্পন্নতা-বিধৃত হ'য়ে চলে না,

তাই, তা'রা স্বভাবতঃই
ক্ষোভদৃপ্ত, সঙ্গতিহারা, অভাববিধুর ;
তাই, শ্রেয়তপা অনুশীলন-তৎপর হও,
যা' কর,
সর্ব্বসঙ্গতি-সহ নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তোল,
যোগ্যতা জীয়ন্ত হ'য়ে উঠুক তোমাতে ;
আধিপত্য যেখানে সর্ব্বসঙ্গতি-সম্বুদ্ধ —
ঈশ্বর সেখানে তেমনি
অন্বিত সার্থকতায় অভিদীপ্ত। ৪৯১৯।
১২।২।১৯৫৩, রাত ৮-১৫

হ'তেই চাও,
পেতেই চাও যদি,
যা' চাচ্ছ
তা' পেতে পার যেখানে,
অকম্পিত সম্বেগে আঁকড়ে ধর তা'কে —
অচ্যুত আবেগ নিয়ে,
তা'র উপর দাঁড়িয়েই
অনুশীলনী তৎপরতা নিয়ে করতে থাক,—
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতায় যা'তে
তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পার,
আর, এই, করার অভ্যাসের ভিতর-দিয়েই
বোধি-বিনায়িত বিন্যাসে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
তুমি হ'য়েও উঠবে তেমনি,
আর, এই হওয়াটা যেমন
প্রাপ্তিও ঠিক তেমনি,

এই হওয়াটা যতই প্রকৃষ্টতর,
প্রভুত্বও সেখানে সৌষ্ঠবমণ্ডিত তেমনি ;
ঈশ্বরই জগন্নাথ,
ঈশ্বরই পরম প্রভু। ৪৯২০।
১২।২।১৯৫৩, রাত ৮-৩৫

শ্রেয়তে আত্মনিবেদন কর,
অনুশীলন-তৎপরতায় শ্রেয়তপা হ'য়ে ওঠ,
ঐ তপ-বিনায়নী অনুশীলনের ভিতর-দিয়েই
তদ্বেদনী হ'য়ে উঠবে,
তোমার অন্তর সেই অনুভূতির স্পর্শলাভ করবে,
ঐ স্পর্শই তোমাকে বোধিদীপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, বোধি যতই সঙ্গতিলাভ ক'রে
বর্দ্ধনদীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তুমি বিদ্বানও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আবার, ঐ বিদ্যা অন্বিত সার্থকতায়
যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
বিনীতও হবে তুমি তেমনি,
তাই, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি' ;
ঈশ্বরই বোধিসত্তার বিদ্যাবিভূতি। ৪৯২১।
১২।২।১৯৫৩, রাত ৮-৫০

যা'রা প্রাচীন কৃষ্টিধারা—
তা'র উৎক্রমণী চলন,
বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম,
বিশৃঙ্খল অনুচর্য্যা ও অবনতি,
তা'র বিহিত সুসঙ্গত করণ ও বিনায়নী সৌকর্য্য

ইত্যাদির বহুদর্শিতার
বোধায়নী সুসঙ্গত অন্বিত বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে,
সুবীক্ষিত পরিচর্য্যায়,
ঔচিত্যের বিহিত সঙ্গতিতে
প্রতিটি রকমের সু ও কু-এর
সন্ধিৎসু অনুনয়নে
সুষ্ঠু নির্দ্ধারণায়
সুতৎপর সূত্রকে অবগত না হ'য়ে
বর্ত্তমানকে আগন্তুক উপস্থিত চাক্ষুষ দর্শনের ভিতর-দিয়ে
বিচার ক'রে
প্রাচীনের সঙ্গতিহারা
ব্যতিক্রমাত্মক ব্যাহত বিনায়নায়
আশু যেমনতর যেখানে যা' দরকার বিবেচনা করেন,—
তা'ই ক'রে চ'লে থাকেন,
তা' ভবিষ্যতে কী ফল প্রসব করবে,
দূরদর্শী দৃষ্টিতে তা' না দেখেই চ'লে থাকেন—
যদৃচ্ছা লোকমতের বাহানায়
সত্তাপোষণ-বর্দ্ধনায় সংঘাত হেনে,
বা আপাত-লোভজৃম্ভী আলেখ্য সম্মুখে ধ'রে
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে নিয়ে
নিজের আচরণের সমর্থনে
সংশ্লিষ্ট ক'রে তোলেন যাঁ'রা,
তাঁ'রা যে ভবিষ্যতে বিষাক্ত কুয়াশার
আমদানী ক'রে
ভবিষ্যৎকে জাহান্নমের ডাইনী ব্যাদানে
নিক্ষেপ করছেন—
বর্ত্তমানকে সত্তাহিংস্র ক'রে—

তা' হয়তো তাঁ'রা একটুও বুঝতে পারেন না;
যাঁ'রা প্রাচীনকে সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বিহিতভাবে না দেখে
সুসঙ্গত বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
তা'র সূত্রকে নির্দ্ধারিত ক'রে
বর্ত্তমানকে তেমনতরভাবে
বিনায়িত ক'রে না তোলেন,
সবর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যে তাঁ'দের পক্ষে
ঘোর তমসাচ্ছন্ন,—
তা' তাঁ'দের বোধিচক্ষুর ঝাপসা দৃষ্টি
কিছুই অনুমান ক'রতে পারে না,
তাঁ'রা কী হিংস্র ব্যভিচার নিয়ে
সর্ব্বনাশা বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
বর্ত্তমানকে আঘাত হেনে
ভবিষ্যতের বিনাশের হোতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন,—
তাঁ'দের ঔদ্ধত্য-দৃষ্টি
তা' অনুভবই ক'রতে পারে না;
তাই, তাঁ'রা সত্যদ্রষ্টা নন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নন,
সত্তা-পোষণ ও বর্দ্ধনার হোতা নন তাঁ'রা;
তাই বলি!
প্রাচীনের সুসঙ্গত সূত্রকে নির্ণয় ক'রে
বর্ত্তমানের সত্তা-পোষণ ও বর্দ্ধনী সুনিয়মনে
ভবিষ্যৎকে আরো শুভে
বিনায়িত ক'রে তোল—যদি পার,
নয়তো, সাদরে সর্ব্বনাশের মুখে
মানুষকে এগিয়ে দিও না;

ঈশ্বরই সত্য-স্বরূপ,
একসূত্রসঙ্গত সার্থক বিনায়নার ভিতর-দিয়েই
তিনি ধৃতি,
তিনি বশী,
তিনিই আদিত্য। ৪৯২২।
১২৷২৷১৯৫৩, রাত ৯-৫০

পুরুষের পৌরুষ-সম্বেগ যতই
স্তিমনোন্মুখ হ'য়ে চলে,
সৎ-সংশ্রয়ী শ্রদ্ধা ও উদ্বহনী সম্বেগ
ততই খিন্নতা প্রাপ্ত হয়,
যমন ও আত্মনিয়মন-প্রবৃত্তিও শিথিল হ'তে থাকে;
ফলে, নারী-গ্রহণ ক্ষমতাও
দুৰ্ব্বল হ'য়ে চলতে থাকে;
আবার, তেমনি স্ত্রীর রজস্-অনুদীপনা
যতই শ্লথ ও দুৰ্ব্বল দীপ্তিতে
জাড্যপ্রবণ হ'তে থাকে,
তা'র সৎ-সন্দীপ্ত সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠা
ও শ্রদ্ধোষিত অচ্যুত অনুদীপনাও
ক্লিন্নতায় বহুপ্রসাদী হ'য়ে
বিচ্ছিন্নতায় কলুষ-সঙ্গতিপ্রবণ হ'য়ে উঠতে থাকে,
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ আত্মনিয়মনী তৎপরতা,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী একাগ্র অনুচলনও
অপকর্ষী ও দীর্ণী-ভাবাপন্ন হ'য়ে থাকে;
তাই, পুরুষ ও নারীর এই জাতীয় অপলাপ-অনুদীপনা
গৃহ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ভীতিসঙ্কুল,
জাহান্নমের সরীসৃপী শিশু;

ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী সম্বেগ,
ঈশ্বরই ধাতা,
ঈশ্বরই সর্ব্বসংশ্রয়ী সার্থক কেন্দ্র। ৪৯২৩।
১৩।২।১৯৫৩, ১লা ফাল্গুন,
শুক্রবার, অমাবস্যা, সকাল ৮-৩০

তোমার রাষ্ট্রেই হো'ক,
তোমার দেশে, সমাজে বা পরিবারেই হো'ক,
যেখান হ'তে যে-কেউই আসুক না কেন,
এমন-কি, সে যদি তোমার শত্রুও হয়,
বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হ'য়ে
সে যদি তোমার আশ্রয়ের জন্য হাত বাড়ায়,
তোমার সাধ্যমত তা'কে
উপযুক্তভাবে আশ্রয় দিতে,
বাক্য, ব্যবহার ও পরিচর্য্যার পরিবেষণে
তা'কে আপ্যায়িত ক'রতে
ত্রুটি ক'রো না কিছুতেই—
নিজ নিরাপত্তাকে অটুট রেখে,
সন্দেহজনক কিছু হ'লে
বিহিত সাবধানতার সহিত
যেখানে যেমন ব্যবস্থা করা উচিত,
তা' ক'রো,
তোমার পৌরুষ-পরিচর্য্যাকে ব্যাহত ক'রে
তোমার আশ্রিতকে
কেউ যেন আঘাত হানতে না পারে—
যতক্ষণ সে তোমার আওতায় থাকে;

সে-দিক দিয়ে
যেখানে যেমনতরভাবে যা' করা উচিত,
বিনায়নী সঙ্গতি-সহকারে
তা' ক'রে রেখো—
যেন প্রয়োজন হ'লে
লহমায় তা'কে সাহায্য ক'রতে পার ;
সপরিবেশ তোমার সত্তা ও সংস্কৃতির পক্ষে
যদি সাংঘাতিক না হয়,
এই আশ্রিত-রক্ষণ
ও আশ্রিতের নিরাপত্তা-বিধায়নকে
সাধ্যমত উপেক্ষা ক'রো না,
এমন-কি, তা'র ভিতর সংশোধনীয় যদি কিছু থাকে—
তা'কে পরিশুদ্ধ ক'রে
প্রীতি-পাবক-আলিঙ্গনে
তা'কে রক্ষা ক'রতে ভুলো না,
তোমার বীর্য্য সুব্যবস্থ বিনায়নে
যেমন ক'রে তা' পারে
তা' যেন করেই করে—
অসৎনিরোধী তৎপরতা নিয়ে ;
কি নিজেরই হো'ক,
কি অন্যেরই হো'ক,
শুভ-সন্দীপী নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল অনুচর্য্যাকে
কখনই অবজ্ঞা ক'রো না ;
ঈশ্বর করুণাময়,
তিনি অভিশপ্ত যে—
তা'রও ঈশ্বর। ৪৯২৪।
১৩।২।১৯৫৩, রাত ৭-৫০

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রিয়পরম যিনি,
তোমার অন্তঃকরণের সমস্ত প্রীতি
তাঁ'তে নিবদ্ধ ক'রে ফেল—
তদনুচর্য্যী তত্তপা হ'য়ে,
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে বিনায়িত ক'রে তোল—
উদ্গতিশীল উদ্বর্দ্ধনার পরাক্রমী তৎপরতায় ;
যেখানেই মমতাদীপ্ত হও না কেন—
তা'ও হবে—শ্রেয়-প্রীতিপোষণায়,
তদুপচয়ী নিয়ন্ত্রণে,
ঐ প্রীতিকে কিছুতেই ব্যবচ্ছিন্ন ক'রে তুলো না ;
তাঁ'র আপূরণী যা',
যে বা যা'রা তাঁ'র সত্তাস্বার্থী—
ঐ প্রিয়পরমেরই স্বার্থানুসন্ধিৎসায়
তা'দের জন্য যেখানে যেমনতর করণীয় তা' ক'রো,
কিন্তু ঐ করা,
ঐ অনুচর্য্যা
তোমার ঐ কেন্দ্রায়িত প্রীতিকে
যেন বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে না পারে ;
তাঁ'তে তোমার ঐ শ্রদ্ধাসম্বেগী প্রীতিদীপনা
অক্ষুণ্ণ, অচ্ছেদ্য ও অটুট হ'য়েই
যেন চলন্ত হ'য়ে থাকে,
যদি কোথায়ও কোনরকমে
এই এমনতর ব্যবচ্ছেদ সংঘটিত হয়,
তোমার অন্তরের সুকেন্দ্রিক বিন্যাসও
সেখানে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে,
তুমি ক্রমেই শীর্ণতেজা হ'তে থাকবে,

শক্তি-সম্বেগ ক্লিন্ন হ'য়ে
দ্বৈধতায় ব্যাহত হ'য়ে উঠবে—
একটা ক্লৈব্য-বিকৃতি নিয়ে,
তাই সাবধান থেকো ;
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই সার্থক কেন্দ্র,
ঈশ্বরই সম্বেগ-উৎস,
ঈশ্বরই শক্তি-প্রস্রবণ। ৪৯২৫।
১৩।১।১৯৫৩, রাত ৮টা

যতক্ষণ তোমার ইষ্টার্থপরায়ণতা
অচ্যুত অনুরাগ-নিবদ্ধ হ'য়ে না উঠছে,
এবং প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
ও তা'দের ভাবের বোধানুবৃত্তির সহিত
তুমি তদনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে না উঠছ
বা তঁদানতিসম্পন্ন হ'য়ে না উঠছ,
এক-কথায়, সর্ব্বতোভাবে তুমি
তাঁকেই তোমার স্বার্থ ক'রে না তুলতে পারছ,
আত্মানুবীক্ষণ ও আত্মনিয়মনে
যেমন ক'রে তা' করলে
বা পরিচালনা করলে
ঐ স্বার্থকেই পরিপোষণ-সন্দীপ্ত করা যায়,
সেইরকম ক'রে তুলতে না পারছ,
ততক্ষণ তোমার ঐ আত্মানুবীক্ষণ
বা আত্মনিয়মন
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন ইত্যাদি
পৃথক-পৃথকভাবে এবং সমবেতভাবে
সৌষ্ঠব-অন্বয়ী হ'য়ে উঠতেই পারবে না কিন্তু ;

নিজেকে সব সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তাৎপর্য্যে বুঝতেই পারবে না,
ঐ অমন ক'রে তুমি তোমাকে
যতক্ষণ বুঝতে না পারবে,
তোমার আশপাশের কোন জিনিসকে
এমন কি, একটা পোকা বা গাছকেও
ঐ সঙ্গতি নিয়ে জানতে পারবে না,
কারণ, প্রত্যেকটি বৃত্তি,
প্রত্যেকটি ভাব,
প্রত্যেকটি অনুদীপনা,
বা প্রত্যেকটি নন্দনা
সুখ-দুঃখ ইত্যাদির অনুভূতি বা আত্মানুভূতি—
এই সবগুলি পরস্পর সঙ্গতিহারা হ'য়ে
বাহ্যিক যখন যেমন অনুপ্রেরণা হয়
বা অন্তর্নিহিত বোধের অনুপ্রেরণায়
তেমনতর বিচ্ছিন্নভাবেই চলতে থাকবে,
অন্বিত হ'য়ে উঠবে না সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তা'র মানে, ব্যক্তিত্বও তোমার
জমাট বেঁধে উঠতে পারবে না,
তখন তোমার ব্যক্তিত্ব
একটা জঞ্জালাকীর্ণ সঙ্গতিহারা
অনন্বয়ী তৎপরতা নিয়েই চলতে থাকবে,
অন্বিত তাৎপর্য্যে
বোধও সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠবে না,
যে রাগ বা যে-ভাবনিবদ্ধ হ'য়ে
তুমি এই সবগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলবে—
সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ যা'-কিছু সব,—

সেখানেই অভাব জমাট বেঁধে থাকবে,
কিন্তু ভাব যা'র খাঁটি, সুকেন্দ্রিক—
বেতালে তা'র পা-ই পড়ে কম,
বুকও ভরাই থাকে তা'র,
নয়তো, সবতার ভিতর বুক ভরা হ'য়ে থাকবে না ;
তাই, হর্ষেই হো'ক, .
বিষাদেই হো'ক,
তোমার জীবনচলনা স্বতঃস্রোতা চলনে
চলতে পারবে না,
সব সময়ই মনে হবে, তুমি ব্যর্থ,
জীবনের সার্থকতা কোথায় ?
তাই গীতায় ভগবান বলেছেন—
"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা,
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ?"
এই সুখ-সার্থকতার উৎসই হ'চ্ছেন ঈশ্বর,
আর, তিনিই তোমার ব্যক্ত প্রিয়পরম—
মূর্ত্ত বিগ্রহ,
সমস্ত ভাবের উৎসই তিনি,
লীলায়িত সার্থক আলিঙ্গন-গ্রহণের ভিতর-দিয়েই
তাঁ'র প্রকট তাৎপর্য্য। ৪৯২৬।
১৬।২।১৯৫৩, ৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার,
শুক্লা দ্বিতীয়া, সকাল ৯-২৫

সব সময়ই মনে রেখো—
ইষ্টীতপা সৎ-সন্দীপী তুমি,
তোমার বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, চালচলন
যেন হৃদ্য অনুদীপনায়

সৎ-সন্দীপী উপচয়ী শ্রেয় প্রতিষ্ঠই হ'য়ে চলে ;
মনে রেখো, তোমার যে শত্রু,
তা'রও তুমি বান্ধব,
তোমার অসৎকে নিরোধ করাই
যেমন তোমার সত্তার আকূতি,
তোমার শত্রুর অসৎ যা'-কিছু
তা'কেও নিরোধ করা
তোমার স্বভাব-চলন—
তা' কিন্তু হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,
বান্ধব-অনুচর্য্যায়,
আপ্যায়নী তর্পিত চলনে,
দক্ষকুশল তৎপরতায় ;
তোমার ঐ অনুচর্য্যী ব্যবহার, চালচলন থাকা সত্ত্বেও,
ঐ সৎ-সন্দীপনা
প্রসার-পদবিক্ষেপে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও,
বৃত্তি-মদগর্ব্বী কেউ তোমাকে
নিষ্পেষিত ক'রতে
নির্য্যাতিত ক'রতে
বিধ্বস্ত ক'রতে
যদি অগ্রসরই হয়,
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
ঐ শাতনী আক্রমণকে বিপর্য্যস্ত ক'রতে
একটুও ভুলো না বা ত্রুটি ক'রো না—
তোমার বেষ্টনী ও বিস্তারণাকে সুদৃঢ় রেখে ;
এমনতর প্রস্তুতিতেই সব সময় প্রস্তুত থেকো—
যা'তে তোমার তা'র কাছে
আত্মবিক্রয় ক'রতে না হয়,

উপযুক্ত ব্যবস্থিতির সহিত
বিহিতভাবে নিপাতিত ক'রে তোল তা'কে,
সঙ্গে-সঙ্গে অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
তা'র হৃদয় জয় ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, যদি তা' পার,
জয় কিন্তু তোমার সেখ'নে,
আর, সে-জয়ে
তোমার শত্রুও কিন্তু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে—
সুদৃঢ় বান্ধব-নিবন্ধনে,
এই জয়ই বাস্তব জয় ;
তা' যতক্ষণ না পারছ,
তুমি যদি তা'কে নিহতও কর,—
সে নিহত হবে বটে,
কিন্তু তোমার পরাক্রম জয়যুক্ত হ'য়ে উঠবে না ;
ঈশ্বর সবারই বান্ধব,
আর, তাঁ'র ঐ আলিঙ্গনকে
অস্বীকার ক'রে যারা চলে,
শাতনবৃত্তিই তা'দিগকে
অপলাপী-লোপলুব্ধ ক'রে তোলে—
বৃত্তির মদগর্ব্বী ঔদ্ধত্য-দৃপ্ত ক'রে ;
হৃদয়কে জয় কর,
ঐ জয়ের সিংহাসনে ঈশ্বর
আসীন হ'য়ে রইবেন ! ৪৯২৭ ।
১৬৷২৷১৯৫৩, রাত ৮-৫

তুমি ইষ্টীতপা হও,
সৎ হও,

কিন্তু বেকুব হ'তে যেও না;
তুমি লাখো অসতের ভেতরেও যদি থাক,
তোমার কুশলকৌশলী দক্ষতা নিয়ে
ঐ অসৎদেরও পরম বান্ধব হ'য়ে থাক—
অনুকম্পী অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,
নিজের আদর্শে অটুট থেকে,
সুদক্ষ আত্ম-বিনায়নায়,
সত্তাপোষণী বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের
সুসঙ্গত মিলন নিয়ে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
বিহিত মন্ত্রগুপ্তি-সহকারে,
আবার, অসৎ-নিরোধ ক'রতে গিয়েও
অযথা বিরোধ সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
ঐ দক্ষকুশল তৎপরতার হৃদ্য নিয়মনে
তা ক'রো,
যা'তে লোকে তোমাকে
পরম বান্ধব ব'লে আলিঙ্গন ক'রতে পারে—
সতৃপ্ত তর্পণায়;
তা'দের শত্রু ক'রে তুলো না,
হৃদ্য আচার, ব্যবহার, অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
তা'দের দরদী বান্ধব হ'য়ে ওঠ,
আর, এ যত পারবে—
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টীতপা অনুচর্য্যায়
ইষ্টানুগ চলন নিয়ে,—
তোমার ঐ হৃদ্য অনুকম্পী, দরদী চলন
তা'দের হৃদয়কে আকৃষ্ট ক'রে

তোমাতে সশ্রদ্ধ ক'রে
ঐ অসৎ-প্রাণতা হ'তে
তা'দের অনেককেই নিবৃত্ত ক'রে তুলবে—
দেখতে পাবে ;
কিন্তু তোমার নিজের চরিত্র যদি
ঐ অমনতর হৃদ্য-বিভান্বিত হ'য়ে না ওঠে,
তাহ'লে কিন্তু পারবে না,
তুমিই বরং নির্য্যাতিত হ'তে থাকবে ;
অবশ্য সব সময়ই নজর রেখো—
তোমাতে অনুরক্ত উদ্যোগী বেষ্টনী
ও তোমার সৎ-প্রসারণা যেন
শক্তিশালী পরাক্রমী হ'য়ে
বিস্তার-প্রবর্দ্ধনায়
প্রস্বস্তির দিকেই এগিয়ে যায়—
যোগ্যতায় সম্বুদ্ধ হ'তে
অভিদীপনার প্রদীপী প্রব্রজ্যায় ;
তুমি লাখ ভাল হও,
লাখ মানুষের সেবাই কর,
কিন্তু কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার, আচার ও ভাবভঙ্গীর সহিত
তা' যদি না ক'রতে পার,
তেমনভাবে না চলতে পার,
মানুষের হৃদয়-আবেগকে
তুমি আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারবে না,
তোমার সক্রিয় সম্বর্দ্ধনাই
তা'দের স্বার্থ হ'য়ে উঠবে কমই ;
তোমার প্রত্যাশাই যেন হয়

ইষ্টানুগ লোক-প্রবর্দ্ধনা,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠা,
আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়কো,
আত্মস্বার্থ নয়কো,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,—
দেখবে, তুমি সার্থকতার পথে
ক্রমেই এগিয়ে চলছ—
বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ক'রেও ;
যা'রা হৃদ্য আত্মনিয়মন-প্রবণ হ'য়ে
লোক-অনুকম্পী হ'য়ে
তা'দের উদ্বোধনার হোতা হ'য়ে চলে,
ঈশ্বর তা'দিগকে
প্রস্বস্তি-অনুবেদনায় সাহায্যই ক'রে থাকেন ;
তুমি করবে যেমন,
হবে যেমন,
ঈশ্বর তোমাকে তেমনি ক'রেই গ্রহণ করবেন। ৪৯২৮।
১৬।২।১৯৫৩, রাত ৯টা

ঈশ্বর তাঁ'র প্রেরিত-পুরুষোত্তমের
অন্তর্বোধি-চক্ষুকে উন্মীলিত ক'রে
তাঁ'র কাছে
যা'-কিছুকে প্রতিভাত ক'রে তুলেছেন,
তাই, ঐ পুরুষোত্তমই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তিনিই প্রকৃতির কোলে
কালচক্রের কেন্দ্র ভেদ ক'রে
পরিব্যক্ত পরমপুরুষ,
ঈশ্বর তাঁ'রই বোধিচক্ষুতে প্রতিভাত,

ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তম ছাড়া
ঈশ্বরকে কেহই জানতে পারে না
বা অনুভব ক'রতে পারে না,
কিন্তু ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে যাঁ'রা
শ্রদ্ধোষিত আত্মনিয়মনী অনুচর্য্যাপ্রবণ হ'য়ে
তদনুসরণ-নিরত,
তাঁ'রাই সেই প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে
জানতে পারেন বা অনুভব করেন—
একটা সুসঙ্গত অন্বয়ী
সার্থক বোধায়নী তৎপরতায়,
আর, যাঁ'রাই ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে জানেন
ঈশ্বর তাঁ'দের কাছেই প্রতিভাত হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই সব যা'-কিছুরই কেন্দ্রপুরুষ ;
যাঁ'রা অচ্যুত সুকেন্দ্রিক উপচয়ী ইষ্টীতপা,—
ঈশ্বর উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেন তাঁ'দেরই কাছে—
সবৈশিষ্ট্য যা'-কিছু সব ব্যষ্টি ও সমষ্টির
সার্থক বাস্তব উদ্গতির মরকোচ-সহ,
অন্বিত অনুবেদনায় ;
ঈশ্বরই পরম-পুরুষ। ৪৯২৯।
১৭।২।১৯৫৩, ৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার,
শুক্লা চতুর্থী, সকাল ৯.৫০

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমের
অনুসরণ, অনুচর্য্যা
ও উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী তপনিরত হ'য়ে
তৎস্বার্থী হ'য়ে

তাঁ'র সঙ্গ ও সাহচর্য্য লাভ ক'রেও
ঈশ্বরকে অনুভব ও উপভোগ করতে পারলে না,
তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন প্রেরিত যাঁ'রা—
তাঁ'র ভিতর
তাঁ'দিগকে অনুভব করতে পারলে না—
বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে,
শুভ-সন্দীপী অনুবেদনায়,
শ্রদ্ধোষিত রাগদীপনায়,—
তা'র মানেই, তুমি যা'ই ক'রে থাক না কেন
তুমি তৎস্বার্থী হ'য়ে ওঠনি,
যা' করেছ—
তা'র ভিতর-দিয়ে নিজের প্রবৃত্তিরই
অনুসরণ ক'রে চলেছ,
তাঁ'র ঐ মূর্ত্ত ব্যক্তিত্বের দীপন-সম্ভারে
ঐ প্রবৃত্তিগুলিরই খোরাক জুগিয়েছ,
তাঁ'কে ভাঙ্গিয়ে তুমি খেয়েছ,
তোমাকে ভাঙ্গিয়ে
তোমার আত্মনিবেদনে
তদুপচয়ী অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে
তৎ পোষণায় আত্মনিয়োগ করনি ;
যে ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে
ব্যক্ত মূর্ত্তিতে দেখেছে,
তাঁ'র সঙ্গ-সাহচর্য্য করেছে,
আত্মনিবেদনে তৎস্বার্থী হ'য়ে চলেছে,
নিজেকে তত্তপা ক'রে তুলেছে,
সে ঈশ্বরকেও উপলব্ধি করেছে ;

তুমি এখনও তৎ-শ্রদ্ধোষিত
অচ্যুত অনুরাগ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
তত্তপা হ'য়ে,
আত্মনিয়মনে নিজেকে বিনায়িত ক'রে,
তাঁ'র সঙ্গ কর,
অনুসরণ কর,
তৎকর্ম্মনিরত হ'য়ে ওঠ—
স্বার্থ-প্রত্যাশারহিত হ'য়ে,—
ঈশী-সন্দীপনা তোমার কাছে
প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে
ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমের ব্যক্ত মূর্ত্তিতেই ;
সার্থক হবে,
তৃপ্তি পাবে,
শান্তি-স্বস্তির অধিকারী হবে ;
ঈশ্বরই স্বস্তি,
ঈশ্বরই শান্তি,
ঈশ্বরই সত্তার সত্ত্ব। ৪৯৩০।
১৭।২।১৯৫৩, বেলা ১১টা

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমের
জৈবী-সংস্থিতির ঔপাদানিক সংশ্রয়ের বিন্যাস
এমনতরই বিহিত সুব্যবস্থ হ'য়ে থাকে,
যে, তাঁ'র বাল্যকাল হ'তে চরমকাল পর্য্যন্ত
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রাচীন তথাগতকে
সুসঙ্গত অন্বয়ে
জীবন-সংস্থিতির

সূক্ষ্ম বিশেষ-বিশেষ তন্মাত্রিক সূত্র-নিবন্ধে
সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবে
একটু অভিনিবেশে
তাঁ'র চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়—
দেশ, কাল ও কুলানুগ দৈহিক পটুতা বা অপটুতা
তাঁ'র যেমনই থাক্ না কেন ;
তাঁ'র জীবনই
একটা প্রাচীনের সঙ্গতিসূত্র-নিবদ্ধ বিবর্ত্তনী তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত অন্বয়ী বিনায়নায়
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
বর্ত্তমানকে ঐ সঙ্গতি-দীপ্তিতে প্রাঞ্জল ক'রে তুলে
ভবিষ্যতের নিয়মনী আলোকপাতে ;
আবার, তিনি স্বভাবতঃই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ লোকোন্নয়নী
অনুপ্রেরক,
তাই, শাস্ত্রের কথা—
তিনি আচার্য্য,
তিনিই সর্ব্বদেবময়,
দেবদীপ্তি তাঁ'র অন্তঃস্যূত অভিধায়নাতেই
নিহিত থাকে,
তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্বদিগেরও পরম পরিণতি,
তাঁ'কে অবজ্ঞা ক'রে
প্রাচীনের কা'রও উপাসনা
যদি কেউ করে,
তা' অবৈধই হ'য়ে থাকে,
স্বকপোল-কল্পিত প্রবৃত্তির ধারণার ধৃতিরই
উপাসনা তা,'

তাই, তা'তে পুরশ্চরণের গতি রুদ্ধই হ'য়ে থাকে,
তা' ছাড়া, ঐ কাল্পনিক গতি
ঐ কাল্পনিক প্রেরণাকেই পুষ্ট ক'রে থাকে—
বাস্তবতাকে অন্ধতমসায় নিক্ষেপ ক'রে,
তাই, সে-গতি
বিবর্দ্ধনী বিবর্ত্তনের পরিপন্থী;
ঈশ্বর পুরাতন হ'য়েও চির-নবীন,
আর, তাঁ'র প্রতিটি নবীনত্বে নিহিত থাকে
প্রাচীনের সুসঙ্গত অন্বয়ী অর্থ। ৪৯৩১।
১৭।২।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

পরিস্থিতির ক্ষুব্ধ প্রাণন-কল্লোল
বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভে বিকীর্ণ হ'য়ে
যেখানে বিন্যাস-বিনায়িত হ'য়ে
আর্ত্ত আবেগ-দীপনায়
ভজন লাস্যে
সুকেন্দ্রিক তর্পণায় প্রদীপ্ত হ'য়ে
আকুল আহ্বানে
সংরক্ষণী প্রতিকার-প্রণিধান-তৎপর হ'য়ে
যে দম্পতিতে উদ্‌গ্রীব বিনায়নায়
প্রস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
তাঁ'রা যেই হউন,
আর যেমনই হউন দুনিয়ার চক্ষে,
সেই দম্পতির অঙ্কেই
পুরুষোত্তমের জৈবী-সংস্থিতি আবির্ভূত হ'য়ে
দেশ-কাল-পাত্রানুগ
পারিবেশিক বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে

সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠেন—
একটা সঙ্গতিশীল বিনায়নী বোধনার
উদ্বোধনা নিয়ে ;
তাঁ'র ঈরণ-কেন্দ্র হন একজন সহজ সৎ-সন্দীপী
জীয়ন্ত মানব,
আর, তিনিই ঐ তথাগতের আচার্য্য,—
ঐ পুরুষোত্তমের দীপন বেদী ;
আবার, ঐ আগত তিনিই
ভবিষ্যকালে হ'য়ে ওঠেন
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
মানুষের প্রিয়পরম প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
ঈশী-বোধন-বপনার জীয়ন্ত জীবন-প্রদীপ,
আর, তিনিই হ'চ্ছেন পরিব্যক্ত পরমপুরুষ ;
আবার, তাঁ'র ঐ জীবনে
শ্রদ্ধাবনত যোগানতিতে সন্দীপ্ত হ'য়ে
তাঁ'রই জীয়ন্ত দেহবেদী-মূলে
সংরক্ত উপাসনা-তৎপর যিনি,
যিনি আত্মবীক্ষণী নিয়মন-তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সুসন্দীপ্ত অনুরাগ-নিবন্ধনে
তঁত্তপা জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে
তঁদর্থ-আপূরণী অনুপ্রাণনা নিয়ে
তঁৎ স্বার্থকেই আত্মস্বার্থ ক'রে নিয়ে চ'লে থাকেন—
এমনতর যিনি,
তিনিই হন তাঁ'রই প্রেরণা-দ্যুতি,
ঐ অনুপ্রেরণা-প্রদীপ্ত যিনি,

অনুরাগ-বিনায়িত নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তঁদর্থে ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে উঠেছেন যিনি,
তাঁ'রই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন যিনি,
তাঁ'কে বহন করাই যাঁ'র জীবনের সার্থকতা,
তিনিই ভবিষ্যকালের সদ্‌গুরু হ'য়ে ওঠেন—
ঐ তাঁ'রই বার্ত্তাকে বহন ক'রে
প্রদীপ্ত নিয়মন-প্রবর্ত্তনায়,
তিনি এমনতর একটি প্রস্তুতীকৃত মহামানব
যাঁ'র ভিতর-দিয়ে
ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমের জ্যোতি বিকীর্ণ হ'য়ে
মানবের অন্তঃকরণে
বিবর্ত্তনী ছটা বিচ্ছুরিত ক'রে
মানুষের বিবর্ত্তনকে অনুপ্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে ;
এমনতরই এক হ'তে অন্যে
অন্য হ'তে অপরের ভিতর
ঐ পুরুষোত্তমেরই দ্যুতিচ্ছটা বিকীর্ণ হ'য়ে
মানবের মহতী কল্যাণের বর্ত্মকে
অমৃতময় ক'রে তোলে ;—
এমনতর যাঁ'রা
তাঁ'রাই সিদ্ধপুরুষ,
তাঁ'রাই সন্ত,
মহৎ পুরুষ তাঁ'রাই,
পরম্পরাক্রমে এঁ'রাই
জীবনকে ঐ যুগ-পুরুষোত্তমের অনুপ্রেরণা প্রবুদ্ধ ক'রে
বিনায়িত ক'রে
তৈরী ক'রে তোলেন,

এবং মানুষকেও
ঐ পুরুষোত্তম-প্রবোধনাতেই
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন—
তদুপাসনারত ক'রে সকলকে ;

বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
তাঁ'দের অভিব্যক্তি বিভিন্ন হ'লেও
তাঁ'রা ঐ একই প্রেরণার
সুসঙ্গত ঐক্যবদ্ধ বিচিত্র প্রকাশ,
তাই, তাঁ'দের অনুসরণকারী যা'রা
তা'রাও স্বতঃই সঙ্গতিশীল সহযোগিতা-প্রবণ,
পরস্পর পরস্পরের সশ্রদ্ধ সমর্থক ও সহায়ক,
কারণ, তাঁ'রা একই প্রেরণা-প্রস্রোতা,—
স্বভাব-সঙ্গতির নীতিই এই ;

ফল কথা, ঐ যুগ-পুরুষোত্তমই
সবারই ধ্যেয় ও অনুসরণীয়,
তিনিই জীবনের অমৃতবর্ত্ম,
আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বিধায়না
ও তাত্ত্বিক দীপনা হ'তে
যাঁ'রা বিচ্যুত হ'য়ে
নিজেদের তৎস্থলীয় ব'লে দাবী করেন,
তাঁ'রা কিন্তু শাতন-প্রেরিত,
মহৎ-ছদ্মবেশী ভ্রান্তির আড়কাঠি ;

ঈশ্বর সবারই জীবন-অনুপ্রেরণা,
বিবর্ত্তনের বিধায়নী ধাতা। ৪৯৩২।
১৮।২।১৯৫৩, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার,
শুক্লা পঞ্চমী, রাত ৭-৪৫

তুমি সৎ-সন্দীপী শ্রেয়তৎপর গোঁড়াও যদি হও,
তথাপি বাস্তবে বোধসঙ্গতিশীল হ'য়ে
অর্থান্বিত হও,
আর, তোমার বিনায়নী চলনও
তেমনতর হ'য়ে চলুক,
অবাস্তব আকাশ-কুসুম কল্পনায়
নিজেও ব্যর্থ হ'য়ো না,
অন্যকেও ব্যর্থ ক'রো না ;
ঈশ্বর চির-বাস্তব,
তিনি ব্যক্ত হ'য়েও ভূতমহেশ্বর। ৪৯৩৩।
১৯।২।১৯৫৩, ৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার,
শুক্লা ষষ্ঠী, সকাল ৮·৪০

অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সম্ভূত রাগানুরতি
যেমন ক'রে স্ত্রী-পুরুষকে আকৃষ্ট করে—
নারী-পুরুষের ঐ অমনতর
উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণী অনুরণনই হ'চ্ছে—
আসঙ্গলিপ্সু সম্ভোগদীপনার হোতা,
আবার, এই অনুরণনী আবেগের
অন্তঃস্যূত প্রীতি-প্রদীপক শ্রদ্ধানন্দিত
ভাবভঙ্গীর অনুপ্রেরণায়
অন্তঃকরণ যেমনতর উদ্দীপনা নিয়ে
ঐ আসঙ্গ-মদ-মত্ত হ'য়ে ওঠে—
পরস্পর পরস্পরের প্রতি,
এবং তা'র ফলে
যেমনতর ভাব উদ্দীপিত হ'য়ে
উৎক্ষেপগুলিকে তিরোহিত করে—

স্বকেন্দ্রিক অনুবেদনায়,—
তখনই তা'ই হয় তা'দের
ভাবদীপনার অন্তর্নিহিত আত্মিক সম্বেগ,
তা'র ফলেই লাস্য-অনুরঞ্জনার
সম্ভোগ-মাধুর্য্যে
তা'রা উপগত হ'য়ে ওঠে—
পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ ক'রতে ;
এই উপভোগের ভিতর-দিয়ে
যৌন-তৃপণা উপস্থিত হয়,
ঐ যৌন-তৃপণার উচ্ছল স্বকেন্দ্রিক আবেগ
পূর্ব্বরাগ-অন্বিত হ'য়ে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে—
স্পন্দন-বিভাদৃপ্ত হ'য়ে,
তা'র ফলেই
পুরুষ ও নারীর অন্তর্নিহিত ডিম্ব ও শুক্রকোষ
দ্যুতির্ভ হ'য়ে ওঠে,
এই ভৃতি ঐ কোষগুলিকে উপযুক্ত ক'রে দেয়—
অঙ্কুরণী তাৎপর্য্যে,
ফলে, শুক্রাণু ডিম্বকোষের অন্তর ভেদ ক'রে
তা'রই অন্তঃস্থ হ'য়ে ওঠে,—
এই সম্মিলিত কোষই অঙ্কী-ডিম্ব,
এই অঙ্কী-ডিম্বই হ'চ্ছে
জীবনের প্রাক্-সঙ্গতি,
জীবনের মূলাধার,
জৈবী-স্ফুরণার আদিম স্ফোটন-কেন্দ্র,
যেখানে কুলস্রোত কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ অভিদীপনায় অবস্থান করে ;
ঐ শুক্রাণুর অন্তর্নিহিত জনি

জীবদেহে জীবন-সম্বেগে বিহিত গুণপনায়
বিন্যাসিত হ'য়ে
ঐ ডিম্বকোষের অন্তর্নিহিত জনিযুক্ত হ'য়ে
রজঃ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে
উপযুক্ত পরিক্রমায়
ভেদ-ব্যবস্থ হ'য়ে
জীবন-সন্দীপনায়
শরীরকে গঠন ক'রে চলতে থাকে—
সার্দ্ধ-ত্রিবলয়ীভূত-পরিবেষ্টনার ভিতর থেকে ;
ঐ রজঃপ্রকৃতির ঔপাদানিক সংশ্রয়
যত ক্লিন্ন ও খিন্ন
বা শুক্রাণুর পক্ষে অসঙ্গত অনুপ্রাণ-সম্পন্ন,
ভ্রূণ-জীবনও তত খিন্ন,
অসংশ্লিষ্ট ও অব্যবস্থ হ'য়ে ওঠে ;
ঐ অঙ্কী-ডিম্ব সুসংরক্ষিত হ'লে
উত্তরকালে জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
জীবদেহে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ;
পরিশুদ্ধ সুকেন্দ্রিক কামানুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু জীবন এমনি ক'রেই
স্ফুরিত হ'য়ে থাকে,
আর, এই কামানুধ্যায়িতা
যেমনতর বিক্ষুব্ধ,
ব্যভিচার-সন্ধুক্ষিত,
অশ্রেয়-পরবশ,—
জাতক-জীবনও তেমনি বিকৃত, বিলোল
ও অবিন্যস্ত ;
ঈশ্বরই সিসৃক্ষু—

যজ্ঞকামধুক,
কল্লোলস্রোতা তিনিই,
তিনিই আকর্ষণী আবেগ-অনুপ্রেরণা। ৪৯৩৪।
১৯।২।১৯৫৩, সকাল ৯-৫০

নারী-পুরুষের মিলন-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যে সংহত সত্তার উদ্ভব হয়,
কি পুরুষ, কি স্ত্রী,
তা'দের উভয়ের ভিতরই
সত্তা-সংহিত হ'য়ে থাকে
নারী-পুরুষ উভয় ব্যক্তিত্বেরই
সুসঙ্গত বিনায়িত সম্ভাব্যতা,
ঐ সংহত সত্তা যেখানে
পৌরুষ-প্রবল হ'য়ে ওঠে,
তখন নারী প্রসব করে পুরুষ-সন্তান,
আবার, ঐ সংহত সত্তায় রজস্-দীপনা
যেখানে উচ্ছল
তখনই কন্যা-সন্তানের উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
ঐ পৌরুষ-সম্বেগ ও রজস্-দীপনা-অনুপাতিক
পুরুষ ও নারীর কৌষিক-উপাদান বিন্যাসও
আবার আলাদা হ'য়ে থাকে ;
কিন্তু, নারী যখন শ্রদ্ধোষিত
শ্রেয়কেন্দ্রিক পুরুষ-অনুচর্য্যার অবহেলায়
ব্যভিচার লুব্ধতায়
তা'র রজস্-শৌর্য্যকে বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত ক'রে
নিজের জীবন-দীপনাকে
শ্লথ ও স্রিয়ল ক'রে তোলে,

তখনই সে হ'য়ে ওঠে
শ্লথ-সম্বেগী ব্যক্তিত্বের বিকৃত আধার ;
আবার পুরুষ যখন
বিবর্ত্তনী বৈশিষ্ট্যপালী আপুরয়মাণ
শ্রেয়-অনুধ্যায়িতাকে
অবহেলা ক'রে
তা'র পৌরুষ-সম্বেগকে
নারীচর্য্যায় নিয়োজিত করে,
তখন সেও বিকৃত, বিচ্ছিন্ন, শ্লথ
ম্রিয়ল পৌরুষ-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;
উভয়েরই অন্তরমর্ম্ম আবিষ্ট হ'য়ে ওঠে—
বিপরীত, ব্যতিক্রমী, বিবশ বিনায়নার
আতিশয্য-উন্মুখতায় ;
তা'র ফলে, তা'দের অন্তরদীপ্তিতে
শ্লথ শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রাবল্যের হারই
অতিশায়িত হ'য়ে ওঠে—
বিপরীত প্রকৃতির দিকে ;
ফলে, নারীর আচার-নিয়ম, চালচলন
সবই পুরুষ-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে,
আবার, পৌরুষ-বিভা ম্রিয়ল হ'য়ে
ঐ নারী-স্বভাব-সুলভ চালচলন, আচার-নিয়ম
অনুবেদনা ইত্যাদিতে অনুরক্ত হ'য়ে ওঠে,
ব্যক্তিত্বও রঙিল হয় অমনি ক'রেই,—
যা'র ফলে, উত্তরকালে
ঐ একই ব্যক্তিত্বের বিপরীত সত্তার
উদ্গাময়ক রকম-সকমের স্ফুরণ-সম্ভাব্যতা
সমধিক হ'য়ে ওঠে—

অযৌন জনন-প্রক্রিয়ার অনুরণনে,—
যদিও তা' চরম বিকার ;

নারী-সংস্রব

পুরুষের পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য
নারীর পুরুষ-সংস্রবও তেমনি অপরিত্যাজ্য,
তাহ'লেও এমনতর ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রাখ—
যা'তে নিজের বৈশিষ্ট্যমাফিক
অধিগমনে, বিনায়নে,
উভয়েই স্ববৈশিষ্ট্যে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,—
কি শিক্ষাক্ষেত্রেই হো'ক,
কি কর্ম্মক্ষেত্রেই হো'ক,
বা যে-কোন ক্ষেত্রেই হো'ক,
এমনতর সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে চলাই
উভয়ের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ,
এতে, ভবিষ্যকালে
অনেক জঞ্জালকে এড়িয়ে
বিবর্দ্ধনের পথে উভয়েই চলতে পারবে—
পৌরুষ-বীর্য্য ও রজস্-শৌর্য্যের
উন্নত অধিকারী হ'য়ে প্রত্যেকেই ;
যেখানে শ্রেয়শ্রদ্ধ এমনতর সম্ভ্রমাত্মক ব্যবধানকে
অতিক্রম করা হয়,—
ব্যক্তিত্বের জীবন-দীপনাও সেখানে
মলিন ও ম্রিয়ল হ'য়ে
আত্ম-বিলোপ-তৎপর হ'য়েই চলে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমও
ক্রম-অবলোপে বিলীন হ'তে থাকে,

সে-সমাজে অতি-মানব ও মানবীর সংখ্যা
ক্রমশঃ কমতেই থাকে,
আর, পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র
ক্রমশঃই এমনতর
ক্লিন্নতার প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠে—
যোগ্যতাকে সঙ্কুচিত ক'রে
অপমানবের আধিক্যে,—
যে, তা'র ফলে,
তা'দের জাহান্নম-যাত্রী হওয়া ছাড়া
আর পথই থাকে না ;
ঈশ্বরই বিধাতা,
অবৈধ বিধি সঞ্চরণশীল যেখানে,—
ঈশ্বরের অসৎ-নিরোধী সম্বেগও সেখানে
শীর্ণ হ'য়ে
বিবর্ত্তনের বিপরীত পন্থায়
বিকৃতিকেই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
ঈশ্বরই ধৃতি,
ঈশ্বরই শক্তি,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী পরাক্রম। ৪৯৩৫।
১৯।২।১৯৫৩, রাত ৮-১৫

যে-নারী
স্বামীকে পোষণ ও তোষণ না ক'রে
তাঁ'র শোষণ-তৎপরা হ'য়ে
আপনার স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতাকে বহন ক'রে থাকে,
সে ছেলের মা হ'লেও
স্বামীর বধূ নয়কো,

স্বামী-স্বার্থিনী নয়কো,
তা'র শুভানুধ্যায়ীও নয় বাস্তবে ;
প্রভুর বেলায়,
বন্ধুর বেলায়
আত্মীয়-স্বজনের বেলায় যা'রা এমনতর,
তা'রাও কিন্তু তাইই ;
ঈশ্বর প্রীতি-স্বরূপ,
তিনি পরম পোষক—
সবারই জীবন-তৎপর। ৪৯৩৬।
১৯।২।১৯৫৩, রাত, ১০-২৫

প্রত্যেকটি মানুষ—
তা' সে লেখাপড়া জানুক বা নাই জানুক,
নিদেন এতটুকু তা'র জানা উচিত—
আদর্শ, ইষ্ট বা আচার্য্য কী,
ধর্ম্ম কী, কৃষ্টি কী,
ব্যক্তি ও বর্ণগত বৈশিষ্ট্য কী,
তা'র আচরণই বা কী,
কি ক'রেই বা তা'র অনুসরণ করতে হয়,
ন্যায়ই বা কী, অন্যায়ই বা কী,
সৎই বা কী, অসৎই বা কী,
কা'কেই বা নিরোধ ক'রতে হয়,
কা'কেই বা পোষণ-পরিভৃত ক'রে তুলতে হয়,
কেমন ক'রে সে নিজে বাঁচতে পারে,
বাঁচার অনুপোষণা কি ক'রে জোগাতে হয়,
বাঁচাটা আপূরিত হয় কিসে, কেমন ক'রে,
কেমন ক'রে সে সম্বর্দ্ধিত হ'তে পারে ;

আর, এই বাঁচাবাড়ার সাথে
তা'র পরিস্থিতির কী সম্বন্ধ,
এই বাঁচাবাড়ার লওয়াজিমা
কিভাবে পরিস্থিতি থেকে সংগ্রহ ক'রতে হয়,
আর, এই সংগ্রহ করতে হ'লে
পরিস্থিতির প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে
কেমন ক'রে, কী উপায়ে
কী অনুচর্য্যা দিলে
তা' করা যেতে পারে,
আত্ম-বিনায়নী আভিজাত্য-অনুচর্য্যা
অনুসন্ধিৎসু সেবা ও জ্ঞানার্জ্জন
সম্বর্দ্ধনী লোকব্যবহার
কেমন ক'রে ক'রতে হয়,
স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি-অনুযায়ী
কোথায় কেমনভাবে চলতে হয়,
স্বাস্থ্য ও সদাচারের নীতি কী,
কোন্ খাদ্য
কখন কী পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়,
আধিব্যাধি দুঃখ-দুর্দ্দশা কী ক'রেই বা আসে,
আর, তা'র নিরাকরণ করতে হ'লে
কী ক'রতে হয় কেমন ক'রে,
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব বলতে কা'দের বোঝায়,
আত্মীয় বা বন্ধু বলে কেন তা'দের,
যে আত্মীয় বা বন্ধু তা'র করণীয়ই বা কী,
কী হ'লে কা'কে আত্মীয় বা বন্ধু ব'লে
গ্রহণ ক'রতে পারা যায়,
আর, আত্মীয় বা বন্ধুর প্রতি

তা'রই বা কী করণীয় আছে,
কোথায় কা'কে, কী বিষয়ে
কেমনতরভাবে পরিচর্য্যা করবে,
সন্দেহ করবেই বা কা'কে,
সাবধানই বা হবে কা'র কাছ থেকে
কোথায় কেমন ক'রে—ইত্যাদি ;—
মোকুথাভাবে এতটুকু যদি
না শিখিয়ে তোল তা'কে,
রাষ্ট্রীক শিক্ষা-পদ্ধতি
ও গার্হস্থ্য-শিক্ষার ভিতর-দিয়ে—
তদনুশীলনী যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে,—
তা'র সহজ বোধি এমনতরই মরচে ধ'রে থাকবে,
যা'র ফলে, সে দিন-দিন বেকুবের মত
অপলাপেই আত্মবিলয় ক'রে চলতে থাকবে,
শুধু সে-ই নয়,
তা'র সংস্রবে যা'রা থাকে,
তা'রাও তদনুযায়ী প্রভাবিত হ'তে থাকবে ;
এই মোকুথা শিক্ষণীয় ব্যাপারগুলিতে
মানুষকে পারিবারিক জীবন থেকেই
অভ্যস্ত ক'রে তোলা উচিত,
আর, এ যেখানে অবজ্ঞাত যত,
জীবন-দীপনাও ম্রিয়ল সেখানে তত ;
ঈশ্বরই পরম আচার্য্য,
বৈধী আচরণের ভিতর-দিয়েই
তিনি বোধিচক্ষুতে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই জীবন,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় এই জীবনচর্য্যাই

ধর্ম্মানুশীলন,

তিনি সবারই ধৃতি। ৪৯৩৭।

২০।২।১৯৫৩, ৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার,

শুক্লা সপ্তমী, সকাল ১০-৪৫

তোমার কৃষ্টি-উৎসৃত সক্রিয় অবদান—
যা' দেশে বিশেষ-বিশেষ স্থলে
গুপ্ত মন্ত্র, ঝাড়ফুক, প্রক্রিয়া ইত্যাদির আকারে
বা অতিনগণ্য মামুলি রকমে সঞ্চিত আছে,
তা'র ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া, প্রয়োগ
ও অন্তর্নিহিত মরকোচ যা'-কিছু
সেগুলিকে অবজ্ঞা ক'রো না,
সশ্রদ্ধ সন্ধিৎসা নিয়ে সংগ্রহ ক'রতে ভুলো না,
বরং অনুশীলন ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তা'র বিশেষত্বকে অবগত হও;
এমনি ক'রেই ঐ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সিদ্ধ প্রয়োগগুলি
যদি সঞ্চয় ক'রতে পার,—
দেখতে পাবে, তা' হ'তে
সন্ধিৎসু বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
গবেষণী তৎপরতায়
অনেক মহৎ লোকহিতী ব্যাপারের
উদ্বোধন সম্ভব হ'য়ে উঠবে;
যদি ওতে তৎপর না হও,
সেগুলি কালক্রমে বিলোপ হ'য়ে যাবে,
তা'কে হয়তো আর পাওয়াই দুষ্কর হবে;
তাই ব'লে, যৌক্তিক সঙ্গতিকে অবজ্ঞা ক'রে
ঐগুলির দিকে বেশী ঝুঁকে প'ড়ে

নিজেকে বিপন্ন ক'রে তুলো না ;
ঈশ্বরই পরম দেব,
ঈশ্বরই বিধি,
ঈশ্বরই ধাতা,
ঈশ্বরই জীবন-সম্বেগ,
তিনি সত্য,
অজ্ঞতাকে উন্মোচিত ক'রে
বৈশিষ্ট্য-সঙ্গত বিধিকে উপলব্ধি কর,
বিভূতি লাভ করবে। ৪৯৩৮।
২০।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫

যে যা'ই বলুক না কেন,
খেয়ে-প'রে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করা
ও ধনী হওয়ার স্বপ্ন যে যতই দেখাক না কেন,
তোমার অর্থনৈতিক সমস্যার মীমাংসা
তোমার যোগ্যতাতেই নিহিত আছে,—
যে-যোগ্যতা স্বতঃ-সন্দীপনায়
অর্থকে উপার্জ্জন করতে পারে ;
যাঁ'র উপর দাঁড়িয়ে তোমার জীবন চলছে,
পাওয়ার প্রলোভনে নিয়ত সেদিকেই
হাত বাড়িও না,
যোগ্যতা জয়যুক্ত হবে না কিন্তু তাহ'লে ;
আবার, এই যোগ্যতা জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে
শ্রেয়নিষ্ঠ তপশ্চর্য্যার অনুশীলনায়,
এই অনুশীলনার ভিতর দিয়েই
মানুষের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি
সক্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে ;

আবার, এই অর্থের উপযুক্ত পরিবেষণে
বা পরিপোষণায়
তা'র আমদানীও স্বতঃ-স্রোতা হ'য়ে চলতে পারে,
তোমার যোগ্যতা
এই সব দিক দিয়ে
যতই সুযোগ্য হ'য়ে উঠবে,
অর্থনৈতিক জীবনও তোমার
সচ্ছলতায় উচ্ছল হ'য়ে চলবে ততই ;
তাই, যদি মীমাংসাই চাও,
এখনই লেগে যাও—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
তোমার যেদিকে যেমন ন্যাক্,
ভেবো না,
ঐ মীমাংসা অনতিবিলম্বেই
তোমাকে আপ্যায়িত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর সবারই সর্ব্বার্থ-অন্বয়ী সুকেন্দ্র,
ঈশ্বরই অনুশীলনী সম্বেগ,
যোগ্যতাতেই ঈশিত্ব অধিষ্ঠিত,
আর, আধিপত্য যেখানে যেমন
যোগ্যতাও সেখানে তেমনি। ৪৯৩৯।
২০।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তপ-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তোমার শারীর সংগঠন
যে-স্তরের হ'য়ে উঠবে,
তোমার দর্শন, শ্রবণ ও গতিবিধিও
দতনুযায়ী সেই স্তরেরই হ'তে থাকবে ;

ঈশ্বরই ভব-সিন্ধু উৎস,
ঈশ্বরই ভবেশ
ঈশ্বরই পরম বিভূতি,
ঈশ্বরই অনুভব। ৪৯৪০।
২১।২।১৯৫৩, ৯ই ফাল্গুন, শনিবার,
শুক্লা অষ্টমী, সন্ধ্যা ৭টা

শাতন-তান্ত্রিকতাকে পরাভূত ক'রে
বা অতিক্রম ক'রে
দক্ষ-বিনায়নী তৎপরতায়
কে কতখানি সত্তাতান্ত্রিকতার
প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও প্রবর্দ্ধন ক'রতে পারল—
কুশলকৌশলী বোধি-বীক্ষণার
তৎপর বিনায়নী তাৎপর্য্যে,—
তা'ই কিন্তু দেখার জিনিস—
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে,
তা'ই কিন্তু জ্ঞাতব্য,
অধিগম্যও তা'ই ;
আর, ঐ সত্তাতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্দ্ধন
যে যতখানি ক'রতে পারে,—
উচ্চ মানবতায় সে ততখানি অধিষ্ঠিত ;
অর্ঘ্যনীয়ও সে তেমনি.
ঐ অধ্যয়নী অধিগতি
মানুষের অমৃত-আশিস্ ;
ঈশ্বরই অমৃত,
ঈশ্বরই অধিগমন,

ঈশ্বরই অধ্যয়নী সার্থকতা—
সত্তার সার্থক সত্ত্ব। ৪৯৪১।
২১।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-৩০

জননের ভিতর-দিয়ে
জীবন রোপিত হয়,
জননাচার যেমনতর সাধু, সৎ ও সুন্দর,—
জীবনও তেমনতরই ফুটন্ত হ'য়ে থাকে,
আর, এই জীবন-সম্বেগের ধাতাই ঈশ্বর;
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক সঙ্গতিশীল,
সদাচারসম্পন্ন বৈধী নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
যে-জীবনের স্ফুরণ হ'য়ে থাকে,—
ঈশী-সম্বেগ আশিস্-হস্ত বিস্তার ক'রে
আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ হ'য়ে ওঠেন সেখানে। ৪৯৪২।
২১।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-৩৫

যেমন চাহিদায় যা' কর,
বা যেমন ক'রে যা' হও,
ঈশ্বর তা'ই-ই মঞ্জুর করেন,
পাও-ও তেমনি;
কথায় বলে—
'যা' চায়, তা'ই পায়,
বিধি কা'রও বাম নয়'। ৪৯৪৩।
২১।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-৪০

ঈশ্বর কল্পতরু,
তিনি যা'-কিছুরই ফলদাতা,

পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
তোমার কর্ম্ম-বিনায়না যেমন,—
তিনি তা'তেই নিহিত হ'য়ে
ফলস্বরূপ তোমার সম্মুখে হাজির হন। ৪৯৪৪।
২১।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-৪৫

বিধিকে যদি অবজ্ঞা কর,
বহুদর্শীদের বাস্তব দর্শনকে যদি অবহেলা কর,
তাঁ'দের অনুশাসন বা বাক্যানুপাতিক
যদি না চল,
আত্মনিয়মন যদি না কর,
যা' ক'রে যা' হয়—
তা' না ক'রেই
স্বেচ্ছাচারী চলনে যদি তা' পেতে চাও,
শ্রেয়তপা না হ'য়ে
যদি শ্রেয় লাভ ক'রতে চাও,
কী ক'রে কী হয়—
তা' শুনে-মিলে,
অধিগমনে তা'র মরকোচ জেনে
সন্ধিৎসা, বোধ ও বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
অবহিত যদি না হও,—
তবে, যেমন করবে,
তা'র ফলও তেমনতরই হবে—
এটা কিন্তু নিশ্চিতই,
সার্থকতার বদলে ব্যর্থতাকেই ডেকে আনবে,
বর্দ্ধনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
লাঞ্ছনার কুটিল কটাক্ষ

ও বিদ্রূপাত্মক নির্য্যাতনই
ভোগ করতে হবে ;
তাই, যদি চাওই,
সে-চাওয়াটা আপূরিত হয় যেমন-যেমন ক'রে
তা' কাঁটায় কাঁটায় কর,
আর, ঐ করাটা যেন
সুসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
নিষ্পন্নতায় যোগ্যতা-আহরণ ক'রে
পাওয়াটাকে সলীলই ক'রে তোলে,—
কৃতার্থ হবে তুমি ;
আর, কৃতার্থ যে—
ঈশ্বর-অনুবেদনাও সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'রই কাছে। ৪৯৪৫।
২১।২।১৯৫৩, রাত ৯-১০

তুমি সুকেন্দ্রিক সদাচারী হও—
তপঃ-তৎপর অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
আত্মিক-সম্বেগকে বিনায়িত ক'রে ;
সুসঙ্গত কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিস্তারে বিস্তৃত হ'য়ে ওঠ,
বর্দ্ধনায় বিবৃদ্ধ হও,
নিষ্পন্নতায় সুসিদ্ধ হও,
যোগ্যতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
প্রীতি-নিবন্ধনে,
তুমি যেখানেই থাক না কেন,
সেই পরিবেশকে সুসঙ্গত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়,

এমনি ক'রেই অধ্যবসায়ী শ্রেয়ানুদীপনায়
যোগ্যতার অনুপ্রেরক হ'য়ে
সবারই অন্তরে
প্রীতির আসনে অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে ওঠ—
প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ ক'রে—
যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-দান-প্রতিগ্রহের
শুভ-সম্মিলনী তৎপরতায়,
আর, এমনি ক'রেই বিভবান্বিত হ'য়ে ওঠ;
ঈশ্বরই বিভু,
তাঁ'র সুসঙ্গত অনুদীপনী মূর্ত্তনাই বিভব,
কুশল সুন্দর বিনায়নী বাস্তব যা'—
তা'ই-ই বিভূতি,
ঐ বিভূতি-বিভবে বিভান্বিত হ'য়ে ওঠ,
ঈশী-অনুবেদনা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবে। ৪৯৪৬।
২১।২।১৯৫৩, রাত ৯-১৫

আদর্শ যা'দের বহুধাবিচ্ছিন্ন,
সংহতি শ্লথ যা'দের,
যোগ্যতা খিন্ন যেখানে,
প্রস্তুতি যা'দের অব্যবস্থ, অপ্রচুর,
বর্দ্ধনা যা'দের বিকৃত বা বিধ্বস্ত,—
দুর্ব্বল তা'রা স্বভাবতঃই,
বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্তও তা'রা তেমনি;
আদর্শহীন যা'রা,
অযোগ্য যা'রা,
অসংহত যা'রা,
জীবনেও তা'রা বিড়ম্বিত,

প্রকৃতি উপযুক্তেরই জয়গান করে,
যাঁ'রা যেমন যোগ্য
তা'দের জন্য তেমনতর মর্য্যাদার আসন বা অবস্থান
নির্ণয় ক'রে দেয়,
বাঁচবার-বাড়বার দাবীকেও তা'দের
ঐ প্রকৃতিই আপূরিত ক'রে থাকে
ঈশ্বর সুকেন্দ্রিক ইষ্টীতপা অভিধ্যায়িতায়
ধৃতিসম্বেগ,
সংহতিতে তিনি শক্তি-স্বরূপ,
যোগ্যতায় তিনি পরাক্রম—
আপোষণ-তৎপর,
কৃতিত্বে তিনি আধিপত্য,
বোধিদীপনী কুশল-তৎপরতায়
তিনি সার্থক বিন্যাস,
তিনি সবারই আপূরণী কেন্দ্র। ৪৯৪৭।
২২।২।১৯৫৩, ১০ই ফাল্গুন, রবিবার,
শুক্লা নবমী, সকাল ১১-২৫

তোমাদের সত্তা-পোষণ-বর্দ্ধনার অনুপূরক—
এমনতর শিক্ষা বা বিদ্যা
যেখানে যে-দেশে যা' পাও,—
তা' শিখতে এতটুকুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,
তা' যা'তে ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে
বিনায়িত ক'রতে পারে,
বিবর্দ্ধিত ক'রতে পারে,
তদনুগ নিয়মনে ব্যবহার কর তা'কে ;
আবার, ঐ শিক্ষাগুলিকে

সুসন্ধিৎসু গবেষণার ভিতর-দিয়ে
এমনতর ক'রে ফেল—
যা'তে তা'র অনুশীলন
তোমার পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে
সম্ভব হ'য়ে ওঠে,
শুভপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতা-সন্দীপনী হ'য়ে ওঠে ;
তা' যদি না ক'রতে পার,
সে-শিক্ষা কিন্তু তোমাদিগকে
স্বাবলম্বী ক'রে তুলবে না কিছুতেই,
পরমুখাপেক্ষী ক'রেই রাখবে ;
যা' শিখছ বা শিখেছ
তা'কে তোমাদের বৈশিষ্ট্যমাফিক
উপযুক্ত ক'রে নিয়ে
যা'তে তা' তোমাদিগকে
সর্ব্বতোভাবে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে—
তা'ই-ই ক'রো,
তখন ঐ শিক্ষা তোমাদের
স্বভাবে আয়ত্ত হ'য়ে
নবীন দীপনায়
উদ্বর্দ্ধনারই হবিঃ হ'য়ে উঠবে,
শ্রেয়ের অধিকারী হবে তোমরা ;
নয়তো, ঐ শিক্ষা
যদি তোমাদের বৈশিষ্ট্যকে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,—
নিজেদের উপচয়ী ক'রে
তা'কে বিনায়িত ক'রতে যদি না পার,—
তবে ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনারই

বিদ্রূপাত্মক অভিযান ছাড়া
আর কিছুই হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, যা'ই শেখ,
মনে রেখো—
তা'কে নিজেদের উপযোগী ক'রে নিতে হবে
যা'তে তা' তোমাদের আপূরয়মাণ আদর্শ,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে
প্রতিহত না ক'রে
প্রতিপালন ক'রতে পারে ;
ঈশিত্ব মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে আধিপত্যে,
আধিপত্যেই অন্তঃস্যূত ঈশী-সম্বেগ। ৪৯৪৮।
২২।২।১৯৫৩, রাত ৬-৫০, মাঠে

যা'র সুবিধা পেয়ে তুমি আত্মপোষণ করছ,
তা'র উপচয়ী শুভ-সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যাই
তোমার প্রথম করণীয়,
তারপর, তোমার নিজের ও অন্যান্যদের ;
এমনি ক'রে যদি চল,
তোমার স্বার্থ অর্থান্বিত হ'য়ে
যোগ্যতার অভিসারে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে,
আর, তুমি সুবিধা পাও ব'লে
অন্যকেও কুড়িয়ে এনে,
নিজের মত তা'কেও যদি
তোমার ঐ পরিপোষককে দিয়ে
আপোষিত ক'রতে থাক—
তাঁ'র শোষক হ'য়ে,—

তোমার যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়ে
তাঁ'র জন্য যদি কিছু না কর,
তাঁ'কে সুবিধা ও সম্ভার-মণ্ডিত ক'রে না তোল,—
তোমার যোগ্যতাও অভিশাপগ্রস্ত হ'য়ে
বিকৃত বিলয়ে
ব্যর্থতায় আত্মবিলোপ ক'রতে থাকবে,
তুমিও নষ্ট হবে ;
যে যা'র হ'তে পায়,
তা'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায় করণীয় যা',
যদি তা' করে,—
অন্তরের ঈশী-সম্বেগী আশীর্ব্বাদ
প্রসাদ-দীপনায় সন্দীপ্ত করে তা'কে—
শক্তি ও যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
ক্রম-অধিগমনে। ৪৯৪৯।
২২।২।১৯৫৩, রাত ৮-১০

সাংঘাতিক সত্তা-সংঘাতী জেনেও
সত্তার অবলম্বন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ,
সত্তার ধর্ম্ম বা ধৃতি-অনুচর্য্যা,
অর্থাৎ সত্তাকে যা' ধারণ করে, এমনতর অনুচর্য্যা,
সত্তাপোষণী কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে
ব্যাহত করে,
বিধ্বস্ত করে,—
এমনতর কোন বিষয়ে
যদি প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হও—

এমনতর অবস্থায়,
যা'তে তা' করা ছাড়া
তোমার আর কোন উপায়ই নেই,
এবং তা' দিয়েছ ব'লেই
যদি তা'কে প্রতিপালন কর,
তদনুপাতিক আত্মনিয়মন কর,
তা' কিন্তু পাপেরই হ'য়ে উঠবে,
নারকীয়ই হ'য়ে উঠবে ;
তোমাকে বাধ্য ক'রে হত্যা করাও যা',
এই প্রতিশ্রুতির নিবন্ধনে হত্যা করাও তেমনতর,
তাই, ঐ প্রতিশ্রুতি-সংরক্ষণ
অধর্ম্মই হ'য়ে ওঠে—
তা' ব্যক্তিগতই হো'ক,
আর সমষ্টিগতই হো'ক ;
সত্তায় সংঘাত আনা—
তোমার অন্তরস্থ ঈশী-সম্বেগকেই আঘাত করা,
তোমার ব্যক্তিত্বকেই ব্যাহত করা,
তোমার বৈশিষ্ট্যকেই বিমর্দ্দিত করা। ৪৯৫০।
২৩।২।১৯৫৩, ১১ই ফাল্গুন, সোমবার,
শুক্লা দশমী, সকাল ১০-১০

ব্রহ্ম বিদ্যানুধ্যায়ী হও,
বৈশিষ্ট্য-বিজ্ঞাতা হও,
কোন্ বৈশিষ্ট্য কোন্ বৈশিষ্ট্যের
আপূরণী, আপোষণী, বর্দ্ধনদীপনী
তা' নির্দ্ধারণ ক'রতে শেখ,
বৈশিষ্ট্যকে কী বিনায়নায়

শ্রেয়তপা ক'রে তুলে
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনায় অনুক্রমিত করা যায়,
তা' নির্ণয় ক'রে নিয়ন্ত্রিত কর—
সম্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণা দিয়ে ;
নারী-বৈশিষ্ট্য রজস্দীপী,
অভিযোজন-প্রবণ,
লালন-সংক্ষুধ,
ঋণাত্মক,
রিচী-প্রবণ ;
পুরুষ-বৈশিষ্ট্য পৌরুষ-বীর্য্যী,
সন্দীপনী প্রেরণা-প্রবণ,
অভিরক্ষণী,
ধনাত্মক,
ঋজী-প্রবণ ;
কোন্ নারী-বৈশিষ্ট্যের নিকট
কোন্ পুরুষ-বৈশিষ্ট্য
বর্ণানুগ অভিদীপনায়
শ্রেয়-আপূরণী ও উদ্বর্দ্ধনী,
তা' যা'তে সহজে বুঝতে পার,—
তোমার অভিধ্যায়িতা নিরন্তর অভিনিবেশে
তা' আয়ত্ত ক'রে তুলুক ;
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
তেমনি ক'রে বিনায়িত কর—
যা'তে তা'রা অব্যাহত বর্দ্ধনায়
বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে পারে,
তোমার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মণ্যদেব
সার্থকতায় অভিনন্দিত হ'য়ে উঠবেন ;

ঈশ্বরই ব্রহ্ম,
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনার সম্বর্দ্ধনী অনুক্রমণ। ৪৯৫১।
২৩।২।১৯৫৩, সকাল ১১-৪০

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা না হও,
আত্মনিবেদনী তৎপরতায়
উপযুক্ত যোগ্যতার অভিদীপনায়
তোমার প্রবৃত্তিকে যদি
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী বিনায়নায়
অন্বিত ক'রে না তোল—
সন্ধিৎসু অনুশীলনী আগ্রহে নিজেকে সুবিন্যস্ত ক'রে
নিষ্পান্নী-প্রবণ অনুপ্রেরণা নিয়ে,—
তুমি যদি তোমার কৌলিক সঙ্গতি
ও চারিত্রিক সঙ্গতির
পরিপোষণী বিন্যাসে
বিহিতভাবে লক্ষ্য রেখে
বৈধী নিয়ন্ত্রণায় বিবাহাদি না কর,—
যা'তে পুরুষের পৌরুষ-বীর্য্য
ও নারীর রজস্-শৌর্য্য
শ্রদ্ধোষিত অনুপোষণী আগ্রহোচ্ছল হ'য়ে
সমঞ্জস সুকেন্দ্রিক অভিসার-তৎপর হ'য়ে চলে,—
ক্রমশঃই দেখতে পাবে—
তোমাদের বোধিবয়স
খিন্নতায় বিকৃত হ'য়ে চলছে,
আর, এর ফলে
তোমাদের এই সম্বন্ধ-সম্ভূত জাতকের

স্বাস্থ্য-সম্পদ ক্রমশঃই শীর্ণ হ'য়ে
তা'দের বোধিবয়সও শারীর কোষ-বয়স থেকে
খিন্ন হ'য়ে চলেছে ;
ঐ নীতির অবজ্ঞা তোমাদের বংশকে তো
হীনবীর্য্য ক'রে তুলবেই,
আর, ওর সংক্রমণে
তোমাদের পরিবেশ, সমাজ
ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যষ্টির
শরীর কিংবা শারীরিক পুষ্টি ও বোধিবয়সের খিন্নতা
জাতিকে ক্রমশঃ
ক্ষীয়মাণ ক'রে তুলে চলবে ;
এখনও সাবধান !
বুঝে চল ;
সুকেন্দ্রিক সত্তানুপোষণী চলনই ধর্ম্ম,
আ'র, তা'র অনুশীলনাই কৃষ্টি,
সুকেন্দ্রিক ধর্ম্মানুচলনের ভিতর-দিয়েই
ঈশিত্বের স্ফুরণ হ'য়ে থাকে,
এই স্ফুরণ যেখানে যেমন
আধিপত্যও সেখানে তেমন,
আর, এই আধিপত্য
সান্বয়ী সুসঙ্গত সর্ব্বানুপূরণী যেখানে,—
ঈশ্বর সসীমেই ভূমায়িত আপূরণায়
আবির্ভূত হ'য়ে ওঠেন সেখানে। ৪৯৫২।
২৩।২।১৯৫৩, রাত ৮টা

তোমার অন্তরে সুসঙ্গত ক্রিয়মাণ চাহিদা-সম্বেগ—
যা' সত্তার আত্মিক সম্বেগ-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে

কর্ম্মে প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে,
ঈশ্বর তা'ই-ই মঞ্জুর ক'রে থাকেন—
তোমারই চাহিদামাফিক,
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক;
ফল কথা, তোমার সুসঙ্গত কর্ম্মের অভিসারে
যে চাহিদা বিন্যাস-মণ্ডিত হ'য়ে
নিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে ওঠে—
সম্বেগ-দীপনায়,—
ঈশ্বর তা'ই-ই সুসিদ্ধ করেন;
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—
ঈশ্বর কল্পতরু। ৪৯৫৩।
২৪।২।১৯৫৩, ১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার,
শুক্লা একাদশী, সন্ধ্যা ৫-১৫

তোমার শ্রদ্ধা, বাক্-বিনায়িত আচার,
ব্যবহার ও অনুচর্য্যা যেমনতর,
তোমার পারিবেশিক বেষ্টনীও
তোমার প্রতি তেমনতর মমতাপন্ন,
আর, তা'র প্রতিক্রিয়ায়
তেমনতর শ্রদ্ধা, আচরণ, ব্যবহার ও অনুচর্য্যাও
স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে থাকে;
শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েই ঈশী-সম্বেগ অন্তরে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ শ্রদ্ধার উৎসই ঈশ্বর,
আবার, ঈশ্বরের আসনও ঐ শ্রদ্ধাতেই। ৪৯৫৪।
২৫।২।১৯৫৩, ১৩ই ফাল্গুন, বুধবার,
শুক্লা দ্বাদশী, সকাল ১০-১৮

মানুষকে নৈষ্কর্ম্ম্য-প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ ক'রে
ধর্ম্মার্থ পরিবেশন ক'রতে যেও না,
বরং সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তৎপর
কর্ম্মপ্রবুদ্ধ বিনায়নী সঙ্গতিশীল নিষ্পাদন-পরিক্রমায়
অর্থান্বিত ক'রে
যোগ্যতার অভিসারে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোল—
যে-অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
শ্রদ্ধোষিত বোধায়নী তাৎপর্য্যে
ঈশিত্বে অনুরাগ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
আধিপত্য আহরণ ক'রে বর্দ্ধনী অনুক্রমণায়
সুসংহিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সে আরোর পথে চলতে পারে—
সন্ধিৎসাপুর্ণ প্রস্তুতিপ্রবণ সন্দীপনায়
অধিষ্ঠিত থেকে,
পারিবেশিক সত্তাপোষণী অনুচর্য্যায়,
এই শ্রেয়-সন্দীপনা সবাইকে
শ্রেয়ের অধিকারী ক'রে তুলবে ;
অনুরাগ-সন্দীপ্ত অচ্যুত সুকেন্দ্রিকতাই
ঈশী-অভিসারের প্রীতি-সম্বুদ্ধ সলীল চলন,
ভক্ত হৃদয়ের
সুসঙ্গত বোধায়নী কোমল সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত তিনি। ৪৯৫৫।
২৫।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৫-২০

তুমি স্মিতশ্রদ্ধ অন্তঃকরণের সহিত
বাক্য, ব্যবহার ও বোধব্যবস্থ অনুচর্য্যা নিয়ে

যা'কে যেমন করবে,
প্রতিক্রিয়ায়ও সাধারণতঃ তেমনিই পাবে,
চক্ষুর তৃপ্তিজনক
এবং শ্রবণের শ্রুতিমধুর বাক্যের
প্রীতি-উৎসারণ যা'
তা'ই-ই তোমার হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে
অন্তরকে প্রীতি-দীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
তাই, প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে
তুমি যেখানে অমনতর আচরণ করবে,
পাবেও তা'ই-ই প্রায়শঃ ;
অবশ্য যা'কে যা'ই কর না কেন,
প্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে যত না কর,
ততই ভাল,
কারণ, তোমার করার ভিতর-দিয়ে
প্রতিক্রিয়ায় তুমি যদি
যা' প্রত্যাশা কর, তা' না পাও,
তা'তে কষ্ট পাবে তুমিই ;
ঈশ্বর প্রীতি-বিকিরণার ভিতরেই
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেন—
বোধ-সন্দীপনী প্রদীপনায়। ৪৯৫৬।
২৬।২।১৯৫৩, ১৪ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার,
শুক্লা ত্রয়োদশী, সকাল ১০-৩৫

তুমি যা'রই অনুগ্রহ-প্রদীপ্ত থাক না কেন,
তোমার অন্তরে যদি
হীনম্মন্যতা বসবাস করে,
আবার, ঐ হীনম্মন্যতা যদি

প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে চলে,
যাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ অনুকম্পায়
লোকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুচর্য্যাশীল,—
তোমার আত্মনিয়মন-তৎপরতা,
স্মিতশ্রদ্ধ নিবেদনা,
বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা
হীনম্মন্য মদ-গর্ব্বিত হ'য়ে
তাঁ'কে যদি উপেক্ষা ক'রে চলে,—
তোমার অন্তর্নিহিত ঐ হীনম্মন্যতাই
তোমাকে বিকেন্দ্রিক বিকৃত আচরণশীল ক'রে তুলবে ;
তাই, তোমার উৎসকে কখনও অবজ্ঞা ক'রো না,
বরং ঐ উৎস-অনুবর্ত্তিতার অন্তরায় যা'
অবজ্ঞা কর তা'কে,
উৎসকে যদি অবজ্ঞা কর,
তুমি স্মিতশ্রদ্ধ হ'তে পারবে না,
বিনীত হ'তে পারবে না,
সৌজন্য ও আপ্যায়নাপূর্ণ হ'তে পারবে না,
দোষদৃষ্টি বেড়েই যাবে,
আর, ঐ দোষদৃষ্টি তোমার ব্যবহারকেও
ক্রূর ক'রে তুলবে,
যে-অনুকম্পায় তুমি মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত—
সেই অনুকম্পা তোমাতে সার্থক না হ'য়ে উঠে
তোমাকে তদনুগ আত্মনিয়মন-তৎপর ক'রে না তুলে
আত্মম্ভরী অভিনিবেশী দৈন্যে
চালিত ক'রতে থাকবে ;
তাই, যাঁ'র অনুকম্পা,

যাঁ'র প্রীতি
তোমার প্রতি লোককে সশ্রদ্ধ ক'রে তুলেছে,
অনুচর্য্যাশীল ক'রে তুলেছে,—
তা'ই-ই তোমার জীবনে
তাঁ'রই মলয়দীপ্তি বিকিরণ ক'রে চলুক ;
তুমি সশ্রদ্ধ হও,
বিনীত হও,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকটি হৃদয়কে ঐ পরশপ্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠা কর—
তোমারই সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে,
সুব্যবস্থ, সঙ্গতিশীল, বোধদীপনী অনুরাগ নিয়ে,
তাঁ'র প্রতি তোমার ঐ প্রীতিই
তোমার অন্তরের সমস্ত অভাবকে
ভাবসম্বুদ্ধ ক'রে
তদ্-বিচ্ছুরণাতেই স্ফুরিত ক'রে তুলবে,—
নন্দিত হবে,
সুখী হবে,
ঐ অনুচর্য্যার ক্লেশসুখপ্রিয় নন্দনার অভিসারে
অভ্যর্থিত হ'য়ে চলবে তুমি ;
প্রীতি যেখানে প্রকৃষ্ট,
ঈশ্বরও সেখানে স্ফুরিত। ৪৯৫৭।
২৬।২।১৯৫৩, বেলা ১১টা

যা'কে বিহিত বিনায়নায়
উপযুক্তভাবে ধারণ করবে,
পালন ক'রে চলবে,

তা'র উপর আধিপত্যও গজিয়ে উঠবে তেমনি ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের উৎস। ৪৯৫৮।
২৭।২।১৯৫৩, ১৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার,
শুক্লা চতুর্দ্দশী, সকাল ৮-১০

উৎসব কর,
কিন্তু শিষ্টাচারকে বর্জ্জন ক'রো না,
সাধ্য বা অভ্যস্ত সদাচারকে যদি
ভাঙতে সুরু কর,—
তবে অভ্যাসও ভেঙ্গে যাবে,
যা' সাধছ সেটাও নষ্ট পাবে ;
অনুশাসিত ব্যক্তিত্ব
বিধি-বিনায়নী ধৃতির প্রকট মূর্ত্তি,
ঈশ্বরই বিধাতা। ৪৯৫৯।
২৭।২।১৯৫৩, সকাল ৮-১৫

যিনি শ্রেয়শ্রদ্ধ নন—
অচ্যুত অনুরাগদীপ্ত আত্মনিয়মন-তাৎপর্য্যে,
শ্রেয়স্বার্থী হ'য়ে ওঠেননি যিনি—
তদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার সুনন্দ অভিসারে,
শ্রেয়-উপচয়ী তৎপরতা
যাঁ'কে দৃপ্ত ক'রে তোলে না,
অথবা শ্রদ্ধনীয় সজ্জন যাঁ'রা
তাঁ'দের বিনীত অনুচর্য্যায়
আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন না যিনি,
তিনি শ্রদ্ধোষিত আত্মনিয়মনে
বিনায়িত ননকো,

তাই, তিনিও
মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে উঠতে পারেন না,
তাঁ'র ব্যক্তিত্বসঙ্গত ইতর অস্মিতা তাঁ'কে
শ্রদ্ধাভাজন বা গুরুজনদিগকে
বিহিত বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
নন্দিত ক'রে তুলতে দেয় না;
এমনতর যিনি
তিনি মহাপাণ্ডিত্যসম্পন্ন হ'লেও
তাঁ'কে সৌজন্য বা আপ্যায়নায়
যেখানে যা' করবার তা' ক'রো,
কিন্তু অনুসরণ করতে যেও না,
করলে ঠকবে;
ঈশ্বরই বিধি-উৎস। ৪৯৬০।
২৭।২।১৯৫৩, সকাল ৮-২৫

তোমার অনুতাপ যখন
তোমার বৃত্তি-অভিনিবেশকে বিনায়িত ক'রে—
তোমার ব্যক্তিত্বকে
সদ্ভাবে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলে
তোমাকে ঐ প্রকৃতি-সম্পন্ন ক'রে থাকে,
ঈশ্বরের ক্ষমা
বাস্তব বিন্যাসে
তোমার ব্যক্তিত্বে বর্ষিত হয় তখন;
এক কথায়, তুমি অনুতপ্ত হ'য়ে
তোমাকে যখন সৎ-নিয়মনে নিয়মিত ক'রে
স্বভাবকে তদনুগ বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে তোল,

ঈশ্বর তখনই তোমাকে ক্ষমা করেন ;
ঈশ্বর করুণাময়। ৪৯৬১।
২৭।২।১৯৫৩, বেলা ১০-৪৫

যেখানে প্রণয় প্রিয়-অনুগ
আত্মনিয়মনও সেখানে স্বতঃ ও সুন্দর,—
যে-নিয়মন মানুষের হৃদয়কে
প্রেমাস্পদের হৃষ্ট নন্দনাভিসারে
তাঁ'রই পোষণ-রক্ষণায়
সন্দীপ্ত ক'রে রাখে ;
প্রণয়ের স্বার্থই প্রিয়,
প্রণয় যখন
আত্মস্বার্থসন্ধিক্ষু প্রত্যাশা-প্রণোদিত,
তখনই তা' কামনা-কুটিল হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরই প্রীতি-উৎস,
ঈশ্বরই প্রেমস্বরূপ। ৪৯৬২।
২৭।২।১৯৫৩, বেলা ১১টা

তোমার প্রিয়পরমের একটু নিদেশও যদি
অবজ্ঞা কর—
এমন-কি, ব্যঙ্গচ্ছলেও,—
তার ফলে, অসময়ে ঐ অবজ্ঞা
এমনতর দ্বৈধ-দীপনা এনে দেবে,
যা'তে ঐ দ্বন্দ্বের হাত থেকে
এড়ানই কঠিন হ'য়ে যেতে পারে ;
কিন্তু, ঐ নিদেশ-পালন-অভ্যাস
তোমার আত্মনিয়মনকে অন্বিত ক'রে

এমনতরই বোধিসঙ্গতির সৃষ্টি করবে,—
যা'র ফলে, আপৎকালেও
ঐ সঙ্গতি বোধিদীপনার সৃষ্টি ক'রে
ঐ আপদ-মুক্তির পথকেই
আলোকিত ক'রে তুলবে;
যদি অল্পও কর,
অবজ্ঞায় অসংহত হ'তে যেও না,—
ব্যর্থতাকে আমন্ত্রণ ক'রো না
অমনতর ক'রে;
মনে রেখো,
তোমার জীবনই ঐ প্রিয়পরমের
আনন্দার্থবাহী,
আর, তিনি যত তোমার অন্তরে ভাবঘন হ'য়ে
সম্বেগ-সম্বেদনায়
বোধিবিভায় উচ্ছল হ'য়ে
চরিত্রে, বাক্যে, ব্যবহারে, উপচয়ী অনুচর্য্যায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে চলেন,—
তোমার জীবনও তঁৎস্বার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠে থাকে ততই;
ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ। ৪৯৬৩।
২৭।২।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২০

অচ্যুত শ্রেয়-অনুধ্যায়ী তপতৎপরতার ভিতর-দিয়ে
বৈধী সত্তাসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে
অন্বিত হ'য়ে
আচরণে অর্থাৎ চরিত্রে, বাক্যে, ব্যবহারে
উপচয়ী অনুচর্য্যায়

বোধবিভা বিকিরণে
হৃদ্য আত্মনিয়মনী অনুশীলনে
সর্ব্বার্থ-সার্থকতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন যিনি—
সার্থক সমন্বয়ে,—
তিনিই আচার্য্য,
তিনিই গুরু,
তিনিই অনুসরণীয়,
আর, শ্রেয় তিনিই ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-শ্রেষ্ঠ
পুরুষোত্তমে অনুরাগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
অনুশীলনী তৎপরতায়
তাঁদর্থে নিজেকে অন্বিত ক'রে তুলেছেন,
এমনতর শ্রেয় যিনি,
তাঁ'র অনুধ্যায়িতা ও অনুসরণ
মানুষের অন্তরে বোধবিভাকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
রাগরঞ্জনী অনুদীপনায় ;
ঈশ্বরই শ্রেয়,
ঈশ্বরই প্রেয়,
ঈশ্বরই সার্থক অন্বয়ী উৎক্রমণী কেন্দ্র। ৪৯৬৪।

২৭।২।১৯৫৩, রাত ৮-১৫

ক্ষুদ্রতম বিহিত ঔপাদানিক সংশ্রয়
ও বিন্যাসের তারতম্যে
বিধানের নিদারুণ বিপর্য্যয়
সংঘটিত হয়ে উঠতে পারে,
আবার, ঐ বিন্যাসের বিহিত পরিপোষণায়
বিধান সুস্থ, সম্বর্দ্ধিত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হ'য়ে

কর্ম্মঠ বোধায়নী পরিক্রমায় সমুন্নত হ'য়ে
বহুগুণে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, বেঁচে বর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে পারার মূলেই আছে—
বৈধী বিন্যাসিত পুরুষ-নারীর
সুসংশ্রয়ী সুজনন,
সুনিষ্ঠ সুতপ,
ও সমঞ্জস আহার, বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা,
এককথায়, বিহিত সদাচার-সম্পন্ন হ'য়ে চলা—
যা'তে বৈধানিক বিন্যাস সমঞ্জস অনুচলনে চ'লে
বেঁচে বর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে পারে,—
নইলে, বিপর্য্যয় ও বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী ;
মানুষ আহার ও আচরণের ভিতর-দিয়েই
আহরণ ক'রে থাকে,
তাই, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ
সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ'। ৪৯৬৫ ।
২৮।২।১৯৫৩, ১৬ই ফাল্গুন, শনিবার,
দোলপূর্ণিমা, সকাল ৯-৩০

সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপা অনুধ্যায়িতার সহিত
বৈধী বিচারণাই হ'চ্ছে তপস্যা ;
ঈশ্বরই বিধিস্রোতা—
বিধি-উৎস। ৪৯৬৬ ।
২৮।২।১৯৫৩, সকাল ৯-৪০

তোমার আদিম সত্তা
সুকেন্দ্রিক যোগাবেগ-নিবদ্ধ হ'য়েই

অস্তিত্বে বিহিত বিনায়নায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
অন্তর্নিহিত ঐ ঔপাদানিক যোগ-সংহতিতে,
বিশেষ বিবর্ত্তনী বিধায়নার ভিতর-দিয়ে ;
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যদি শ্রেয়নিবদ্ধ না হ'য়ে
তঁদর্থে আত্মনিয়মন না ক'রে
তোমার যদৃচ্ছা চাহিদানুপাতিক চলে—
প্রবৃত্তি-অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
তবে বিহিত বিবর্ত্তনা সম্ভব হ'য়ে উঠবে না,
বাঁচন বা প্রাণন-প্রক্রিয়াও
সুতৎপর সম্বেগে পরিচালিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
তদনুপাতিক নিয়মন-বিন্যাসে
বিবর্ত্তিত ক'রে তুলতে পারবে না,
তাই, ধর্ম্মের ধৃতিই হ'চ্ছে—
ঐ অন্তর্নিহিত যোগাবেগকে শ্রেয়নিবদ্ধ ক'রে
তত্তপা অনুচর্য্যায়
সত্তাকে বিন্যাস-বর্দ্ধনে
বিবর্ত্তিত ক'রে তোলা ;
তা' যদি না কর,
ঐ তোমারই যোগাবেগ
বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রে
বিচ্ছিন্ন চারণায়
বিচ্ছিন্নতা লাভ ক'রে
বিচ্ছিন্নতায় আত্মবিলোপ করবে,

তোমার জীবন-অভিব্যক্তি শতছিন্ন ব্যাহৃতিতে
নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে
শত টুকরোয় ছিন্ন, ছন্ন ও আচ্ছন্ন হ'য়ে
সত্তাসঙ্গত ব্যক্তিত্বকে
শতধা বিভক্ত ক'রে তুলবে ;
তাই, ধর্ম্মের মূলভিত্তিই হ'চ্ছে পুনর্নিবন্ধ,
অর্থাৎ, শ্রেয়নিবদ্ধ হ'য়ে আত্মনিয়মন করা,
আর, আন্তর ও বাহ্যিক পরিবেশকে
ঐ কেন্দ্রানুধ্যায়ী করতঃ
তদর্থ-বিনায়নায়
বিন্যাস-যোগ্যতায়
জীয়ন্ত ক'রে তোলা—
সার্থক সুসঙ্গতিতে,
তা' পারস্পরিক আগ্রহ-উৎকণ্ঠ
অনুকম্পী সুনিবদ্ধ বন্ধনে
পরস্পরকে উন্নত উদ্গাতিশীল ক'রে তুলবে,
নয়তো, সব খোয়াবে ;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
ঈশ্বরই সার্থক সংহতি-কেন্দ্র,
যোগকেন্দ্রও ঈশ্বর,
আত্মিক আবেগের উৎসও ঈশ্বর,
ঈশ্বরই আত্মনিবেদনী ও নিয়মনী সার্থকতা। ৪৯৬৭।
২৮।২।১৯৫৩, বেলা ১১-১০

বৈধী শ্রেয়নিবদ্ধ শ্রদ্ধাতর্পিত
পরিণীত স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে
শিষ্ট, সংযত, সানুচর্য্যী, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ চলনকে

অবাধ ক'রে তোল,
শ্রেয়ানুগ অনুধ্যায়িতার উদ্বোধনায়
কোনপ্রকার বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে যেও না,
যদি এমনতর স্বচ্ছন্দতাকে
অবাধ ও সাবলীল ক'রে না তোল,—
তোমার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে
সুজাতক-জন্ম ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
উৎসমুখী উজ্জয়ী পরাক্রম-প্রদীপ্ত
বোধিবিক্রমী আত্মবিনায়ন-তৎপর মানুষের
আমদানী করতে পারবে না
দেশে, সমাজে, পরিবারে ;
তাই, শিষ্ট, সংযত অবাধ চলনকে
উচ্ছল ক'রে ফেল,
সম্ভ্রম-চক্ষে দেখ,
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,—
ফলও পাবে তেমনি ;
স্ব-এর ছন্দই ঈশ্বর,
আর, এই ছন্দের অনুক্রমিক তাৎপর্য্যই
ব্যষ্টি ও বৈশিষ্ট্য,
আবার, এই বৈশিষ্ট্যই বহুমুখী তৎপরতায়
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর সর্ব্বাপূরক। ৪৯৬৮।
২৮।২।১৯৫৩, দুপুর ১২টা

যে-অনুদীপনা বোধিকে উৎচেতিত ক'রে
কর্ম্মে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—
তা'ই-ই ইচ্ছা,

আর, ঐ বোধি-উৎচেতনী অনুপ্রেরণাই
ইচ্ছাশক্তি ;
ইচ্ছা কথার মানেই হ'চ্ছে
গমন, পুনঃ-পুনঃ করণ—
চাহিদা-মাফিক ;
ঈশ্বর ইচ্ছাময়। ৪৯৬৯।
১।৩।১৯৫৩, ১৭ই ফাল্গুন, রবিবার,
কৃষ্ণাপ্রতিপদ, বেলা ১১-৩০

কোন্ অনুদীপনায়
তুমি কেমনতর বোধ কর,
আর, সেই বোধ
কী ধারণাই বা সৃষ্টি করে তোমাতে,
আবার, ঐ ধারণা কোন্ প্রবৃত্তিকে বা
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলে
তোমাকে কোথায়
কোন্ কর্ম্মে নিয়োজিত করে,—
সেইটুকু হিসাব ক'রো ;
এইটুকুর পর্য্যবেক্ষণে তুমি বুঝতে পারবে—
তোমার ব্যক্তিত্ব কেমনতর,
কেমনতর কোন্ কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে
কী বোধিসঙ্গতি নিয়ে
কোন্ সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে উঠেছে
তোমাতে তা',
আর, তা' কতখানি শ্লথ, শক্ত বা বিচ্ছিন্ন,
তা'র বাস্তবতার সাথে সংশ্রবই বা কতখানি ;
ঈশ্বরই সত্তার সত্ত্ব,—

যা'-কিছুরই বিনায়নী সম্বেগ,
তিনিই ধৃতি,
তিনিই ধ্বৃতি,
তিনিই সার্থক সুসঙ্গতি। ৪৯৭০।
১।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫-২৫

প্রীতিতে মোহ নাই,
আছে—মমতাদৃপ্ত আত্মনিয়মনী প্রণয়,
আছে—রাগরঞ্জিত আত্মিক সম্বেগ,
আছে—শক্তি-সন্দীপ্ত প্রিয়পোষণী
ক্লেশসুখপ্রিয়তা,
আছে—প্রিয়স্বার্থী অনুবেদনী অনুচর্য্যা;
ঈশ্বরই পরমপ্রিয়,
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বরই রাগদৃপ্ত বিবর্ত্তনী পরাক্রম। ৪৯৭১।
২৭।২।১৯৫৩, রাত্রি ১০-৩৮

যে-অনুদীপনা
তোমার বোধিকে উত্তেজিত ক'রে
প্রবৃত্তির স্ফীত-সম্বেগী অনুপ্রেরণায়
তোমার চাহিদা-মাফিক
যেমন-যেমন কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে
তদনুগ অন্বয়ী সঙ্গতিতে
যেমন ক্রিয়মাণ ক'রে তোলে,—
তোমার বোধবিন্যাসও তেমনি হ'য়ে
অন্বিত কর্ম্মযোজনায়
তেমনতরই চাহিদার অনুচর্য্যায়

তা'কেই মূর্ত্ত ক'রে তোলে ;
তুমি এমনি ক'রেই তত্তপা হ'য়ে ওঠ,
ঐ তপ বিন্যাস-ব্যবস্থ হ'য়ে
সুসঙ্গত তৎপরতায়
যা' মূর্ত্ত ক'রে তোলে—
তুমি তা'রই স্রষ্টা,
তোমার জীবন-সম্বেগ বিচর্য্যী বিনায়নায়
ঐ হওন বা হওয়ান-আনুপাতিক
ওতেই অনুশায়িত থেকে
ওকেই বাস্তবায়িত ক'রে তোলে—
ঔপাদানিক বিন্যাসে ;

তুমি ভালই কর,
আর মন্দই কর,
বোধি-উৎচেতিত প্রবৃত্তির নিবন্ধে
ক্রিয়মাণ ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
তা'কে রূপায়িত ক'রে তোল,
ঐ বিনায়নী বাস্তবায়ী সত্ত্বই
তোমার জীবন-সম্বেগ ;
"স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ
তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—
ঐ ঈশী-সম্বেগী বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তুমি উৎসৃষ্ট হ'য়ে উঠেছ,
তোমার অন্তরেও ঐ ঈশী-সম্বেগ
জীবন-সম্বেগ হ'য়ে
ফুটন্ত হ'য়ে রয়েছে ;
ঈশ্বরই সত্তার সত্ত্ব,
ঈশ্বরই বোধ-বিনায়না,

ঈশ্বরই সম্বেগ,
ঈশ্বরই তপ,
ঈশ্বরই বিভূতি,
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই ঐশ্বর্য্য,
আবার, ঈশ্বরেই সর্ব্বার্থ সার্থক হ'য়ে
প্রশান্ত হ'য়ে ওঠে। ৪৯৭২।
১।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮ টা

যে-দেশে আভ্যন্তরীণ বৈরী বিপাক নাই,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অনুচর্য্যাপরায়ণ সবাই,
শ্রেয়-নিবদ্ধ বিবাহ
ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুধ্যায়িতা-সহ
নারী-ধর্ম্ম ও সতীত্ব যেখানে অটুট,
যোগ্যতা-অর্জ্জনী বিভা-প্রবুদ্ধ যেখানে সবাই,
লোকজীবন যেখানে প্রস্তুতিপ্রবণ, পরাক্রমী,
প্রতিটি ব্যষ্টির আভিজাতিক তপই যেখানে
উৎকর্ষ-অনুধ্যায়ী,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি মমতা-নিবদ্ধ,
স্বস্তি-অনুচর্য্যাই যা'দের স্বার্থ,—
এই এতটুকু যে-দেশের লোক-অন্তরে
সম্বেগসম্বুদ্ধ হ'য়ে
জীয়ন্ত হ'য়ে রয়েছে,
সে-দেশের অন্তঃ-প্রাচীর ভেদ ক'রে
শত্রুর আক্রমণ হওয়া
কিংবা আক্রমণ হ'লেও ঐ দেশকে পরাভূত করা

অস্বাভাবিক,
কারণ, সে-দেশের প্রত্যেকটি লোক
অনুদীপনা-প্রবুদ্ধ,
প্রতিটি ব্যষ্টিই এক-একটি দুর্গ,
দুর্দ্দান্ত তা'দের অভিযান,
সংহতি সেখানে স্বাভাবিক ও সলীল,
তাই, শক্তিও তাদের প্রবল ;
ঈশ্বর বিনায়িত জীবন-সম্বেগে
সংহতি-সম্বুদ্ধ অনুদীপনায়
প্রস্তুতির পরাক্রমী পরিবেদনায়
নিরঙ্কুশ-চলনে স্বতঃই অধিস্রোতা—
জয়জ্যন্তী। ৪৯৭৩।
২।৩।১৯৫৩, ১৮ই ফাল্গুন, সোমবার,
কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, বেলা ১০-২৫

যোগ্যতার সাংঘাতিক ব্যাধিই হচ্ছে দ্বন্দ্বীবৃত্তি,
দায়িত্বঘাতী যা'রা তা'রাই দ্বন্দ্বীবৃত্তি-পরবশ,
কোন দায়িত্ব নিয়ে
বা কাউকে কথা দিয়ে
যথাসময়ে না জানিয়ে
তা'র ব্যত্যয়, অপব্যবহার বা অন্য ব্যবহারকেই
দ্বন্দ্বীবৃত্তি বলে,
যত বড়ই যোগ্যতা থাক্ না কেন,
দ্বন্দ্বীবৃত্তি যেখানে,—
তা' ঐ যোগ্যতাকে জাহান্নমের দিকে
টেনে নেবেই কি নেবে ;
তাই, যা'ই কর না কেন,

ঐ দ্বন্দ্বীবৃত্তিকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা কর,
দায়িত্বশীল মানুষ
দক্ষ ও বোধিশীলই হ'য়ে থাকে;
সদনুদীপনা নিয়ে
দায়িত্বের অনুচর্যায়
যথাসময়ে তা' নিষ্পাদনই হ'চ্ছে
শুভ-সম্বর্দ্ধনার রাজপথ;
ঈশ্বরই সত্য,
ঈশ্বরই শিব অর্থাৎ শুভ,
ঈশ্বই সুন্দর। ৪৯৭৪।
২।৩।১৯৫৩, রাত ৮-২০

সৎ যা',
সত্তাপোষণ-বর্দ্ধনী সৎ-অনুপ্রাণতা যেখানে,
তা'কে যা'রা সমর্থন করতে পারে না,
অনুচর্য্যা করতে পারে না,
তা'তে অনুকম্পাবিহীন তো বটেই—
তা' ছাড়া, বিরোধ বা নিরোধই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
যা'দের সৎ-প্রীতি নেই,
অসৎ-সন্ধিৎসুই যা'রা প্রায়শঃ,
যা'রা ভালকেও অসৎ-রঙ্গিল ক'রে দেখতে চায়,—
মনে রেখো—
তা'রা যত বড় লোকই হো'ক না কেন,
ভাল লোক তো নয়ই,
বরং অসৎ-সংক্রমণী শাতন-দূত,
সাবধান!

ঈশ্বরই সৎ,
সত্তার সত্ত্বই তিনি,
সৎ-অনুপ্রাণতাই ঈশী-তপ। ৪৯৭৫।
২।৩।১৯৫৩, রাত ১০-৩০

তুমি যত যেমন সংস্রবে
তোমার জীবন অতিবাহিত করবে
যতদিন ধ'রে—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুচর্য্যায় বিরত হ'য়ে,—
তোমার জীবনও ক্রমশঃই
তদ্‌গুণান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকবে—
প্রকৃতির অযৌন জনন-প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব যদি পরিস্থিতিকে
বিনায়িত করতে না পারে,—
পরিস্থিতি তোমার ব্যক্তিত্বকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
তাই, ঐ শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুচর্য্যায় নিরেট হ'য়ে
যা' করবার তা' ক'রো ;
তোমার উন্নতি বা অবনতির
একটা প্রধান সংশ্রয়ই হ'চ্ছে—
সঙ্গ বা সংস্রব,
তাই, নিজেকে যেমনভাবে পরিপোষণা দিয়ে
যেমন হ'তে চাও,
তুমি তেমনি সঙ্গ বা সংস্রবে
নিজেকে ন্যস্ত ক'রো,
চ'লোও তদনুগ চলনে ;
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,

তাঁর অনুপ্রেরিত পুরুষোত্তম
মানুষের প্রিয়পরম,
তিনিই ঈশ্বরের ব্যক্ত মূর্ত্তি,
আর, তিনিই যুগ-প্রভু। ৪৯৭৬।
৩।৩।১৯৫৩, ১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার,
কৃষ্ণা চতুর্থী, সকাল ৮-৫৫

ঈশ্বর যখনই তাঁ'র স্বীয়-প্রকৃতির
অধিবেদন-মৃষ্ট—
তিনি গুণগর্ভী তখনই,
তখনই তিনি সিসৃক্ষু,
নাদঘন, জ্যোতনিকণ, স্পন্দনদীপ্ত,
যোগজৃম্ভী, চিৎ-ধা ;
আবার, ঐ অধিবেদনা যখন স্তিমিত-সম্বেগী,
তখন তিনি সৎ ও অসৎএর পরিস্রবা,
জ্ঞান ও গুণের অতিক্রমী-অতিশায়ী,
স্পন্দপ্রাণ, নির্দ্বন্দ্ব,
আধার ও আধেয়ের অভিচারী স্থৈর্য্য,
ধী-তৃপণার নিস্পন্দক কেন্দ্র,
আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঊষর প্রান্ত। ৪৯৭৭।
৩।৩।১৯৫৩, রাত ৭-২৫

ঈশী-সম্বেগ দীপন-অভিভূত যেখানে,
অভিশায়নী সৎ-সন্দীপী সুকেন্দ্রিকতা
যেখানে অচ্যুত,
বোধিসঙ্গত সত্তারক্ষণ-পোষণী অনুধ্যায়িতা
যেখানে সলীলস্রোতা,

অন্তরোদ্দীপ্ত সম্বেগ
স্বতঃ-বিনায়িত ও সক্রিয় যেখানে,—
মমত্ব-বিজৃম্ভী যোগনিবদ্ধ অনুবেদনা,
স্থির, চতুর-চঞ্চল অভিব্যক্তি,
সঙ্গতি-সন্দীপ্ত বোধপ্রদীপনা,
সন্ধিৎসাপ্রবল চক্ষু,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-সমন্বিত
সুপালী স্থৈর্য্য,
ইত্যাদি সেখানে স্ফোটন-বিভামণ্ডিত ;
ঈশ্বর সত্য,
সত্তাপালী,
চিরচঞ্চল,
বোধিসত্ত্ব,
মৌজ-জৃম্ভী,
সৎ-সংস্মৃত্রী পরাবর্ত্তনী। ৪৯৭৮।
৪।৩।১৯৫৩, ২০শে ফাল্গুন, বুধবার,
কৃষ্ণা তৃতীয়া, সকাল ৮-২৫

আভিজাত্য-অভিধ্যায়িনী অনুচর্য্যার সহিত
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সংরক্ষণী আবেগোদ্দীপ্ত অনুচলন,
হৃদ্য সানুকম্পী শ্রেয়কেন্দ্রিক
আত্মনিয়মন-তৎপরতা,
অচ্যুত একানুগ সৎ-সম্বেগ,
সুসঙ্গত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক
বোধবীক্ষিত শুচিতা,
শ্রদ্ধাসম্বুদ্ধ সদাচার,
ভক্তি সম্বুদ্ধ সত্তাপোষণী শিক্ষা-সমালোচনা,

পালন-প্রদীপ্ত ক্লেশসুখপ্রিয়
রজস-শৌর্য্যী অনুতপনা,
বৈশিষ্ট্যপালী অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রতিভা,
ও তৎ-সঞ্চারণ-কুশলতা,
নিরাপত্তা বা সত্তা-সংরক্ষণ ব্যাপারে
কলাকৌশল অর্জ্জন,
সুসঙ্গিৎসু পরিচর্য্যা-পরায়ণ ব্যবস্থিতি,
বাক্য, ব্যবহার ও সক্রিয় শীলচর্য্যা,
শিষ্টা সুশীলা হ'য়েও ত্বরিত কর্ম্মপ্রবণতা,
বোধ-বিধায়িনী অনুশীলন,
স্মিত-গম্ভীর সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বপালী চলন
ও বৈশিষ্ট্যানুগ সততা-সংরক্ষী সন্তর্পিত
পারিবেশিক পরিচর্য্যা,
সত্তারক্ষণপোষণী অভিধ্যায়িতা,
উপস্থিত বোধ ও বিনায়নী তৎপরতা,
ইঙ্গিত-জ্ঞান,
মৈত্রী-কৌটিল্য কুশলতা,
সঞ্চারণ-অভিজ্ঞতা,
দক্ষ কুশলকৌশলী ধী ও ধৃতি-বিনায়নী
অনুধ্যায়িতা নিয়ে করণ-অভিসার,
শারীরিক সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি পরিবীক্ষণ-কুশলতা,
অপ্রলুব্ধ অন্তর্গঠন,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী চলন,
গুরুজনের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ না ক'রে
বিনীত সৌষ্ঠব-চলনে চলা,
বাক্য, ব্যবহার, হস্তপদ, ভাবভঙ্গীর
হৃদ্য সঞ্চালন,

হৃদ্য শাসন, পোষণ ও তোষণার প্রয়োগে
সুসিদ্ধ হওয়া,
প্রয়োজন-নিরূপণী অভ্যাস
ও উপযুক্ততার সহিত তদাপূরণী নিয়ন্ত্রণ,
স্মিত-সম্বর্দ্ধনী সাংসারিক অভিগমনাদি শিক্ষা,
সহজ, সুধী ও সুন্দর আত্মসজ্জা
ও সুব্যবস্থ গৃহস্থালী-সজ্জা,
রন্ধন ও শিল্পকলা-সৌকর্য্য,
আধিব্যাধি ও সংক্রমণ-প্রতিরোধনী
প্রাথমিক শিক্ষা,
সঞ্চয়ী, সুন্দর, সুশীল অর্জ্জনপটুতা,
পারিবারিক আয়-ব্যয়ের অর্থনৈতিক সুনিয়মন,
মিতাচারী সুসঙ্গত ব্যবস্থিতি
ও উপচয়ী পরিবেষণা,
জাতি, বর্ণ, কুল ও গোত্র.
গৌরবমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে
—এমনতর সার্থক শ্রেয় স্বামী-নির্ব্বাচনী অভিজ্ঞান,
অশ্রেয় পুরুষ-সংস্রবে স্বামিত্ব অর্শে না,
বা উদ্বাহ সিদ্ধ হয় না—
এ বিষয়ে বিশদ বোধ,
নিজের ও স্বামীর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের
ইতিবৃত্ত সংগ্রহ,
ও শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
শুভ সঙ্গতির সহিত
তৎপরিবেষণ-অভ্যাস,
শ্বশুর ও শ্বশুর-স্বগণের
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যেখানে যেমন প্রয়োজন

তদনুগ সেবাপ্রস্তুতি,
ইষ্টানুগ স্বামিতপা আত্মবিন্যাস
ও পরিচর্য্যা-প্রবণতা,
সুসন্তান লাভের সুযৌক্তিক আত্মবিন্যাসী অনুরতি,
সন্তানপ্রসব, পালন ও বর্দ্ধন-বিষয়ে
সমাচার, শিক্ষা ও দক্ষ-সৌকর্য্য-আহরণ,
সুপ্রজনন-জ্ঞান ইত্যাদি অভ্যাস ও গুণগুলি—
বিবাহযোগ্যা যা'রা
তা'দের মধ্যে যতই সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে,
সুসঙ্গত অনুচারী অনুদীপনায়
অব্যাহত ত্বরিতপ্রভ হ'য়ে চলে,—
সে-মেয়েরা পিতৃকুলের কুলপ্রভা হ'য়ে
পরিবেশকে বিভামণ্ডিত ক'রে তোলে ততই;
নিজেরা উপযুক্তভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে
মেয়েদিগকে ঐ বিষয়ে দক্ষ ক'রে তোলাই
তা'দের জীবন-যাপনী প্রাথমিক শিক্ষা;
যেখানে এর ব্যতিক্রমী আচরণ,
সেখানে দুঃখ, দারিদ্র্য
অবাধ অভিযানে ঐ পরিবার ও পরিবেশকে
বিধ্বস্ত ক'রে চলতে থাকবে,
এবং কুল, জাতি ও সমাজ-সংক্রমণী ঐ আপদ
উল্লম্ফী চলনে চলতে কসুর করবে না;
ঈশ্বর বর্দ্ধন-প্রদীপক,
বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রদ্ধোষিত, সুকেন্দ্রিক,
বৈধী, বিনায়নী যোগ্য-তৎপরতার ভিতর-দিয়েই
তাঁর ঈশিত্বের বিকাশ। ৪৯৭৯।

৪।৩।১৯৫৩, বেলা ১১-১০

ঈশ্বর তাঁর অন্তস্থ প্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে
তাঁরই পৌরুষ-সম্বেগ অর্থাৎ পৌরুষ-বীর্য্যে
রজস-দীপনাকে অবষ্টব্ধ ক'রে
দ্যুতির্ভ প্রকৃতি-সঙ্গর্ভী হ'য়ে
পুরুষান্তরে উদ্গত হ'তে থাকেন,
এমনি ক'রেই বহু-পুরুষের উদ্গতি
সম্ভব হ'য়ে উঠলো;
ঐ পৌরুষ-সম্বেগ ও রজস-দীপনার
সঙ্কর্ষণী-সম্বেগ অন্তর্নিহিত থেকে
যে জীবনদীপনায় বিসৃষ্ট হ'তে-হ'তে
চলতে লাগলো—
নানা আবর্ত্তনী বিজৃম্ভণায়
নানা রকমে,—
তা'ই-ই বহু পুরুষ;
কখনও রজস্-দীপনা সুদীপ্ত হ'য়ে
প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠলো,
কখনও পৌরুষবীর্য্য সুদীপ্ত তাৎপর্য্যে
পুরুষে উদ্ভূত হ'য়ে উঠতে থাকলো,
ঐ প্রকৃতিই নারী,
আর পুরুষই পুরুষ;
সৃষ্টির প্রাক্কাল হ'তে
অণু হ'তে বৃহৎ যা'-কিছু
ঐ নারী-পুরুষের যোগাবেগ-সম্বুদ্ধ
উদ্গতি-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
আরো হ'তে আরোতে বিসৃষ্ট হ'য়ে চলতে লাগলো,
যা'-কিছু সৃষ্ট
তা' ঐ পুরুষ-প্রকৃতিরই সুসঙ্গত উদ্গতি—

কোথাও পুরুষ-প্রধান,
কোথাও প্রকৃতি-প্রধান ;
এমনি ক'রেই বিশ্বের যাবতীয় যা'-কিছু
ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সংঘাত-সম্বেদনায়
বিশেষ আকার বা রকমে
উদ্‌গতি লাভ ক'রতে লাগলো—
প্রতি ব্যষ্টিতেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বহন ক'রে ;
ঐ পুরুষের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
প্রত্যেকটি উদ্‌গতিতে অনুস্যূত থেকে
পরস্পরের ভিতর
সঙ্গতি-সমঞ্জসা বিনায়নে
প্রত্যেকের বিশিষ্ট চলনকে
বিনায়িত, স্বস্থ রেখে
সঙ্গতি-নিবন্ধনে নিবদ্ধ ক'রে চলতে লাগলো ;
এই শৃঙ্খলা-সমন্বিত ব্যবস্থিতি-বিনায়না—
যা'কে বিশৃঙ্খল ব'লে মনে হয়,
তা' আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল হ'য়েও
সুশৃঙ্খল সমন্বয়ে অন্বিত হ'য়ে
এক নিবন্ধনে
সার্থক সন্দীপনার আকৃতি বহন ক'রে
উদ্‌গময়ক চলৎস্রোতা হ'য়ে চলতে লাগলো ;
এই ব্যাহৃতির গোড়ার ব্যাপারই হ'চ্ছে
ঐ পুরুষের অন্তঃস্থ প্রকৃতির
আকর্ষণ-বিকর্ষণী আবেগ-অনুগমন,
যা'র ফলে ফুটে উঠলো সং,

ফুটে উঠলো চিৎ,
ফুটে উঠলো আনন্দের স্পন্দন ;
এই সৎ, চিৎ যখন যেখানে যেমন স্তিম্যমান,
সেখানেই ঐ চিৎ-ধা যিনি,
তাঁকে এ হ'তে
ভিন্ন বা অভিন্ন ব'লে পরিমাপিত করা যায় না,
তাই, তিনি প্রমিত না হ'য়েও স্বতঃ-সিদ্ধ,
কারণ, যে অস্তি-চেতনা-সমীক্ষা
নিজের স্মৃতি বহন ক'রে থাকে
তা'ই-ই সেখানে স্তিম্যমান ;
ঐ অদ্বিতীয় পুরুষ,
যিনি ঈশ্বর,
তাঁ' হ'তেই এই বহু-পুরুষের উদ্গতি—
নানা বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব নিয়ে,
ঐ তাঁ' হ'তেই
আধার ও আকর্ষণ-অনুক্রমায়
ঐ সম্বেগদীপ্তির বিভিন্ন প্রকাশ—
ঐ তাঁরই প্রকৃতি-সঙ্গর্ভী আত্মিক অবদান—
প্রত্যেকটি প্রত্যেক রকমে,—
এ যেন একটি প্রদীপ থেকে বহু প্রদীপ জ্বালান ;
তাঁ'র ঐ সম্বেগ নিত্য ও সনাতন,
নিত্যই তা' নব-নব রূপে রূপায়িত হ'য়ে চলেছে,
ঐ সম্বেগ-উৎসারণায় অনুস্যূত যা'
তা' কিন্তু ঐ তাঁরই দান,
তাই, জীব তাঁর নিত্যদাস,
সে যতই ঐ উৎসকেন্দ্রিক হ'য়ে চলে,—
ততই সত্তায় স্বস্থ থেকে

বর্দ্ধনার পথে চলতে পারে,
আর, বিকেন্দ্রিকতায়
স্বীয় শক্তির অপচয়ে
বিলুপ্তির পথেই চলতে থাকে ;
আবার, ঐ সম্বেগ হ'তে উদ্গাত যা'
তা'র মধ্যে এক-এক জাতীয়কে নিয়ে
এক-একটি গুচ্ছ—
সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের ভেদ-অনুক্রমায়
অর্থাৎ ঐ উদ্গাতি-বিনায়নী করণ ও নিয়মনের
তারতম্যানুপাতিক,
এই অনুক্রমী তাৎপর্য্যকে জানাই হ'চ্ছে
বেদ বা জ্ঞান,
আর, যে-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
এই অনুক্রমগুলি রূপায়িত হ'য়ে উঠলো,
তা'ই হ'চ্ছে বিধি ;
ঈশ্বর বিধিস্বরূপ,
তিনি "রসো বৈ সঃ,"
তিনিই রসায়নী রস-স্বরূপ। ৪৯৮০।
৬।৩।১৯৫৩, ২২শে ফাল্গুন, শুক্রবার,
কৃষ্ণা পঞ্চমী, সকাল ৮-৩০

সৎ-অনুরাগী আত্মনিয়মন যা'র নাই,
শ্রেয়শ্রদ্ধা, শ্রেয়সম্ভ্রম,
শ্রেয়ানুচর্য্যা যা'র নাই,
সুকেন্দ্রিক তপানুচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রে
যে নিজেকে বিনায়িত ক'রে চলে না—
দক্ষ, কুশল যোগ্যতায়

স্বতঃ আহরণশীল হ'য়ে,—
সে যোগীও না,
সন্ন্যাসীও না,
বৈরাগীও না,
প্রবৃত্তির বিক্ষিপ্ত তরঙ্গের বিচ্ছুরণায়
সে নিজেকে ছন্ন ক'রে নিয়ে চলেছে
ভ্রম-মুহ্যমান আকুতি-অনুবেদনায়—
গর্ব্বেপ্সু আত্মম্ভরী অভিযানে—
ব্যর্থতার বিলোল আকর্ষণে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ;
ঈশ্বরই বিনায়নী সার্থকতা,
ঈশ্বরই সঙ্গতির সান্বয়ী সূত্র,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনার বর্দ্ধনী উদ্যম। ৪৯৮১।
৬।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮-১০

নিন্দক বা অনিষ্ট-উৎপাদক যে বা যা'রা
তা'দিগকে যদি নিরোধ-বিনায়নায়
নিয়ন্ত্রিত না কর,
অন্ততঃ ঐ নিন্দা বা অনিষ্টের বাস্তবতাকে
নিরূপণ ক'রে
বিহিত ব্যবস্থা না কর—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
তুমিও সংক্রামিত হ'য়ে উঠবে তা'তে,
নষ্টামির আপদ-আহ্বান
তোমাকে অনুসরণ করবেই কি করবে,
সাবধান হও!
ঈশ্বরই শ্রেয়,
ঈশ্বরই প্রেয়,

ঈশ্বরই আত্মবিনায়নার সুসঙ্গত অন্বয়ী সার্থকতা,
ঈশ্বরই সুতর্পণী যজ্ঞ—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম। ৪৯৮২।
৬।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮-১৫

জীবনই নারী-পুরুষের মিলিত বর্ত্তনা,
নারীর রজস্‌-শৌর্য্য যখনই
পুরুষের পৌরুষ বীর্য্যকে
সুসঙ্গত সঙ্কর্ষণে আত্মস্থ ক'রে নিয়ে
নিজের দীপন প্রভাবকে স্ফুরিত ক'রে তোলে,
তখনই জন্মে নারী;
আবার, যখনই পৌরুষবীর্য্য
অতিশায়ী উদ্যমে উদ্গাত হ'য়ে
ঐ রজস্‌-শৌর্য্যকে বিনায়নী বেদনায়
অনুদীপ্ত ক'রে
উদ্গাতি-প্রভ হ'য়ে ওঠে,
তখনই জন্মে পুরুষ;
পুরুষ পৌরুষ-প্রধান হ'লেও
তা'র মধ্যেও রজস্‌-দীপনা অনুস্যূত থাকে,
এবং নারী রজস্‌-প্রবল হ'লেও
তা'র মধ্যেও পৌরুষদীপনা অনুশায়িত থাকে,
আর, ঐ রজস্‌-সম্বেগ পৌরুষবীর্য্যের দ্বারা
বা পৌরুষ-বীর্য্য রজস্‌-সম্বেগের দ্বারা
যতই অভিভূত হ'য়ে ওঠে,
ততই তদ্‌জাতীয় রূপান্তর হ'তে থাকে;
আবার, নারীর ঐ রজস্‌-শৌর্য্যই হ'চ্ছে
নয়ন বা নিয়মন-সম্বেগ,

স্বভাব বা প্রকৃতি,
আর, পুরুষের পৌরুষ-বীর্য্যই হ'চ্ছে উদ্যমী সম্বেগ,
ঐ উদ্যমকে বিনায়িত ক'রে চলে
নারীর রজস্ দীপনা,
তাই, নারীত্বে আছে নেত্রীত্ব,
নয়ন বা নিয়মনী তাৎপর্য্য ;

তাই, পুরুষ-নারীর সানুধ্যায়ী
সুসঙ্গত অন্বিত আলিঙ্গন
যেখানে যেমন বিন্যাস-বিনায়নায়
সজ্জিত হ'য়ে
জৈবী-সংস্থিতিতে উদ্ভূত হ'য়ে ওঠে,
জাতকও তেমনতরই জীবনের অধিকারী হয় ;

নারীর রজস্-দীপনা, প্রকৃতি বা স্বভাব
যদি পুরুষের অনুপোষণী না হ'য়ে ওঠে—
যোগাবেগ-অনুস্যূত তৎপরতা নিয়ে,
তৎস্বার্থে উদ্ভিন্ন হয়ে,—
সেখানে জাতকও
বঞ্চনার বিক্ষেপ-বিড়ম্বনার উপযোগী হ'য়ে জন্মে ;

ঐ জৈবী-সংস্থিতির
সুষ্ঠু ঔপাদানিক বিন্যাস
ও সুসঙ্গত উপযুক্ত বিনায়নার
অভাব হেতু,
ঐ অন্তঃস্থ বিনায়নী সম্বেগের অসঙ্গতির দরুন
বা উদ্যমী সম্বেগের খিন্নতার দরুন
ঐ জাতক আর বাধাবিপত্তিকে এড়িয়ে
অতিক্রম ক'রে

নিজের জীবনকে
বর্দ্ধন-বিচ্ছুরিত ক'রে তুলতে পারে না,
জৈবী-ব্যক্তিত্বই তা'র হ'য়ে ওঠে অমনতরই ;
অবৈধ সম্মিলনে
ব্যতিক্রমী ও বিপর্য্যয়ী জৈবী-সংস্থিতিরই
আবির্ভাব হ'য়ে থাকে,
আবার, অবৈধ প্রতিলোমজ হ'লে—
যেখানে হয়তো রজস্-দীপনা প্রবল,
বা পৌরুষবীর্য্য খিন্নতায় অবশায়িত হ'য়ে উঠেছে,
বা তা' প্রবল হ'য়েও
রজস্-দীপনার অসঙ্গত বিন্যাসে
ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে,—
জৈবী-সংস্থিতিও তেমনি হ'য়ে
সেখানে আত্মবিকাশ ক'রে থাকে—
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষোভান্বিত ক'রে ;
তাই, নারী-পুরুষের মিলন যদি
শ্রেয় নিবদ্ধ না হয়,
নারী যদি স্বতঃ-দীপনায় স্বামী বা বরের
অনুচর্য্যী হ'য়ে
তৎ-স্বার্থিনী না হ'য়ে ওঠে,
সন্তান-সন্ততিও তেমনি সবদিক দিয়ে
ক্লিন্নতায় বিপর্য্যয়ীই হ'য়ে থাকে ;
পুরুষের পক্ষে শ্রেয়কেন্দ্রিক, শ্রেয়ানুগ,
শ্রেয়ানুচর্য্যী
এক কথায়, সৎ-সন্দীপ্ত অনুরাগসম্পন্ন
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চলা
যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য,

তেমনি নারীর পক্ষেও
শ্রেয়াভিদীপনায়
স্বামী-স্বার্থিনী, স্বামী-চর্য্যাপরায়ণা হ'য়ে
স্বামীর সত্তায় নিজের সত্তাকে সম্মিলিত ক'রে
বিহিত তদনুগ সক্রিয় সম্বেগে
তাঁর হাত-পায়ের মত
অভিন্ন হ'য়ে চলাই পরম সার্থকতা—
নিজের ভিন্ন অস্তিত্ব নিয়েও ;
ঐ চলনই হ'চ্ছে সতীত্ব,
ঐ তপই হ'চ্ছে সাধ্বীত্ব ;
ঈশ্বর পরম সৎ,
আর, সতীত্বই তাঁর
পারিজাতপ্রভু অমৃত-সিংহাসন,
আর, সাধ্বীত্বই হচ্ছে স্বামীতপা সুযোগ—
বিবর্ত্তনের হোমবহ্নি । ৪৯৮৩ ।
৬।৩।১৯৫৩, রাত্রি ১০টা

প্রান্ত-পরম্পরের যোগরাগ-জৃম্ভী
আকর্ষণ-বিকর্ষণী অনুচলনের ভিতরেই
আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগের উদ্গতি হ'য়ে থাকে,
ঐ আকুঞ্চন-প্রসারণার ভিতরেই আছে আবার
যোগ-বিরমণ আর বিয়োগ-বিরমণ,
এই বিয়োগ বা বিযোজনার ক্রূর সঙ্কোচন আবার
যোগ-আবেগের উদ্দীপনা নিয়ে আসে ;
আবার, ঐ মিলন-আরতি যখনই
সমত্বে উৎকীর্ণ হ'তে চায়—
একটা নিরেট সঙ্গতিতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে

তদ্ভরণ-নিবেশী আধিক্যে অবশায়িত হ'য়ে,—
তখনই উদ্গত হ'য়ে ওঠে বিয়োগ—
ব্যাহৃতির বিযোজনী সম্বেগ;
এমনতরই অনুক্রিয় কর্ম্মতৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যে-গতি নিরন্তর হ'য়ে উঠছে,
তা'ই আত্মিক সম্বেগ;
আবার, এই আকর্ষণ-বিকর্ষণী
উল্লোল উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
যে সংঘাত-সংক্রমিত-সাত্ত্বিক দীপনার
সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে,—
তা'ই চিদ্-অণু;
এই চিদ্-অণুই তরঙ্গায়িত হয়ে
ছন্দানুক্রমণায়
সংক্রমণী তাৎপর্য্যে সঙ্কলিত হ'য়েই
ক্রমান্বয়ে অনুদীপনী-অণুতে
উদ্গতি লাভ ক'রে
অণু-সত্তায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে
অজচ্ছল চলনে চলতে থাকে—
থাকা-যাওয়ার আবর্ত্তনে
আত্মমর্য্যাদার পর্য্যায়ী পরম্পরায়,
ব্যাবর্ত্ত-বৃত্তাভাস-বিজৃম্ভী চলনে,
এই এমনতর সংঘাত-সন্দীপ্ত সঙ্কলনই
বোধির উদ্গাতা;
এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সম্মিলন-অসম্মিলনের ভিতর-দিয়ে
যেমনতর অবতরণ হ'য়ে চলেছে—

স্বকেন্দ্রিক অতিশায়নী আলম্বন-তৎপরতায়,
অন্তর্নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণী যোগাবেগে সংহত হ'য়ে,—
সেই অন্বিত সঙ্কলন
এক-একটি গুচ্ছে অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠছে—
দ্যুতি রণন-নিক্বণী দ্যোতনায় ;
ঐ গুচ্ছকেই চিৎ-তনু বলা যাক,
এই চিৎ-তনুর পরিধিতে আছে
ঐ জাতীয় আণবিক অনুক্রমণ—
যা' নিজের ভূমিতে ঘূর্ণায়মান হ'য়ে
আকর্ষণ-বিকর্ষণী তৎপরতায়
সংঘাত-সন্দীপ্ত হ'য়ে
চলায়মান হ'য়ে চলেছে,
আর, তা'রই অন্তরে নিহিত আছে
আকর্ষণী-কেন্দ্র,
এই কেন্দ্রে ঐগুলি সংযোজন-সম্বদ্ধ হ'য়ে
ঘূর্ণায়মান অনুক্রমিক চলৎ-সম্বেগে চলছে,
কেবলই চলছে—বিরামহীন—
কেন্দ্রে আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয় বিকর্ষণী ধাকায়
মাঝে-মাঝে আলো-অণিকার
অজচ্ছল উচ্ছল বর্ষণে
অভিদীপ্ত ক'রে যা'-কিছুকে—
একটা অকাট্য তীক্ষ্ণ দ্যুতি-সম্বেগে,
অপ্রমেয় গতিতে ;
এমনি ক'রেই এই সঙ্কলনগুচ্ছগুলি
ক্রমে অন্বিত হ'য়ে
ক্রমশঃ স্থূল হ'তে স্থূলতরে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠছে—

ছন্দায়িত পরিক্রমায় ;
আর, এর প্রত্যেকের ভিতর ওসবেতেই আছে—
ঐ অমনতর সম্বেগোচ্ছল অজচ্ছল জ্যোতিঃ-নিকণ,
আছে গতি-সম্বেগ,
আছে আকুঞ্চন-প্রসারণী প্রাণন-দীপনা—
যে-গুচ্ছ যে-বৈশিষ্ট্য-সমাহিত হ'য়ে যেমনতর
তেমনি রকমে তা'র,
আবার, এক-একটি গুচ্ছের পরিবেশ হ'য়ে উঠছে
অন্য-অন্য বিশেষ-বিশেষ গুচ্ছগুলি ;
নিজের আত্মসংরক্ষণী উচ্ছল উধাও গতি,
পরিবেশের চাপ,
অন্তর্নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণী আবেগ
যোগবাহী হ'য়ে
ঐ সংঘাতের মধ্যে
নিজের সংস্থিতি-পোষণ-অনুগ যা',
তা'কে গ্রহণ ক'রে,
অন্যগুলিকে ব্যাহত ক'রে
বা ঐ সেই অন্তর্নিহিত বোধিতৎপরতায়
বিনায়িত ক'রে
নিজের গতিকে—
প্রাণনদীপনাকে
অব্যাহত রাখার আবেগ নিয়েই চলছে ;
আর, এই বোধি-সংশায়িত উপাদান—
সত্তার সত্ত্ব-সংরক্ষণ-আবেগ
যেমন ক'রে পরিস্থিতির
বিরুদ্ধ সমাবেশকে অতিক্রম ক'রে
আত্মবিনায়নী তৎপরতায় চলন্ত হ'য়ে

নিজের তনুকে বিনায়িত ক'রে চলছে,—
অন্তর্নিহিত ঔপাদানিক বিন্যাসও
তেমনতরভাবেই
অন্বিত বিন্যাসে
বিনায়িত হ'য়ে চলছে,
আর, ঐ সঙ্কলিত সত্তার ভিতরে
যেমনতরভাবে উপাদানগুলির বিন্যাস হ'চ্ছে—
পারম্পরিক যোগ-নিবন্ধনায়,
যে-বিন্যাসে চেতন-দীপনা সংরক্ষিত হ'য়ে
বোধিসত্ত্বের বিধৃতিকে বিধায়িত ক'রে
সংরক্ষণী নিয়মনে
সম্পোষণী নিয়মনে
সংবর্দ্ধনী নিয়মনে
স্থিত ও সংহত ক'রে চলেছে,—
অন্তর্নিহিত ঐ বিশিষ্ট বিন্যাস-সংস্থিতিকেই
জনি ব'লে অভিহিত করতে পারি,
ঐ জনি-সম্বলিত বীজ-বিভবই হ'চ্ছে—
বিশেষ হ'তে
ঐ-ঐ সংশ্রয়ী সত্তার
বিশেষে উৎক্রান্ত হওয়ার
সর্ব্বসঙ্গত অনুপ্রেরক ;
আবার, এই প্রতিটি গুচ্ছের ঔপাদানিক সংহতি
স্বকেন্দ্রিক অতিশায়নী আলম্বনের
অন্তঃস্থ যোগদীপনা বা যোগাবেগ নিয়েই
নিজের পথে
ঐ বাধাবিপত্তি যা'-কিছু সবকে অতিক্রম ক'রে
নিরন্তর চিরন্তন চলনরত আবেগ নিয়ে চলন্ত,

ঐ সুকেন্দ্রিক অতিশায়নী আলম্বন হ'তে
যে যেমনতর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠছে,—
সে তেমনি তেমনতর রকমে
যা'তে আলম্বিত হ'য়ে থাকতে পারে,
তেমনতর সঙ্কলন-সংহিত তনু
অবলম্বন ক'রে চলছে;
আবার, ঐ সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
সে এমনতর বোধি-প্রবর্ত্তনা খাটিয়ে
যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে নিচ্ছে—
থাকবার, বাঁচবার উপযোগী ক'রে,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
সে প্রয়োজনীয় যা'-কিছুকে
বিহিত রকমে বিধায়িত ক'রে তুলছে,
এই বিধায়নার ভিতর-দিয়েই
যেখানে যেমন উপযোগী
সে তেমনি ক'রেই
ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি ক'রে ফেললো,
ঐ সংঘাতকে এড়িয়ে বা বিন্যস্ত ক'রে
তা'র সত্তাপোষণী স্বার্থে
তেমনি ক'রেই সে তা'র
তনু বিনায়িত ক'রে তুললো,—
এমনি ক'রেই সে নিজের বাঁচবার উপকরণ
ইন্দ্রিয় ও বৈধানিক-সংস্থিতি
যেখানে যেমনতর দরকার
তা' ক'রে ফেলল,
এইভাবে অস্থি, স্নায়ুতন্ত্রী,
অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, তাপসাম্য ইত্যাদি গজিয়ে উঠলো—

যা'র যেখানে যেমন প্রয়োজন—
স্থকেন্দ্রিক সুসঙ্গত উদ্গতি নিয়ে,—
সৃজন-পরিক্রমায় আবির্ভাব হ'য়ে উঠলো
স্তন্যপায়ী জীবের ;
ফল কথা, তা'র অন্তর্নিহিত বোধিই
সাত্ত্বিক সম্বেগে
সন্ধিৎসু প্রণোদনায়
বিধি-বিনায়নে
বিধানকে বিধায়িত ক'রে তুললো—
ক্রমস্ফুরণায়,
এমনি ক'রেই লীলালাস্য
সলীল সঙ্গমে
আত্মিক সম্বেগে
স্বীয় প্রকৃতিতে অবষ্টব্ধ হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে উদ্গতিশীল হ'য়ে চললো ;
ঐ অন্বয়ী সঙ্কলনের ক্রমপারম্পর্য্যে
যথাবিধানে সৃষ্টি হ'লো ব্যোম,
সৃষ্টি হ'লো মরুৎ,
সৃষ্টি হ'লো তেজ,
সৃষ্টি হ'লো অপ,
সৃষ্টি হ'লো ক্ষিতি ;
আবার, এইগুলিকে তাই ভূত বলে,
ভূত মানে হওয়া,
এই ভূতের ভিতর এক-একটি মণ্ডলে
যেখানে যেমন ক'রে
এই সংস্থিতি
তা'র সপরিধি-সংহিতি-বিনায়নায়

নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারে,
তা'র স্ফুরণও তেমনি হ'য়ে উঠলো—
ভলকে-ভলকে, ঝলকে-ঝলকে ;
আবার, ঐ সংস্থিতির অন্তঃকেন্দ্র
যা' আকর্ষণ-বিকর্ষণ দীপনা-সংস্থিত হ'য়ে
সমস্ত বিধানকে বিনায়িত ক'রে তোলে,
সম্বেগদীপ্ত অভিসারে যোগপুষ্ট হ'য়ে
নিজেকে সংস্থিত রাখবার উচ্ছল আকুতিতে
চলন্ত হ'য়ে চলে,—
তাই হ'চ্ছে
ঐ তনুসত্তার অন্তঃকরণ বা অন্তঃকেন্দ্র,
আর, ওকেই আমরা বলতে পারি
মাধ্যাকর্ষণী কেন্দ্র ;
ঐ আত্মিক গমন
যে যেমনই হো'ক,
তা'র কিন্তু তেমনি বৈশিষ্ট্য নিয়েই চলছে—
সনাতন শাশ্বত সন্দীপনায়,
সে আগুনেরও আত্মিক সম্বেগ,
সে জলেরও আত্মিক সম্বেগ,
সে ক্ষিতিরও আত্মিক সম্বেগ,
সে বাতাসেরও আত্মিক সম্বেগ ;
তাই, সেই গীতার কথায়—
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ;
ফল কথা,
এই সংহতির সাত্বিক আলম্বনই হ'চ্ছে—
কেন্দ্রানুশায়িতা,

আর কেন্দ্রানুগ আত্মবিনায়ন,
এ যেখানে বিড়ম্বিত বা বিকৃত হ'য়ে উঠলো—
সে সেখানে তেমনতরই
ভঙ্গুর হ'য়ে উঠতে লাগলো,
আবার, তা'র অস্তিত্ব আত্মবিলয় ক'রে
যেমনতর আলম্বনে আলম্বিত থেকে
আত্মবিনায়ন ক'রতে পারে,
তেমনতরভাবেই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠলো ;

তাই, এই-এই গুচ্ছগুলি
সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ,
সমঘন হ'য়েও অসমঘন,
কারণ, সবিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে
বিশেষের প্রত্যেকটি ব্যষ্টিরই উদ্গতি,—

যদিও সব যা'-কিছু নিয়ে
ঐ একই আত্মিক-সম্বেগ
প্রতিটি যা-কিছুরই প্রাণন-ভিত্তি,

তাই, সবারই কেন্দ্র যিনি,
তিনি নির্ব্বিশেষ—
সবিশেষ হ'য়েও প্রতিপ্রত্যেকে,
আর, তিনিই ঈশ্বর ;

আবার, ঐ সত্তা যাঁর দ্বারা ধারিত হয়
বা পালিত হয়,
তিনিই অধিগতি,
তাই, ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর। ৪৯৮৪।

৮।৩।১৯৫৩, ২৪শে ফাল্গুন, রবিবার,
কৃষ্ণা সপ্তমী, সকাল ৯-১৫

তুমি পুরুষই হও,
আর নারীই হও,
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয় বা প্রিয়পরম ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
তাঁর সত্তা, তাঁর স্বার্থ,
তাঁর প্রবর্দ্ধনী অনুচর্য্যা
ও তঁদর্থী আত্মবিনায়নই
তোমার জীবনে
একমাত্র কাম্য ও করণীয় হ'য়ে উঠুক,
তাঁ'র পরিভরণাই
তোমার জীবনে মুখ্য হ'য়ে উঠুক,
ঐ উচ্ছল পরিভরণাই
তোমার জীবনপোষণী প্রয়োজনকেও
স্বতঃই আপূরিত ক'রে তুলুক;
এই আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অনুরাগই যোগ,
এই যোগতপা অনুচর্য্যাই বিবর্ত্তনী সাধনা,
আর, এটা সবারই পক্ষে সহজ,
এমনতর যোগনিবদ্ধতায়
তাঁ'র প্রয়োজনে অপ্রমেয় আড়ম্বর-বহুল হ'য়েও
তোমার জীবন প্রবৃত্তিলুব্ধ হ'য়ে উঠবে না,
আড়ম্বরের ভিতরে থেকেও
তুমি তা' হ'তে অনেক দূরেই থাকবে,
অনাসক্তই থাকবে;

অন্তরাবেগ-অনুযায়ী
তুমি তাঁ'তে যে ভাবনিবদ্ধই থাক না কেন,

তোমার শ্রেয়,
তোমার প্রেয়,
তোমার প্রিয়পরমই তোমার আসক্তি হ'য়ে
হৃদয় ভরপুর হ'য়ে থাকবে,
শত অভাবেও অভাববিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে না তুমি,
তোমার জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম
ঐ অর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
তোমাকে সার্থকতায় সমাসীন ক'রে তুলবে;
ঈশ্বরই যোগ,
তদনুকর্ম্মই তপ,
আর, তিনিই পরম সার্থকতা। ৪৯৮৫।
৯।৩।১৯৫৩, ২৫শে ফাল্গুন, সোমবার,
কৃষ্ণা অষ্টমী, সকাল ৯-৩৫

কেউ যদি ঈশ্বরে অনুরাগ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
অনন্যমনা তৎপরতায়
সুসঙ্গত বিনায়নী চলনে
তা'র প্রার্থনানুপাতিক চলে,
সে-চলন ঐ প্রার্থনাকেই নিষ্পন্ন ক'রে থাকে;
ঈশ্বর-অনুরাগে আসে
আবেগ-উদ্দীপনী তৎপরতা,
ফলে সে পায়—
লক্ষ্যে স্থৈর্য্যশীল উদ্যম,
উদ্যম মানুষকে নিরলস ক'রে তোলে,
তাই, সে কর্ম্মপ্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
বিহিত সঙ্গতি নিয়ে,
ঐ সঙ্গতিশীল কর্ম্মদীপনাই আনে নিষ্পন্নতা,

আর, নিষ্পন্নতা যেখানে
সময়-সঙ্গতিতে সম্পাদিত হ'য়ে ওঠে
বা বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,—
তাই আনে প্রার্থনা-সিদ্ধি,
ঈশ্বর সুচলন-সম্বেগী,
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা—
প্রার্থনার পরম অর্থ।" । ৪৯৮৬ ।

১০।৩।১৯৫৩, ২৬শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার
কৃষ্ণা নবমী, রাত্রি ৮-২০

তা' খেয়ো না—
যা' খেলে অসুখ ক'রে,
হজম করতে পারবে না যা',
তা' ছুঁয়ো না—
যা'তে সংক্রামিত হ'য়ে উঠতে পার,
তা' ক'রো না—
যা' করলে অস্তিবৃদ্ধি বিব্রত হ'য়ে ওঠে,
বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য বিধ্বস্ত হয়,
তা' ব'লো না—
যা' হৃদ্য নয়কো,
তা' সহ্য ক'রো না—
যা' অসৎ, —সত্তাসংঘাতী,
তা' দিও না—
যা' দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অপকারের,
তেমন চ'লো না—
যে-চলনা বিবর্ত্তনাকে ব্যাহত ক'রে,
সেই সঙ্গে যেও না—

যা' সৎ-সুকেন্দ্রিকতাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
তা' শুনো না—
যা' অবাস্তব নিন্দাবাদ,
তা' দেখো না—
যা'তে কলুষিত হ'য়ে উঠতে পার,
সাধ্য তা' নয়কো—
যা'তে তুমি পুরুষোত্তমে
অচ্যুত না হ'য়ে উঠতে পারছ,
ওজোদীপ্ত হও,
কিন্তু সুতপা হ'তে ত্রুটি ক'রো না,
বীর্য্যবান হও,
কিন্তু ব্যতিক্রমী হ'য়ো না;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমই
ঈশ্বরের সাকার-মূর্ত্তি,
যা' ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'ই-ই সৎ। ৪৯৮৭।
১০।৩।১৯৫৩, রাত্রি ১০-৩০

ঈশ্বর অবাক্ হন তিনবার,
প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে
নিরেটভাবে একটি দেখেও
মানুষ যখন বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
সবাইকে একসা করতে চায়,
তখন একবার;
আবার, ধর্ম্মের ধৃতি সেই ঈশ্বর—
এক, অদ্বিতীয়—

তা' বুঝেও
ধর্ম্মের অজুহাতে
মানুষ ধর্ম্মের ভেদ সৃষ্টি করে যখন,
ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে বঞ্চিত করে,
আর, তা' মানুষে যখন বেকুবের মতন
মাথা হেঁট ক'রে স্বীকার ক'রে নেয়,
তখনও তিনি অবাক হন ;
আবার, প্রণয়ের পাত্র প্রিয়—
যিনি মানুষের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,—
তাঁ'তে প্রীতিনিবদ্ধ না হ'য়ে
নিজেকে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত না ক'রে
প্রবৃত্তি-পরিতৃপ্তির লোভে
প্রণয়ের ব্যবসা ক'রে
যা'রা সুখী হ'তে চায়—
এক হ'তে অন্যে বিচরণ-তৎপর হ'য়ে,
তাদের দেখেও তিনি বিস্মিত হন ;
ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়—
তা' সৃষ্টির প্রতিটি যা'-কিছুতেই
ঈশ্বরই ধর্ম্মের ধৃতি,
প্রেরিত-পুরুষোত্তমই ধর্ম্মযন্তা,
ঈশ্বরে রাগদীপনা—অনুধ্যায়ী আত্মনিয়মনে
প্রণয় সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর সর্ব্বার্থ-আপূরণী কেন্দ্র। ৪৯৮৮।

১১।৩।১৯৫৩, ২৭শে ফাল্গুন, বুধবার,
কৃষ্ণা দশমী, বেলা ১০টা

তুমি যদি রাগতর্পণী
শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে,
তোমার জ্ঞানবুদ্ধিবিবেচনার অন্বিত সমীক্ষায়,
ভাল-মন্দের সার্থক সঙ্গতিতে,
অন্তঃকরণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে,
বা আমজ্জিত অচ্যুত রাগপ্রেরণাদীপ্ত হ'য়ে,
স্বাভাবিক বোধোপলব্ধিতে
তোমার ইষ্টকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম ব'লে,
ধর্ম্মযন্তা ব'লে
মহামানব ব'লে
নির্দ্ধারিত না করতে পেরে থাক,
বা দৃঢ়প্রত্যয়ে ও-কথা বলতে না পার—
সৎ-সন্দীপ্ত দায়িত্বে,—
তাহ'লে তাঁর সম্বন্ধে ততটুকু ব'লো—
যেখানে যেমন ক'রে সেটা শুভদ হ'য়ে ওঠে,
আর, যদি পেরেই থাক,
তবে তা' তেমনিভাবেই
তেমনি ভঙ্গী নিয়ে বল—
যা'তে তা' মানুষের অন্তর স্পর্শ করে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন;
কিন্তু যা' তুমি বোঝনি নিজেই,
যে-বুঝ ধ'রে নিজেই দাঁড়াতে পারনি,
হুজুক-মাতা বেকুব চলন নিয়ে
মানুষকে অমনতর কথা বলা
বা অমনতর চলা
তোমার পক্ষে কি সমীচীন হবে?

তার চাইতে বরং
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
আত্মনিয়মনী তাৎপর্য্য,
ভক্তি-অনুপ্রেরণা ইত্যাদিকে পরিবেষণ কর,
তা'তে অনেকেরই মঙ্গল হবে,
অমনতর শুনতে-শুনতেও
মানুষের শ্রেয়নিষ্ঠা বেড়ে যেতে পারে ;
ঈশ্বর
উপলব্ধির প্রত্যয়ে প্রত্যক্ষীভূত,—
অনুভবের অভিদীপ্তি,
অন্বয়ের সার্থক বিন্যাস—
তত্ত্ব-সমঞ্জসা সাকার মূর্ত্তি। ৪৯৮৯।
১১।৩।১৯৫৩, বেলা ১১-৩০

মানুষের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যতই সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক, ঘন,—
তা'র জীবনদীপনাও ততই শৌর্য্যপূর্ণ,
সত্তা-সংরক্ষণী নিরোধক্ষমতাও
ততই বেশী ;
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
সংস্থিতি যেখানে যেমন অন্বিত সুকেন্দ্রিক—
তিনি দীপনদীপ্তও সেখানে তেমনি। ৪৯৯০।
১১।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮টা

বোধিসত্ত্ব—
নিজস্ব চেতন-প্রদীপনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিশেষ চারিত্রিক অনুক্রমণায় চলৎশীল,

চিৎ-প্রদীপনায় যেমন বোধিপ্রখর,—
নিজস্ব শায়ন-তাৎপর্য্যে তেমনতরই মূঢ়,
দক্ষ হ'য়েও আত্মমর্য্যাদাবিহীন,
কুটিল হ'য়েও প্রাঞ্জল,
তৎপর হ'য়েও তৃপ্ত,
ভুমাবেদনশীল হ'য়েও নিথর,
প্রীতিপ্রদীপ্ত হ'য়েও কঠোর,
প্রাজ্ঞ হ'য়েও অজ্ঞ—খেয়ালী,
স্মিতগম্ভীর হ'য়েও বালচপল,
সম্বেগী হ'য়েও সংযত,
সত্তা-সংশ্রয়ী হ'য়েও আত্মভোলা, বেপরোয়া,
বৈশিষ্ট্যপালী হ'য়েও সামসত্ত্ব,
স্বীয়তে অন্ধ থেকেও
যা'-কিছুতে খরদৃষ্টিসম্পন্ন,
সংশ্রয়ী হ'য়েও দৃঢ়প্রত্যয়ী,
অনুকম্পী হ'য়েও বিধিস্রোতা ;
ঈশ্বর
বিরুদ্ধ যা'-কিছুরই অন্বয়ী সার্থকতা,
পরস্পর-বিরুদ্ধের মিলন-সঙ্গতি । ৪৯৯১ ।
১২।৩।১৯৫৩, ২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার,
কৃষ্ণা একাদশী ও দ্বাদশী, সন্ধ্যা ৭টা

তুমি যা'র অনুপোষণী নও,
যা'র স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারনি তুমি,
এক-কথায়, যা'র অনুপোষণা অনুচর্য্যাই
সরাসরি তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,
তা'র বিভবেও তোমার কোন প্রত্যাশা সম্ভব নয়,

কারণ, তোমার ঐ প্রত্যাশা
তা'কে আপূরিত, আপোষিত ক'রে তোলে না;
যে বা যিনি তোমার স্বার্থ—
তা'র অনুচর্য্যা ও অনুপোষণাও
তোমার কাছে সহজ ও স্বতঃ,
আর, তা'র পুষ্টি-প্রবর্দ্ধনাও
তোমার পুষ্টি-প্রবর্দ্ধনার
স্বতঃ-পোষণী অনুদীপনা হ'য়ে থাকে;
তাই, মানুষের সত্তাপোষণী স্বার্থ না হ'য়ে
তোমার চাওয়া আপূরিত না হ'লে
তা' দুঃখের কিছু নয়,
আর, দুঃখও যদি হয়—
তা' কিন্তু উদ্ধত আত্মম্ভরিতার ব্যর্থতাজনিত ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;
যা'র দায়িত্ব তোমাকে ধুক্ষিত ক'রে তোলে না,
তোমার দায়িত্বে তা'কে দায়ী ক'রে তুলবে,—
ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ, কর্ম্মতঃ তা'ও কি হয়?
ফাঁকির ব্যবসায়ে ফাঁকিই মেলে;
ঈশ্বরই আত্মনিবেদন,
আত্মবিনায়ন,
তত্তপা কর্ম্মপরায়ণতা মানুষকে
তাঁর আশীর্ব্বাদেরই অধিকারী ক'রে তোলে,
যোগ্যতার বিভবমণ্ডিত ক'রে তোলে;—
ঈশ্বর সবারই সুকেন্দ্রিক কর্ম্মদীপনা। ৪৯৯২।
১৩।৩।১৯৫৩, ২৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার,
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, সকাল ৮-২০

তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধাবিনায়িত আত্মনিয়মন
যোগ্যতার অভিদীপনায়
তোমাকে আপূরিত ক'রে তুলুক ;
তোমার প্রিয়পরম ব'লে যদি কেউ থাকেন—
তাঁর শ্রদ্ধা-বিনায়িত উপচয়ী অনুচর্য্যাই
তোমাকে সমর্থ ব্যক্তিত্বে অন্বিত ক'রে
আত্মবিনায়নী যোগ্যতায়
জীয়ন্ত ক'রে তুলবে ;
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা,
তঁদুপচয়ী কর্ম্ম ও করণীয়কে অবহেলা ক'রে,
তাঁ'র ভার সশ্রদ্ধ অনুবেদনায় না নিয়ে,
শ্রদ্ধোষিত তঁদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
তঁদুপচয়ী কর্ম্মনিরত না হ'য়ে
তাঁকে তোমার আপূরণী, আপোষণী সংরক্ষণার জন্য
দায়ী করবে,
তাঁ'র ভার বা বোঝা হ'য়ে দাঁড়াবে,—
তা'র মানেই কিন্তু
তোমাকে ব্যর্থতায় সমাহিত ক'রে তোলা ;
তাঁর ভার নিয়ে যদি সুখী হও,
ঐ ভার নেওয়ার ভিতর-দিয়েই যদি
আত্মপ্রসাদ অনুভব কর,
তাঁর উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার জন্য
যে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক উপস্থিত হয়,
স্বস্তি-সন্দীপ্ত সুখে
তা'কে বিনায়িত ক'রে
যদি উপচয়ী করতে পার তাঁকে—
জীবন-বিভবে,—

তবেই তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে,
প্রাপ্তির কাঙ্গাল হ'য়ে থাকতে হবে না ;
মনে রেখো—
তিনি তোমার ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী ননকো,
তুমিই তাঁ'র জন্য দায়ী,
তাঁকে অনুসরণ করবার আছে,
অনুগ্রহ করবার তোমার কিছু নেই ;
যা'র ভার নাও,—
ঐ ভারের উপযুক্ত নিয়মনে
তা'র দ্বারা ভৃতই হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, ব্যর্থতার রৌরব-অবশায়ী হ'য়ে
এই জীবন কাটান ছাড়া
আর কোন পথই নাই,
তিনি তোমার দয়ী—
দায়ী ননকো ;
ঈশ্বর দয়াময়,
আর, তাঁর অনুসরণ ও অনুচর্য্যা
মানুষকে দয়াদীপ্ত ক'রে তোলে। ৪৯৯৩।
১২।৩।১৯৫৩, সকাল ৮-৪৫

যিনি তোমার প্রিয়পরম,
তোমার প্রভু যিনি,
তাঁ'র প্রতি যদি কেউ
অনুরাগসন্দীপ্ত সং-দীপনী-অনুচয্যা-পরায়ণ,
উপচয়ী কর্ম্মকুশল,
স্মিতগম্ভীর সোহাগ-প্রদীপ্ত,
ভৃতি-প্রবণ, সুকর্ম্মা, স্বতঃ-দায়িত্বশীল হ'য়ে চলে,

তাঁর সর্ব্বতোমুখী স্বার্থই যা'র জীবন,
এক-কথায়, তঁত্তপই জীবন যা'র,—
এমনতর যা'কে যত দেখতে পাবে,
তা'রই সঙ্গ ক'রো,
সেই সঙ্গ-সংশ্রয় তোমাকে
অন্বয়-প্রদীপ্ত, আত্মনিয়মন-তৎপর ক'রে তুলবে,
তা'র সংস্রবে তুমি স্বর্গসুখ উপভোগ করবে,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
প্রিয়পরমে প্রীতি-উচ্ছল দ্যোতনাদীপ্ত হ'য়ে
বিভামণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে—
চাল-চলন, বাক্য,
ব্যবহার ও চরিত্রে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে পরিবেশে ;
অমনতর সঙ্গ যদি না পাও,
কিংবা বিরুদ্ধ পরিবেশে থাক—
তৎ-বিনায়ন-তৎপর না হ'য়ে,
তবে ঐ পরিবেশের পরিপন্থী প্রভাব
তোমাকে ঐ প্রিয়পরমের প্রতি
অনুচর্য্যা-অনুবেদনাহীন
অসঙ্গত প্রগল্‌ভ বা নির্ব্বাক,
অথবা নিষ্কর্ম্মা প্রীতি-কথা-সর্ব্বস্ব
ভাবের ঘুঘু ক'রে তুলে
জাহান্নমের ভাবালু বর্ত্তনাকেই
মর্ম্মরখচিত ক'রে তুলবে,
তাই, সাবধানে সঙ্গ নির্ব্বাচন ক'রো ;
ঈশ্বর সুসঙ্গত কর্ম্মস্রোতা জীবন-প্রসাধন,
সুকেন্দ্রিক যোগাবেগোচ্ছল

অনুক্রিয়তার ভেতর-দিয়েই
তিনি তপদীপ্ত হ'য়ে ওঠেন। ৪৯৯৪।
১৩।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

তুমি যদি ঈশ্বরকে স্বীকার না কর,
ঈশ্বরনিষ্ঠ না হও—
সুকেন্দ্রিক সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
তোমার বিবর্ত্তনী বর্দ্ধনা ব্যাহত হ'য়ে
বিকৃত বর্ত্তনায় চলৎশীল হ'য়ে চলবে ;
আর, ঈশ্বরের সাকার প্রেরণাই হ'চ্ছে—
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তিনিই আদর্শ,
তিনিই ইষ্ট,
তিনিই জগতের জীয়ন্ত আলো,
তুমি যদি ঐ ইষ্ট বা আদর্শ-পরায়ণ না হও,
ইষ্টীতপা হ'য়ে না চল,
আত্মবিনায়নী তৎপরতা
তোমাকে বিদ্রূপই ক'রে চলবে,
ব্যক্তিত্ব সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
যোগ্যতা সুকেন্দ্রিকতায় বিন্যাসিত হ'য়ে
তোমাকে পটু ক'রে তুলবে না,
সঙ্গতিহারা বিচ্ছিন্নতায়
অজ্ঞ সবজান্তা হ'য়ে
চলা ছাড়া পথই থাকবে না,
জানাগুলি সঙ্গতি নিয়ে
বহুদর্শিতার ভিতর সংসূত্রকে অর্থাৎ সত্যার্থকে
উদ্ভিন্ন ক'রে

প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
আর, ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ ইষ্টীতপপ্রাণতা
পরিবেশে সংক্রামিত হ'য়ে
সংহতিতে দানা বেঁধে উঠবে না,
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠে
যোগ্যতার অভিসারে
পরস্পর পরস্পরের সহায় হ'য়ে
উন্নত অভিদীপনাকে প্রবর্দ্ধিত ক'রে তুলবে না,
তোমার সত্তা-সংরক্ষণ,
সত্তা-সম্পোষণ,
সাত্ত্বিক সম্পূরণী অভিদীপনা
সার্থক অন্বয়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
নিরাপত্তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
পোষণ-রক্ষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
বায়ুভুত নিরাশ্রয় অবস্থায়
তুমি জীবন-যাপন করতে বাধ্য হবে,
আর, ইষ্টীতপা হ'লেই
তোমাকে ধর্ম্মতপা হ'তে হবে ;
ধর্ম্ম মানেই সত্তাকে যেমন-যেমন ক'রে
পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ করতে হয়,
সুনিষ্ঠ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তা'ই ক'রে চলা,
এতে মানুষ ব্যতিক্রমের হাত হ'তে
রেহাই পায় অনেকখানি,
বাঁচাবাড়ায় স্বাবলম্বী হ'য়ে
সপরিবেশ নিজেকে

জীবন ও আয়ুর অধিকারী করে তোলে,
ধর্ম্মকে যদি অস্বীকার কর—
অর্থাৎ, ধৃতি-বা-সত্তারক্ষণ নিয়মনকে অস্বীকার কর,
শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য,
আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের নীতিগুলিকে যদি
অস্বীকার কর,—
তুমি তো নষ্ট পাবেই,
সেই নষ্টামির ব্যভিচারে
অন্যকেও সংক্রামিত ক'রে তুলবে,
তোমার জীবন-দীপ
হতাসুর আরাধনা ক'রেই চলতে থাকবে—
অন্যকেও তৎপন্থী ক'রে ;
বৈশিষ্ট্যকে যদি অস্বীকার কর,
অবদলিত কর,
তোমার কুল-অনুস্রুত বিশেষ সংস্কৃতি
যা' দিয়ে তোমার জৈবী-সংস্থিতি বিনায়িত,
তা' ভাঙ্গা প'ড়ে
সাংঘাতিক আঘাতে
তোমাকে ভেঙ্গে ফেলবে
বা শীর্ণ ক'রে তুলবে,
তোমার বিশেষে উদ্ভিন্ন হওয়ার বিশেষত্ব
ধ্বংস হবে ওখানেই ;
বর্ণকে যদি অস্বীকার কর,
বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুচ্ছকে
বিমর্দ্দিত ক'রে তুলবে,
যে-সুতপা অনুক্রমার ভিতর-দিয়ে
কুলস্রোতের মাধ্যমায়

যে-যে বৈশিষ্ট্য উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিশেষ দীপনায়
বিশেষত্বকে বিস্ফুরিত ক'রে
নিজ ও অন্যকে
এক-কথায়, সপরিবেশ নিজেকে
যে-অবদানে
পালিত, পোষিত, বর্দ্ধিত ক'রে তুলছিল—
তা' হারাবে,
নষ্ট পাবে তা',
ফলে, যোগ্যতাও নষ্ট পাবে,
দানব-হুঙ্কারে বেকার-সমস্যাও
অব্যাহত হ'য়ে চলন্ত হ'য়ে চলবে,
ক্রমদৈন্যে দীর্ণতায়
আত্মবিলোপ করতে হবে তোমাদের ;
বিবাহকে যদি ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে তোল,
বর্ণে, বিদ্যায়, যোগ্যতায় শ্রেয়,
বিশেষতঃ আবিলতাশূন্য বর্ণ, বংশ, বিদ্যার উপর
যে-যোগ্যতা দাঁড়িয়েছে—
যার যেমনতর প্রয়োজন—
তদনুপাতিক—
এমনতর বিশেষ পুরুষের সঙ্গে
তৎপরিপোষণী কুল ও চরিত্র-সম্পন্ন
বিশেষ কন্যাকে যদি পরিণীত না ক'রে তোল—
বিহিত সবর্ণ বা অনুলোমক্রমে,—
বিবাহ-বিচ্ছেদকে যদি প্রশ্রয় দাও,
সতীত্বের সমাধি যদি সৃষ্টি কর,—
তুমি, তোমার পরিবার, তোমার সমাজ,

তোমার রাষ্ট্রে
স্বসন্তানের অধিকারী হ'তে পারবে না
কিছুতেই ;
আবার, উপযুক্ত পুরুষের
বৈধী অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ
তথা বহু-বিবাহকে যদি বর্জ্জন কর,
তোমার কুলকন্যারা
নিজ বর্ণ ও আভিজাত্যকে অবদলিত ক'রে
অশ্রেয়-সংশ্রয়ী হ'য়ে
অপধ্বংসের জনয়িত্রী হ'য়ে উঠবে—
শ্রেয়তে শ্রদ্ধোৎসারিণী নিষ্ঠান্বিত সংশ্রয়কে
অবজ্ঞা ক'রে
তা' হ'তে বঞ্চিত ক'রে নিজেদেরকে,
ফলে, আত্মঘাতী অবলোপী সংঘাতের সৃষ্টি
অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে ;
প্রতিলোম-সঙ্গতিকে যদি নিরোধ না কর,
তা'কে যদি উচ্ছল চলনে চালাও,
তাহ'লে তোমার পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে
স্বসন্তানের আবির্ভাব তো হবেই না,
বরং পরিধ্বংসের বহুল আবির্ভাবে
তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
এমন-কি পারিবারিক সংশ্রয়ে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
নষ্টামির অভিসারে
বিনষ্টিকে আলিঙ্গন করতে হবে,
প্রতিলোম-সংস্রব হ'তে

যে-জাতকের সৃষ্টি হয়,
তা'দিগকে পরিধ্বংসী বলে,
পরিধ্বংসী জাতকের স্বতঃ-প্রাণতাই হ'চ্ছে ধ্বংস—
বিনাশ,
তা'দের বোধ ও কর্ম্ম-প্রবণতাই ওই,
সত্তার চাইতে প্রবৃত্তিকেই
তা'রা শ্রেয় ধ'রে নিয়ে
তা'রই অনুচর্য্যা ক'রে থাকে,
ফলে, সত্তার শীর্ণতায় আত্মবিলয় করা ছাড়া
উপায় থাকে না,
যা'র ফলে, রাষ্ট্রিক ও রাষ্ট্র সবই
বিনষ্টি-বিস্রোতা হ'য়েই চলে ;
তোমার যদি ঈশ্বরপ্রাণতা না থাকে,
ইষ্টীতপা যদি না হও,
পরিস্থিতিকে ইষ্টীতপা পরিচর্য্যায়
পুষ্ট, প্রবর্দ্ধিত ও সন্নিবদ্ধ ক'রে না তোল,
তোমার নিজের জীবনই
ক্লিন্নতায় অভিভূত হ'য়ে পড়বে,
আত্মসুখপ্রিয়তায় নিবদ্ধ হ'য়ে যদি চল,
পারিপার্শ্বিকের প্রতিটি ব্যষ্টির
তোমার সাধ্যমত
যথাপ্রয়োজন অনুচর্য্যাপরায়ণ না হও,
তোমার নিজের প্রয়োজনের মত
তাদের প্রয়োজনকে যদি না দেখ,
তা'দের সহায় না হও,
বা সাহায্য না কর,
বিরুদ্ধতাকে নষ্ট ক'রে

মিলন-উৎসারণী যদি না হ'য়ে ওঠ নিজে,
অহঙ্কার, মান বা মর্য্যাদার উপর
এতটুকু আঘাতে যদি শিউরে ওঠ,
আকৃষ্ট হও অন্যের প্রতি,
তা'দের বিনায়িত না কর,
তোমার জীবন-সমস্যা
কিছুতেই সমাধান লাভ করবে না,
কারণ, তোমার জীবনকে পুষ্ট করতে হবে
পরিবেশ হ'তে আহরণ ক'রে,
যে-বৈশিষ্ট্য হ'তে যেমন পেতে পার—
তেমনি নিয়ে ;
তাই, বৈশিষ্ট্যকে পুষ্ট ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দতাকে নিরাবিল ক'রে,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগের অনুকম্পী অনুবেদনায়
পরস্পরকে যদি অনুবদ্ধ ক'রে তুলতে না পার—
পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বদ্ধতায়,—
তবে তোমার ঐ পরিবেশ
অপুষ্ট ও অসংহত থাকায়
তোমার স্বচ্ছন্দতা জমাট বেঁধে উঠবে না,
সাবলীল চলনে চলতে পারবে না তুমি ;
এই পরিস্থিতির
এমনতর বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় সকলকে উদাত্ত ক'রে
ফুল্ল-সন্দীপনায়
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে
প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে

যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
জীয়ন্ত ক'রে তুলতে পারবে যেমন,—
তোমার সঙ্ঘ ও সমাজ-জীবনও
তেমনতরই দৃঢ়তর হ'য়ে উঠবে ;
সত্তাপোষণ-সন্দীপনাই হবে
সবার প্রাণন-পরিচর্য্যা,
তা' যদি না কর,
সঙ্ঘ ও সমাজ-জীবন অধঃপাতের দিকেই
গড়িয়ে চলবে,
তাই, তুমিও রেহাই পাবে না ;
তোমার ঐ সুনিষ্ঠ ইষ্টীতপা ব্যক্তিত্ব
তাদিগকে প্রভাবান্বিত ক'রে তুলুক,
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলুক,
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তুলুক,—
শ্রী, স্বস্তি ও স্বধা
ফুল্ল উদ্যমে
তোমাদিগকে অভিনন্দিত ক'রে চলবে,
নয়তো, বিপাক নির্ঘাত আঘাতে
তোমাদিগকে অবশায়িত ক'রে চলবে
অতিনিশ্চয় ;—
সাধারণতঃ এইগুলিকে অবলম্বন ক'রেই
বর্দ্ধনতপা হ'য়ে যা' করবে,
তা' আশিস্-অমৃত-প্রসাদে
সবাইকে জীয়ন্ত ক'রে রাখবে নিশ্চয়ই,
নয়তো, শাতনের দন্তুর আঘাত
বিদীর্ণ ক'রে তুলবে
তোমাদের সবাইকে ;

যখনই দেশে বা সমাজে
এর কোন একটার বা সবগুলির
যেমনতর অভাব হ'য়ে চলবে,
তখনই বুঝবে—
নিরাকরণী প্রস্তুতি
তোমাদের একান্ত প্রয়োজন,
তোমাদের প্রস্তুতির আলিঙ্গনে,
বাক্যে, কর্ম্মে সেগুলিকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলে
এই কলুষতাকে
একদম বিতাড়িত ক'রে তুলতে হবে,
নতুবা, বিপন্নতা
বিচ্ছিন্নতায় তোমাদিগকে
বিশীর্ণ ক'রে তুলবেই কি তুলবে,
নষ্ট পাবে তোমরা ;
এই শিক্ষায় অভ্যস্ত থেকে
সত্তাপোষণী যে-শিক্ষাই সঙ্গত ক'রে তোল না কেন—
সার্থক সন্দীপনায়,
সুসন্ধিৎসু অনুশীলন-তৎপরতায়,—
তা'ই-ই সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সর্ব্বেশ্বর,
ঈশ্বরই প্রভু,
বৈধী বিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়েই
সবাই ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে। ৪৯৯৫।
১৩।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৩৫

বোধি মানেই হ'চ্ছে
ভাবানুকম্পিতার সহিত জানা বা জ্ঞান,

ভাবানুকম্পিতায় সুসঙ্গতিসম্পন্ন যে-জ্ঞান
তা'কেই বোধি বলা যায়,
এর কোনটাকে বাদ দিয়ে
যখনই কোনটাকে প্রবল ক'রে তুলবে,
তোমার সত্তাসঙ্গত অহং
তা'র দ্বারাই অবষ্টব্ধ হ'য়ে
একটা সমত্বহারা বিকৃত চলৎশীল হ'য়ে চলবে,
তা' তোমার জীবনের মূল ভিত্তিকে
পরিপোষিত না ক'রে
সংঘাত-সজ্জায় তোমাকে শোভিত
ক'রে তুলবে ;
অন্তর্নিহিত যোগাবেগে
ভাবানুকম্পিতা-সন্দীপ্ত হ'য়ে
জ্ঞানকে আহরণ ক'রে
জীবনে বাস্তবায়িত ক'রে যদি না তোল—
সত্তাপোষণ-বর্দ্ধনার অনুদীপী অনুচর্য্যা নিয়ে
যোগ্যতার যজ্ঞ-হোমবহ্নিকে—বর্দ্ধনাকে
আমন্ত্রণ করতে-করতে,—
তা' কিন্তু নিরর্থক ;—
তা' তোমাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলবে না,
বরং সংহার-প্রস্তুতিকেই
প্রশস্ত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর যেমন প্রেম-স্বরূপ,
তেমনি জ্ঞান-স্বরূপ। ৪৯৯৬।

১৪।৩।১৯৫৩, ৩০শে ফাল্গুন, শনিবার,
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, সকাল ৯-৪০

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি
বা সুখে অনন্ত স্বর্গবাস—
জীবনের কাম্য কিন্তু তা' নয়,
জীবন চায় শ্রদ্ধোষিত উচ্ছল তর্পণায়
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
সুসঙ্গত আত্মনিয়মনী তাৎপর্য্যে
যা'-কিছুকে সম্বর্দ্ধনার পথে পরিচালিত ক'রে
সার্থক নন্দনায় আপূরিত ক'রে তুলতে নিজেকে
ঈশ্বরে—
অনুকম্পী আত্মনিবেদনী
অভিসারী দীপ্ত সম্বেগের ভিতর-দিয়ে,
তৎপর জীবন-যাগ-হোমের উচ্ছল আত্মাহুতিতে;
আর, উপভোগ ঐখানেই,
আনন্দ ঐখানেই,
কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বোধির
সাম্য-সংহত দীপনজ্যোতি ঐখানে;
তাই, রাগদীপনী অনুবেদনা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি,
সমস্ত শক্তি,
সমস্ত অনুকম্পী আবেগকে
সুসংহত তৎপরতায়
ইষ্টানুধ্যায়ী তদুপচয়ী অনুশীলনায়
নিয়োজিত কর,
আর, তা' হ'তে যা' আসে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে আহরণ কর—

অর্থান্বিত ক'রে যা'-কিছুকে
পারস্পরিক যোগসূত্র-নিবদ্ধতায়,
উদ্দীপ্ত আবেগ নিয়ে,
সুকেন্দ্রিকতায় সার্থক হ'য়ে ;
ঈশ্বরই পরম আবেগ,
ঈশ্বরই পরম হোতা,
ঈশ্বরই পরম হোম
আর, ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই জীবনসূর্য্য। ৪৯৭।

১৪।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-৪৫

দেহতত্ত্ব, কুলতত্ত্ব, নীতি-তত্ত্ব,
বেদ ও বিজ্ঞানের
আপ্তানুশাসন প্রয়োগ
সার্থক সংহতি-সন্দীপনায়
পুরুষ-পরম্পরায়
তোমার অনুস্মৃতি-অভিজ্ঞানের ভিতর-দিয়ে
অনুস্রোতা হ'য়ে
যা' চ'লে আসছে—
তোমাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমাসীন ক'রে,—
ঐ বৈশিষ্ট্যকে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সপরিবেশ প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের
যোগসূত্র-নিবদ্ধ
সুসঙ্গত সানুকম্পী বোধায়নী উদ্বর্দ্ধনাই হ'চ্ছে
বাস্তবিক সভ্যতা-সম্বর্দ্ধনী যাগ ;
একে যদি কোনপ্রকারে
সংঘাত-সংক্ষুব্ধ ক'রে

নিজের জীবনকে খরস্রোতা ক'রে চালাতে চাও,
ঐ অযুত বৎসরের অধিতপা সাত্ত্বিক-বিনায়ন
যা' তোমার বিধানে
ঔপাদানিক সঙ্গতিতে
বিন্যাস-সংস্থ হ'য়ে এখনও রয়েছে,—
সেগুলিকে একদম নিকেশ ক'রে ফেলবে,—
শৌর্য্যদীপ্ত যে সম্ভাব্যতা তোমার অন্তরে
নিহিত আছে—
কুলস্রোতা বৈশিষ্ট্যের জীবন-উদ্গতিতে,
তা'কে হারিয়ে ফেলবে একদমই,

নষ্ট পাবে তুমি,
নষ্ট পাবে তোমার ধর্ম্ম,
নষ্ট পাবে তোমার সম্বর্দ্ধনী কৃষ্টি-যাগ,
আদর্শ-বিচ্যুতি-অভিশাপে জর্জ্জরিত হ'য়ে
নরক-আগুনে আত্মাহুতি দিতে
অবশ চলনে চলতে থাকবে—
ব্যক্তিত্বহারা জানোয়ারের মত,
স্পর্দ্ধিত, মূঢ় ক্রীতদাসের মত
আত্মগৌরবী হ'য়ে
আত্মগর্ব্বিত হ'য়ে ;
যুগ-যুগ-স্রোতা সে-'তুমি'র
সন্ধান আর খুঁজে পাবে না,—
সে তুমিও নয়,
তোমার পরিবারও নয়,
তোমার সম্প্রদায়ও নয়,
তোমার সমাজও নয়,

তোমার রাষ্ট্রও নয়,
হবে একটা কিম্ভূতকিমাকার
গর্হিত-গর্ব্বী জানোয়ার-প্রায় মানবের মত,
তাই বলি, এখনও সাবধান!
আবার, একথাও স্মরণ রেখো—
ঐ জীবনীয় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'য়ে
উৎপাদন-বৃদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-নিরূপণ—
যতই কর না কেন,
তা' কিন্তু মানুষের লক্ষ্য নয়,
মানুষ চায় ঐগুলিকে
সুসঙ্গত সমীক্ষায় বিনায়িত ক'রে
সত্তাপোষণ-অনুবেদনায় প্রয়োগ করতে;
আর, তা'র ভিতর-দিয়ে নিজেকে,
পারিপার্শ্বিকের যা'-কিছু প্রতিষ্ঠানকে
নিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায় অভিদীপ্ত ক'রে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোলার ভিতরই আছে
ওগুলির সার্থকতা;
ঈশ্বরই জীবনজ্যোতি,
ঈশ্বরই বর্দ্ধন-সম্বেগ,
ঈশ্বরই আভিজাত্য-প্রতিভা,
ঈশ্বরই আত্মবিনায়নী বোধিচক্ষু। ৪৯৯৮।
১৪।৩।১৯৫৩, বেলা ১০টা

ব্যষ্টিবিধান যে-নৈতিক নিয়মনে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে,—
সমষ্টি কিন্তু তা' নয়কো,
ব্যষ্টিগত সন্ধিৎসার ভিতর-দিয়ে

আমাদের সমষ্টিসূত্রকে
পরিবীক্ষণায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে হবে,—
যা',
যে-বিশেষত্ব,
যে-নিয়মন,
প্রতিটি ব্যষ্টি তা'র মত ক'রে নিয়ে
উদ্বর্দ্ধনী অভিযানে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলতে পারে—
সহযোগী সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণায়,
তা' যদি না করতে পার,
তোমার সঙ্ঘ-জীবন ভঙ্গুর হ'য়ে চলবে,
কোন সঙ্ঘ-জীবন এমনতরভাবে
চলতে পারেনি,
চলেও না;
বৈশিষ্ট্য-অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
সমষ্টি-সম্বীক্ষণী তৎপরতায়
তা'র অন্তর্নিহিত সূত্রগুলিকে
সুসঙ্গত শালিন্যে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন,
তা'কে তেমনি ক'রে নিয়োগ কর,
আর, এই নিয়োজনা
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে তা'র মত গ্রহণ ক'রে
যা'তে ঐ বৈশিষ্ট্যকে
সার্থকতায় সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে—
পারস্পরিক যোগাবেগ-সম্বুদ্ধ সুসঙ্গত সঙ্গতি নিয়ে,—
সবার পক্ষে সবাই যা'তে
সার্থকতার-স্বার্থ হ'য়ে

ধৃতি-উৎসারণী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে,—
তা'ই-ই কর ;
তা' যদি না পার,
যত আয়োজনই কর,
তা' যত জলুসপূর্ণই হো'ক না কেন,
সব ভুয়া,
সবই ব্যর্থ হবে কিন্তু ;
অনাদির আদিই ঈশ্বর,
লীলায়িত নন্দনার নন্দিত স্পন্দন
ঐ ঈশ্বরেই নিহিত,
আর, ভক্তিই তাঁ'র স্ফুরণ-দীপনা। ৪৯৯৯।
১৪।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-১০

যা' তোমাকে আয়ত্ত ক'রতে হবে,
বিশেষ অন্তরাস ও অভিনিবেশ-সহকারে
নির্ভুল সঙ্গতি নিয়ে
এমনভাবে তা'কে আয়ত্ত ক'রে ফেল,
যা'তে তড়িৎ-দীপনায়—
সুন্দর ও সুসঙ্গত পরিবেষণে
তোমার মতন ক'রে
তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
তা'র পুনরাবৃত্তি করতে পার—
কথায় ও কাজে,
বোধ-সমীক্ষ সঙ্গতি নিয়ে,
দুরদৃষ্টির অতিশায়নী বিনায়নায় ;
এমন ক'রে যদিও আয়ত্ত ও আত্মস্থ ক'রে ফেল—
সম্যক বোধিবিনায়নায়,

তাহ'লে তা' আয়ত্ত করতে
যা'-যা' লেগেছে,—
ঐ-সব উপকরণের প্রয়োজন তোমার কাছে
অপরিহার্য্য হ'য়ে থাকবে না,
বরং সে-সবের সাহায্য বিনা
তোমার সুতৎপর সুব্যবস্থ সমাধানী তৎপরতা
তা' হ'তে আরো সুন্দরভাবে
আরো বাস্তবতায়
প্রদীপ্ত নন্দনায়
তা'কে অভিব্যক্ত করতে পারবে ;
আয়ত্তের গজ্‌রানি
আয়ত্তে সার্থক হ'য়ে ওঠে না কিন্তু,
যা'কেই আয়ত্ত করতে চাও—
তা'কেই ধারণ কর,
পালন কর,
ঐ ধারণ-পালন-প্রচেষ্টা
বোধ-বিধৃত হ'য়ে
অনুশীলন-তৎপরতায়
অধিগত ক'রে তুলবে তা'কে,
আর, যা' অধিগত করতে চাও,
তা' তোমার স্বভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ প্রভাবই আনবে আধিপত্য,
ঈশিত্বই আধিপত্য-স্বরূপ। ৫০০০।
১৪।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-৩০

তুমি যদি কুৎসিত বা অসৎ-নিরোধী অভ্যাসে
অভ্যস্ত না হও—

যেখানে তা' যেমনতরই হো'ক না কেন,
যা'কে বা যে-বিষয়ে
যত ভালই করতে যাও না কেন,
ঐ অভ্যাস-বিহীন অসতর্কতা
তোমাকে এমনতরই ঘায়েল ক'রে তুলতে পারে,
যা'র ফলে, তোমার ঐ সৎ-প্রদীপনা
বা শুভ-প্রদীপনার
নির্ব্বাণে আত্মবিলয় করতে বাধ্য হওয়া ছাড়া
আর উপায়ই থাকবে না ;
ঈশ্বরই বোধি,
ঈশ্বরই বোধবীক্ষণা,
ঈশ্বরই অসৎ-নিরোধী
সুতৎপর সম্বেদনী হোমবহ্নি। ৫০০৮।
১৪।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-৪৫

ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে,
তা'র সপরিবেশ আবেষ্টনের
প্রতিপ্রত্যেকের পক্ষে,
বিজ্ঞানই বল, সাহিত্যই বল,
আর দর্শনই বল,
তা'র প্রয়োজন যত হো'ক বা না হো'ক,
নৈতিক নিয়মনে
ব্যক্তিত্ব-গঠনের প্রয়োজনীয়তাই বেশী,
এই প্রয়োজনীয়তার মূল কেন্দ্রই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীয়ন্ত আদর্শ
বা আদর্শের জীয়ন্ত প্রভাব,
যা' স্বস্থ, সাবলীল চলনে এখনও চলছে ;

তাই, যত বিজ্ঞতাই অর্জ্জন কর না কেন,
শিল্পকলার পারদর্শিতার অভিযানে
যতই আন্দোলন সৃষ্টি কর না কেন,
প্রথমেই চাই ঐ আদর্শ,
ঐ আদর্শে অনুধ্যায়িতাপূর্ণ, আবেগসম্বুদ্ধ
আত্মবিনায়নী নৈতিক অনুশীলনী অনুচলন,
যা' সার্থক সঙ্গতিতে
আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
ব্যক্তিত্বকে সংগঠিত ক'রে তোলে—
সত্তাপোষণী সংস্থিতিতে অটল রেখে,—
যা'র ফলে, প্রবৃত্তির লুব্ধ কলুষ হাতছানিতে
সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
কেউ কিছুতেই হেলাদোলা না খায় ;
যা' কর,
গোড়ার এটুকুতে নজর রেখে ক'রো,
নয়তো, কোন অনুশীলনাই
সার্থকতাকে আবাহন করতে পারবে না ;
ঈশ্বরই ব্যক্তিত্বের পরমকেন্দ্র,
ঈশ্বরই নৈতিক নিয়মনী ধাতা,
ঈশ্বরই পূর্ণতার পরম-সম্বেগ । ৫০০২ ।
১৫।৩।১৯৫৩, ১লা চৈত্র, রবিবার,
অমাবস্যা, সকাল ৮-৪০

আমরা প্রতিটি ব্যষ্টিবিশেষেই
খতম হ'য়ে যাইনি,
প্রতিটি ব্যষ্টি
তা'র সমগ্র পরিবেশের অঙ্গস্বরূপ,

এই অঙ্গ হ'তে যতই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
স্বার্থসন্ধিক্ষু সঙ্কীর্ণতায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলবে,
ততই বঞ্চনার কুহক-আলেয়ায় লুব্ধ হ'য়ে
সত্তাকে সংঘাতক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে ;
এ-কথা ঠিকই জেনো—
এই পরিবেশ বা সমাজ-দেহের
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের যে-কেউই হো'ক না কেন,
বা যত কেউই হো'ক না কেন,
শুভ-সন্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যথাযথ পরিচর্য্যায়
উন্নতি-সন্দীপী অনুপ্রেরণায়
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে যত তোলা যায়,
তা'রা পরিবেশেরই বা তোমাদেরই
শুভ-সন্দীপনী সম্বর্দ্ধনী অঙ্গ
বা প্রাণন-প্রদীপনার পরম হোতা
হ'য়ে ওঠে ততখানি ;
তেমনি যা'রা কুৎসিত-আচারী,
সত্তা-সংঘাতী,
উচ্ছৃঙ্খলতার অনুচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রে
পরিবেশকে সংক্রামিত ক'রে তোলে,—
তা'রা কিন্তু শাতনেরই অনুচর—
নরকেরই কুহক-আবাহন—
তা'রা পরিবার, পরিবেশ বা সমাজ-জীবনের
কলুষ-স্বরূপ,
ব্যাধি-স্বরূপ,—
তা'দের যদি নিরাময় না কর,

কালে কিন্তু নষ্ট পাবে সবাই,
দীর্ণ, জীর্ণ হ'য়ে
তোমাদের জীবন জীয়ন্ত ভস্মে পরিণত হবে,
তাই, অন্যায় বা মন্দকে সহ্য করা মানেই হ'চ্ছে—
ঐ সংক্রামকদেরই সাহায্য করা,
তা'দের সহায় হওয়া,
তা'দের প্রবল ক'রে তোলা,
এর চাইতে পরম ভ্রান্তি আর কী আছে?
অন্যায়, অসংযম, পরনিন্দা,
অন্যকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলা—
ইত্যাদি যেখানেই দেখতে পাবে,
যে-কোন রকমেই হো'ক না কেন,
তা'কে তৎক্ষণাৎই সমীচীন নিয়ন্ত্রণে
আয়ত্তে আনতে একটুও ত্রুটি ক'রো না,
বিলম্বে বিষবাষ্প উদ্‌গীরণ ক'রে
তা' সমস্ত পরিবেশকেই
ধ্বংসে দোধুক্ষিত ক'রে তুলবে;
ওকে সহ্য করা, সায় দেওয়া,
নিরোধ না করা—
এর চাইতে বেকুবী আর কী আছে?
ঈশ্বরই বিধি-বিস্রোতা,
ঈশ্বরই বিধাতা,
তিনিই সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ন্যায়,
তিনিই পতিতের উদ্ধাতা। ৫০০৩।

১৫।৩।১৯৫৩, সকাল ৮-৫০

যদি নিজের মঙ্গল চাও,
পরিবার ও পরিবেশের মঙ্গল চাও,
প্রথমেই প্রয়োজন—
স্বকেন্দ্রিক, একানুধ্যায়ী
ইষ্টীতপা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গুচ্ছের অবতারণা করা,
সেই গুচ্ছগুলির প্রতিপ্রত্যেকে
ইষ্টানুগ চলনে আত্মনিয়মন ক'রে
পরিবেশের ভিতর সেগুলি
এমন ক'রে চারিয়ে দেবে,
যা'তে পরিবেশ উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
ব্যক্তিত্বকে গঠন ক'রে
অনুশীলনায় যোগ্যতাকে আহরণ করে,
এবং ঐ পরিবেশও অন্যকেও আবার
ঐ অমনি ক'রে
আত্মনিয়মনী তৎপরতায়
ব্যক্তিত্ব-গঠন ক'রে
যোগ্যতায় উদ্বর্দ্ধিত হ'তে
সাহায্য ও সম্বুদ্ধ ক'রে তোলে;
এই ছোট-ছোট গুচ্ছ যত বাড়িয়ে তুলবে—
পরস্পরকে সংহত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শানুবন্ধনে,—
ততই ভাল,
তা'রা সমস্ত সমাজ, সমস্ত রাষ্ট্রকে
এমনভাবে দক্ষকুশল তৎপরতায়
বিন্যস্ত ক'রে তুলতে পারবে—
তড়িৎ-দীপনায়,
যা'র ফলে, তোমার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র

সবগুলি একস্বার্থী আত্মবিনায়নায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
সহানুচারী সন্দীপনায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে
সামগ্রিকভাবে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,—
শান্তি ও সম্বর্দ্ধনা মলয়স্রোতা হ'য়ে
পরিবেশের সমস্ত দেশ ও রাষ্ট্রগুলিকে
অমনতর উন্মাদনায় উন্নত ক'রে তুলবে;
ঐ গুচ্ছগুলির সম্মিলিত সত্তা
ক্রমে-ক্রমে সুসঙ্গত বিধানে বিনায়িত হ'য়ে
রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের
প্রাণ-সঞ্চারণী সন্দীপনা হ'য়ে দাঁড়াবে;
ঈশ্বরই পরম আদর্শ,
ঈশ্বরই বিধি,
ঈশ্বরই বিধায়নার প্রাণসঞ্চারী সম্বেগ,
সংহতির পরম মন্ত্র। ৫০০৪।
১৫।৩।১৯৫৩, সকাল ৯টা

যুদ্ধবিগ্রহ মানব-জীবনের
কোন মৌলিক সমস্যাকেই
সমাধান করতে পারে না,
সে পারে একটা বিরাট সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
সংহত তৎপরতাকে
সংঘাতদীর্ণ ক'রে তুলতে,
আর, পারে, বর্দ্ধন-বিনায়িত না ক'রে
অত্যাচারের রোষঘূর্ণির সৃষ্টি ক'রে
অন্যের 'পর আধিপত্য-স্থাপন করতে—
তা'র সত্তার আধ্যাত্মিক সম্বেদনাকে

মূঢ় ক'রে,
বিমর্দ্দিত ক'রে,
নিষ্পেষিত ক'রে ;
তাই, আদর্শনিষ্ঠ হও,
ইষ্টানুগ অনুদীপনায় আত্মনিয়মন কর,
আত্মনির্ভরতাকে সুসম্বদ্ধ ক'রে তোল,
আর, ঐ সমস্যাগুলিকে সমাধান ক'রে
জীবনকে বিভব ও জ্যোতিতে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল ;
যুদ্ধ-বিরোধ সেখানেই প্রয়োজন,
যেখানে অসৎ-উদ্দীপনা
রোষ-উদ্গীরণ ক'রে
সবাইকে সংক্রামিত ক'রে তুলতে চলছে,—
নিরোধই হো'ক বা যুদ্ধই হো'ক,
তা'র প্রয়োজনীয়তা যদি কিছু থাকে—
তা' সেখানে,
তা' ছাড়া, তা'—
প্রেতদীপনার স্বার্থসঙ্কুল ডাইনী উত্তেজনা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ হ'য়েও অসৎ-নিরোধী। ৫০০৫।
১৫।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-১০

প্রত্যেকটি ব্যষ্টিই
প্রত্যেক হ'তে বিভিন্ন—
অসম,—
তা' দেহে, যৌন-সংগঠনে,
জীবনীশক্তি, বুদ্ধি ও যোগ্যতায়,
আহারে, বিহারে, চলন-ভঙ্গিমায় ;

কিন্তু তা' সত্ত্বেও
বোধবিকীরণী বোধিসত্তায়
আত্মিক সম্বেদনায়
বিভিন্ন হ'য়েও তা'রা এক,
যেমন শরীরের প্রতিটি কোষ,
প্রতিটি যন্ত্র বিভিন্ন হ'য়েও
জীবন যাপনী অনুবেদনায়
তা'রা একই আবেগ সম্পন্ন,
এবং প্রত্যেকে তা'র কর্ম্মে, চরিত্রে
অন্য প্রত্যেকেরই সহজভাবে পোষণ-বর্দ্ধনী—
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ;
তাই যে যেমনই হো'ক না কেন,
সৌষ্ঠব-সংগঠিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে অসম হ'য়েও
এই প্রাণন-দীপনী আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
সবাই সম ;
এই বৈশিষ্ট্য-ধাত্রী সত্তার
সাত্ত্বিক অনুদীপনার উপর দাঁড়িয়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্য-বিনায়নী মূলসূত্রকে উদ্ভিন্ন ক'রে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে
তা'র মত ক'রে বিনায়িত ক'রে তোল—
সম্বর্দ্ধনার সহযোগী উত্তরসাধক হ'য়ে ;
শান্তি স্বভাব-সন্দীপনায়
মূর্ত্ত-স্বধায়
তোমাদিগকে অভ্যর্থনা করবে,
আশীর্ব্বাদ করবে ;
ঈশ্বর প্রতিটি বিশেষে বিশেষ হ'য়েও
নির্ব্বিশেষ,

বিষম হ'য়েও তিনি সম,
বিচিত্র হ'য়েও তিনি ছন্দ-স্বরূপ,
উদ্বর্দ্ধনার অমৃত প্রস্রবণ,
সত্তা-সংরক্ষণী নিয়মনাবেগ। ৫০০৬।
১৫।৩।১৯৫৩, বেলা ৯-২০

তুমি কারও যদি শুভাকাঙ্ক্ষী
গুরুজন হিসাবে গণ্য হ'তে চাও,
তবে সম্ভ্রম-সমীহপূর্ণ দূরত্বকে
কুশল দক্ষতায় বজায় রেখে
অভিমানশূন্য স্নেহল-অনুচর্য্যী
শুভ-সমীক্ষ চলনে
নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে তোল—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনে অটুট থেকে ;
একটা শ্রদ্ধোষিত ভীতি-সঙ্কোচ
যেন তা'র অক্ষুণ্ণ থাকে,
সে ভী-সঙ্কোচনা আবার যেন
তোমার কাছে তা'র হৃদয় খোলায়
বাধা সৃষ্টি না করে,
তোমার প্রতি প্রীতি যেন তা'র আত্মনিয়ামক হয়,
তোমার তৃপণা ও তদনুগ বিন্যাস
তা'র জীবনের প্রথম ও প্রধান কাম্য হ'য়ে ওঠে—
যোগাবেগসূত্রকে অবলম্বন ক'রে ;
এমনতর যতই হবে,
সহজেই তা'র ব্যক্তিত্বের
শুভনিয়ামক হ'য়ে উঠতে পারবে সে নিজেই ;
নয়তো, এতটুকু ভেঙ্গে

তা'কে যতই নিকটতম ক'রে তুলবে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব তা'কে তখন আর
প্রলুব্ধ ক'রে তুলবে না,
ইষ্টীতপা ক'রে তুলতে পারবে না,
তৎ-প্রবোধনায় তা'কে উদ্দীপ্ত ক'রে
তুলতে পারবে না,
ক্রমশঃ তুমি তা'র যথেচ্ছ উপভোগের
সামগ্রী হ'য়ে উঠবে,
তা'র ফলে, তুমিও নষ্ট পেতে পার,
তা'রও নষ্টের পথ প্রশস্ত ক'রে তুলতে পার,
স্বেচ্ছাচারী অভিযানে
সে নিজেকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে পারে ;
ঈশ্বর পরম দয়াল,
আবার, শাতন-দীপনা যেখানে যেমন,—
সেখানে তিনি তেমনি ভয়াল,
তাই, তাঁকে একাধারে দয়াল ও ভয়াল ব'লে
অভিহিত করা হ'য়ে থাকে। ৫০০৭।
১৫।৩।১৯৫৩, বেলা ১০টা

পুরুষ ও নারী উভয়েরই অন্তরে
যোগাবেগ উৎকীর্ণ হ'য়েই আছে,
এই যোগাবেগ বিপরীতের প্রতি
সহজ-সম্বেগশালী,
পুরুষের যোগাবেগ নারীতে
সহজ-উচ্ছল যেমন—
নারীর অন্তঃস্থিত যোগাবেগও
পুরুষেও তেমনি সচ্ছল-সম্বেগী ;

পুরুষ-সম্বেগ স্থাস্নু, স্থিতিশীল,
নারী-সম্বেগ চরিষ্ণু, চলৎশীল,
সম্বর্দ্ধনাকে যদি স্থৈর্য্য-সম্বেগী ক'রে তুলতে চাও,
স্থির-প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে চাও—
তবে স্থাস্নু-সুসন্দীপ্ত প্রিয়পরমে অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগকে
তাঁতেই নিবদ্ধ ক'রে তোল;
আবার, ঐ স্থাস্নু প্রিয়পরম-অনুশ্রয়ী
সুনিয়ন্ত্রিত, সুসঙ্গতি-সম্পন্ন, উন্নত চরিত্র
পূজার্হ চরিষ্ণু যদি কাউকে পাও,
যিনি তোমাকে ঐ প্রিয়পরমেই
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারেন—
বৈশিষ্ট্যানুগ প্রেরণা-প্রণোদনায়,—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
সমীহপূর্ণ বিহিত ত্রস্ততায়
তাঁ'র অনুচর্য্যা কর;
ঐ স্নাস্নু প্রিয়পরম-অনুগ আত্মনিয়মনে
নিজেকে বিভব-সন্দীপ্ত ক'রে তোলার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
সুসঙ্গত সার্থক অন্বয়ে প্রমিত হ'য়ে
পরিপুষ্টি লাভ করবে,
গৌরব-গরীয়ান হ'য়ে উঠবে;
স্থাস্নুতে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে না—
এমনতর চরিষ্ণু যদি তোমার জীবনে
মুখ্য হ'য়ে ওঠে,
বিচ্ছিন্ন ছন্নতা বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে—
পৌরুষ-বিভব বা রজস্-বিভবকে

ব্যাহত ক'রে ;
অমনতর অনুরাগ সাংঘাতিক হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে শ্লথ ক'রে
ক্লিন্নতার পঙ্কে নিপাতিত ক'রে ফেলবে—
এ অতিনিশ্চয় ;
চরিষ্ণু যা'
তা' দূর হ'তেই মনোরম,
নিকটে উল্লম্ফী আবর্ত্তন-সঙ্কুল,—
যদি সে স্বাস্থ্য-অনুপ্রাণনায়
আত্মনিয়মন-তৎপর না হ'য়ে
ছিন্না স্বৈরিণীর মত
বিচ্ছিন্ন অনুধ্যায়িতা নিয়ে চলে ;
পূরয়মাণ স্বাস্থ্য যা',
তাঁর অনুচর্য্যা-নিরত নৈকট্য
সত্তাপোষণ-বর্দ্ধনী,
স্বস্তি-বিনায়ক,
স্বধার সামমন্ত্র,
বিবর্ত্তনের স্থিতি-সঙ্কুল
ধৈর্য্যদীপনী সংগঠন-সম্প্রেরক ;
ঈশ্বরই পরম-পুরুষ,
ঈশ্বরই বর্দ্ধনার হোতা,
ঈশ্বরই পরম স্বাস্থ্য—বশী। ৫০০৮।
১৫।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-২০

সত্তায় থাকে আত্মিক সম্বেগ,
প্রবৃত্তি-অনুচর্য্যা যেখানে

সত্তাকে খিন্ন ক'রে তোলে,
ঐ ক্ষীণ-প্রদীপ্ত আত্মিক-সম্বেগ
যেখানে সঙ্কুচিত ও শক্তিহারা হ'য়ে ওঠে,—
অজ্ঞ তমো-দ্যোতনার মতন
ভীতিও এগিয়ে আসে সেখানে ;
ঐ ভীতি
প্রাণন-আবেগকে শঙ্কিত ক'রে
আর্ত্ত ক'রে
শক্তিহীন ক্ষীণতেজা বোধিকে
উৎকণ্ঠ ক'রে তোলে—
প্রাণন-সংরক্ষণে ;
তাই, ঐ আত্মিক-সম্বেগের অপসারণা যেখানে,—
সেখানেই দয়াল ভয়াল ব'লে প্রতীয়মান হন ;
ঈশ্বর
অস্তিবৃদ্ধির যোগবাহী জীবন-সম্বেগ,
মরণেই তিনি বিশ্লিষ্ট। ৫০০৯।
১৫।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮-১৫

তুমি যদি সুনিষ্ঠ ইষ্টানুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
তোমার জীবনচলনাই
সমস্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠে,—
দেখতে পাবে—
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি
ইষ্টার্থ-পরিবেদনা নিয়ে
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন অন্বয়ী হ'য়ে

তোমার ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট ক'রে তুলছে—
সঙ্গতি-বিনায়নী উদ্দেশ্যে
স্থৈর্য্যভূমিতে সুদৃঢ় হ'য়ে
সুসঙ্গত অনুনয়নী ব্যবস্থিতিতে
সক্রিয় অভিদীপনায়,
দক্ষকুশল বোধি-তৎপরতা নিয়ে ;
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুদীপনায়
দক্ষকুশল বোধায়নী তৎপরতায়
ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে
ঐ ইষ্টার্থ-আপূরণ-তৎপর হ'য়ে
জীবনটা কেমনতর রঙ্গিল হ'য়ে উঠছে তোমাতে—
একটা প্রীতিচ্ছটা-বিকিরণী
চারিত্রিক চলনায় ;—
আর, এগুলি ক্রমশঃই
স্থৈর্য্যবান বিন্যাস-অনুদীপনায়
প্রেম, আত্মোৎসর্গ, পবিত্রতা,
নৈতিক চারিত্র্য-বিনায়ন
ও বোধিকুশল বিভা-বিকিরণে
বর্দ্ধন-সন্দীপী চলনায় ফুটন্ত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিভামণ্ডিত ক'রে
পরিবেশকে শ্রদ্ধোৎসারিণী জ্যোতিঃ-দীপনায়
উন্নতিতে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলছে ;—
এমনি ক'রে তোমার বোধি সুসঙ্গত অন্বয়ী
অভিদীপনায়
স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুদীপনায়
সজাগ হ'য়ে উঠবে ;
তখন বুঝতে পারবে—

মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য কী,
এবং বাঁচাবাড়াই যে তা'র কুশল ও প্রেয়—
সপরিবেশ সংহতি নিয়ে,—
স্ফুরণলাস্যে তা' জেগেই থাকবে
তোমার বোধিমর্ম্মে,
তুমি চলতে থাকবে সহজ চলনা নিয়ে
পরিবেশের প্রতিটি ব্যষ্টির
স্বার্থ-নিয়ামক পদক্ষেপে ;
বুঝতে পারবে—
ঐ পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যষ্টির
বর্দ্ধন-প্রদীপনী বাস্তব অনুচলনাই তোমার স্বার্থ,
আবার, তোমার অমনতর চলনাও
তা'দের পক্ষে তেমনি ;
বাহ্যজগতের সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তোমার অন্তর্জগতে সংঘাত-বোধনায় গজিয়ে উঠবে—
একটা অন্তর-বাহিরের মিলন-তৎপর
সুসঙ্গত সার্থক
বোধ-বিনায়নী ব্যক্তিত্ব ;
এর ফলে, অন্তরে ক্রমশঃই
তোমার ব্যক্তিত্বের একটা ভূমাবিকাশ
সৌর-দীপনায় গজিয়ে উঠতে থাকবে,
তুমি হ'য়ে উঠবে প্রতিটি ব্যষ্টির
সরাসরি জীবনস্বার্থ,
তোমারও জীবনস্বার্থ হ'য়ে উঠবে—
পরিবেশের প্রতিটি ব্যষ্টির শুভ-সন্দীপনা,
কোলাহলময় জীবনেও
এই আকুতি তোমাকে নিবিড় ক'রে রাখবে,

ঐ বেদনাই তোমাকে
ইষ্টার্থপরায়ণ ইষ্টীতপা ক'রে
লোককল্যাণে উচ্ছল ক'রে তুলবে,
তুমি তখন হবে
মানব-জীবনের সাকার মূর্ত্তি,
তোমার জীবনই হ'য়ে উঠবে
কল্যাণময়ী প্রেমপ্রতীক
বৈধী-বিনায়নী সুতৎপর সন্ধিক্ষু নন্দনার
পারিজাত-বিভব,
ব্যর্থতা যতই আসুক না কেন,
সে সম্ভ্রান্ত অভিবাদনে
সার্থকতার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
ধন্য হ'য়ে উঠবে তোমাতে;
ঈশ্বরই জীবন-কেন্দ্র,
ঈশ্বরই সার্থক সুসঙ্গত অনুবেদনা,
ঈশ্বরই ভক্তির যৌগিক বিকাশ। ৫০১০।
১৬।৩।১৯৫৩, ২রা চৈত্র, সোমবার,
শুক্লা প্রতিপদ, সকাল ৯টা

যাদের যত ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে ওঠেনি,
যা'রা জীবনে
সুকেন্দ্রিক কেন্দ্রানুধ্যায়িতা নিয়ে
আত্মনিয়মনায়
বোধসঙ্গতি-বিভবে
বোধিমর্ম্মকে সুসংস্থ ক'রে তুলতে পারেনি,
যা'দের জীবন যেমন বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত,
ভোগলুব্ধ অনুবেদনাই যাদের চালক হ'য়ে ওঠে,

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যা'রা তৎচলন-অনুদীপনায় চলৎশীল,
যা'দের আয়ুষ্কাল কম,
সত্তা-সংরক্ষণী অনুবেদনা
স্বকেন্দ্রিক বিনায়নায় অন্বিত হ'য়ে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠেনি,—
এমনতর যে-কোন জীবই হো'ক না কেন,
তা'রা শিশ্নোদর-পরায়ণ প্রবৃত্তি-অবষ্টব্ধ হ'য়ে
দুনিয়ায় আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন জাতীয়
উপভোগ-তৎপরতায়
যে-জীবনকে পরিচালিত করে,
তা'দের সন্তান-সন্ততিও তেমনতর হ'য়েই জন্মে,
আবার, তা'রা স্বাবলম্বীও হ'য়ে ওঠে সত্বরই,
জীবনকে জীবনদীপনায়
বোধিপ্রেক্ষায় বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে
স্ফুরিত করবার সংস্কার
তা'দের জৈবী-সংস্থিতিতে
ফুটন্তই হ'য়ে ওঠে কম;
যে-কোন জীবেরই হো'ক না কেন,
পুরুষ ও নারী পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক—
যেমনতর দেহে, মনেও তেমনি;
কিন্তু মানবেতর জীব যা'রা,
তা'দের বিশেষত্বই এই যে
তা'রা পিতামাতার উপর বেশী দিন
নির্ভরশীল না হ'য়ে
সহজেই স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠতে পারে;
কিন্তু মানবশিশুর বেলায়

তা' হ'তে অনেকখানি
তফাৎই দেখতে পাওয়া যায়,
পিতামাতার অন্বিত চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
পালন-পোষণায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলে
তা'দের বোধবিন্যাসকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে হয়—
অনুবেদনী কর্ম্মতৎপরতায়;
নয়তো, তা'দের শরীর ও বোধিমর্ম্ম
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে থাকে,
মানব হ'য়েও মানবেতর জীবের মতই
অনেকখানি বোধিহারা হ'য়ে পড়ে তা'রা,
তাই, ঐ পালন-পোষণার ভিতর-দিয়ে
পরিবেশের সংঘাত
ও আত্মিক-বিনায়নী সঙ্গতিতে
বোধদীপনী তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে মনুষ্যত্বে স্ফুরিত ক'রে তুলতে হয়;
তা'ই সুসঙ্গত পারিবারিক জীবনেরও
প্রয়োজন হ'য়ে ওঠে—
ঐ শিশুর পালন-বর্দ্ধনী
পারিবেশিক উপকরণ-হিসাবে,
পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক সংহতিও
তাই অতীব প্রয়োজনীয়,
এই অচ্যুত যোগনিবদ্ধতা
যেখানে যত ভঙ্গুর—
সন্তানের বোধিমর্ম্মও সেখানে তত
ফাটলসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গতিহারা বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে;

আবার, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ-বিচ্ছিন্ন হ'লে
তা'দের জীবন যেমন ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে,
জাতকের বেলায় সেটা আরও তীব্র হ'য়ে ওঠে,
সেইজন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যভিচারী অনুক্রমণে
মানব-শিশুর পক্ষে
সাংঘাতিক সর্ব্বনাশা হ'য়ে দাঁড়ায়,
আর এতে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সবাই
এমনতর বিকট বিকৃতচলৎশীল হ'য়ে চলে,—
যা'র ফলে, সেই দেশ, সমাজ বা পরিবারকে
জন্তুশালা ব'লে আখ্যায়িত করলে
ভ্রান্তি কমই হবে ;

তাই সাবধান !
যদি ভাল চাও,
নিজেরাও ভাল থাকতে চাও,—
অমন সর্ব্বনাশা ব্যভিচার নিয়ে
জীবন-যাপন করা অপেক্ষা
গর্হিত আর কী আছে—
তা' বলাই কঠিন,
তা' করতে যেও না কখনও ;
নিজেরাও সুখী হও,
সন্তান-সন্ততিও শুভ-সন্দীপী জীবন নিয়ে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী অনুকম্পার পরিস্রুতিতে
পবিত্র হ'য়ে ;
ঈশ্বর অচ্যুত,
ঈশ্বরই জীবন ও যোগদীপনা। ৫০১১ ।
১৬।৩।১৯৫৩, বেলা ৯-৩০

তোমরা যদি ইষ্টার্থপরায়ণ না হও,
জীবনকে ইষ্টীতপা ক'রে নিয়ন্ত্রিত না কর,
তোমাদের ঐ ইষ্টীতপা অনুবেদনা
প্রীতিবিভায় উৎসারিত হ'য়ে
জীবনবর্দ্ধনী অনুশ্রয়ী সম্বেগ নিয়ে না চলে,
তা হ'লে
তোমাদের সংহতি
একটা আত্মস্বার্থ-প্রলুব্ধ যান্ত্রিক সংগঠন
ছাড়া আর কিছুই হ'য়ে উঠবে না,
প্রত্যেককেই ঐ আত্মস্বার্থ-সংক্ষুধ
শোষক ক'রে তুলবে,
এই সক্রিয় শোষণ-প্রবণতা
পরস্পরের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
প্রত্যেককেই অমনতর ক'রে তুলবে,
প্রত্যেকেই বাঁচতে চাইবে
প্রত্যেককেই শোষিত ক'রে,
ফলে, তাদের প্রত্যেকে হ'য়ে উঠবে
প্রত্যেকের পক্ষে
সজীব কর্কটকের মতন,
হত হবে সেও,
হত করবে অন্যকেও ;
কিন্তু ঐ ইষ্টীতপা অনুবেদনায়
নিরাশী, নির্ম্মম, উপচয়ী
তদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয় উত্তমী অনুবেদনা নিয়ে
যদি কোন সংগঠন সৃষ্টি হয়,
তা' হবে জৈবী-সংগঠনের মতন,—

তোমার শারীরিক বিধানে যেমন
উপাদান-অন্বিত প্রতিটি কোষ
আলাহিদা হ'য়েও
যোগনিবদ্ধ হ'য়ে
নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে
পরস্পর পরস্পরের অনুবেদনায়
বিহিত ক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
একটা বিধানের সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে,—
যে-বিধানে উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে—
জীবন-সম্বেগ,
প্রাণন-আকূতি,
আত্মবিন্যাসী অনুবেদনী সুসঙ্গত সমঞ্জসা
অন্বয়ী অনুকম্পা,
সুবিন্যস্ত কোষরাশি—
পরস্পর পরস্পরকে বাঁচিয়ে রাখার আকূতি নিয়ে,
একটা আকণ্ঠ আগ্রহের ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় হ'য়ে ;
আর, ঐ যোগাবেগ প্রেমঘন হ'য়ে
কোষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাত্ত্বিক নিবদ্ধতায়
সুকর্ম্মা ক'রে তুলেছে যেমন প্রত্যেককে,—
ঐ সংগঠনেও তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
এতে পরস্পর পরস্পরের শোষক হ'য়ে উঠবে না,
পরস্পর পরস্পরের জীয়ন্ত কর্কটকের মত
হ'য়ে উঠবে না,
হবে পরস্পর পরস্পরের
পরিপালক, পরিপোষক, পরিপূরক,—
যা'র ফলে, ঐ সংহত বিধান

স্বতঃ-সুবিধায়নায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
বর্দ্ধনার সলীল লাস্যে
হাসি ফুটিয়ে তুলবে প্রত্যেকেরই অন্তরে—
নন্দনার আলাপ-স্পন্দনায়,
কর্ম্মের কুশল তাৎপর্য্যে,
বোধির দক্ষকুশল চাতুর্য্য-নৈপুণ্যে,
আর, এমনতর যে সঙ্ঘ বা সংহতিতে
ঐ ইষ্টার্থদীপনা যত প্রবল হ'য়ে উঠে চলে—
তা'র আয়ুষ্কালও
তেমনি নিরূপিত হ'য়ে চলে
বলিষ্ঠ গঠনের ভিতর-দিয়ে ;
নয়তো, জাহান্নমের আকণ্ঠ আকর্ষণে
ঐ যান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য
তা'রই দন্তুর ব্যাদানে
আত্মবিলয় ক'রে থাকে,
দুঃখ, ক্লেশ, দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু
লোলজিহ্বায় ঘুরে বেড়ায়
শৃগাল, শকুনী, গৃধিনীর মত ;
ভেবে দেখ,
বোঝ,
যা' ভাল বিবেচনা কর,
তা'ই কর ;
ঈশ্বর বিধিস্বরূপ,
বিধান-বিনায়নায় তিনি বিধাতা,
তিনিই ধাতা,
তিনিই ধৃতি,
তিনিই বল,

তিনিই বীর্য্য,
সুসঙ্গত সমাহারী সম্বেদনার ভিতর-দিয়ে
তিনিই শক্তি,
তিনিই পরাক্রম। ৫০১২।
১৬।৩।১৯৫৩, বেলা ৯-৫০

বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
শরীর-বিধানকে, দেহযন্ত্রকে
উপযুক্তরূপে সুবিন্যস্ত ও সুক্রিয় না করতে পারলে,
সুকেন্দ্রিক অনুবেদনায়
নিয়মন-তৎপরতায়
তদনুগ-বিন্যাসে
বিনায়িত না করতে পারলে
আত্মিক-সম্বেগও তেমনি
সুসংহত হ'য়ে উঠতে পারে না,
আর, সূক্ষ্মতম অনুবেদনাকেও
বোধিদীপনায় গ্রহণ ক'রে
বিহিত বিনায়নে
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনে নিয়োজিত করা যায় না,
এটা যেমনতর তোমার নিজের পক্ষে,
পরিবেশের প্রত্যেকের পক্ষেও তেমনি,
আর, এই সুকেন্দ্রিক অনুবেদনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে-সংহতি উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
তা' কিন্তু বিধান-বিভবই,
আর, সুকেন্দ্রিক সন্ধিৎসা নিয়ে
সূক্ষ্মতম-উপলব্ধি-ধারণক্ষম হ'তে হ'লেই
ঐ বিনায়না নিতান্ত প্রয়োজন,

তাই, জীবনবর্দ্ধনী বিধির অনুবর্ত্তিতা—
সদাচার-পরিপালন—
প্রথম ও পবিত্র কর্ত্তব্য,
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
ঈশী-ইচ্ছা সম্বেগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে—
সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বের
বিনায়িত বোধিমর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে ;
ঈশ্বরই বোধিসত্ত্ব,
বোধিমর্ম্ম ঈশ্বরের ধৃতি-আসন,
আর, আত্মিক-সম্বেগেই
তিনি অনুস্রোতা হ'য়ে
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠেছেন
সব যা'-কিছুতে। ৫০১৩।
১৬।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-৫

মানুষের প্রয়োজন ও করণীয় সম্পর্কে
সুসঙ্গত বিহিত বোধ ও তদনুগ বিনায়ন—
তাই হ'চ্ছে
বোধিমর্ম্ম বা ব্যক্তিত্বের বাস্তব প্রকাশ,
যেখানে প্রয়োজন আছে,
করণীয় নাই,
দাবী আছে,
দেওয়া নাই,
বিহিত চলন নাই—
অথচ মর্য্যাদা-প্রলোভন আছে,—
তা' কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ অহং-এরই

অস্তি-আকুতি ছাড়া কিছুই নয়কো ;
মানব-ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুবেদনী অন্বিত
তপ-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে—
আত্মবিনায়নী পরিবীক্ষণায়,—
সুসঙ্গত বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে,
বাক্যের ভিতর-দিয়ে,
ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে,
সৌজন্য-আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে ;
যেখানে এগুলি সব অসমঞ্জসা,
সেখানে মানবীয় অধিকারের দাবী-দাওয়া
অনভ্যস্ত অকর্ম্মক অহং-লালসা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
এমনতর চাহিদার পাওয়াও
প্রাপ্তিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারে না,
কারণ, তা' যোগ্যতার মর্য্যাদাকে বহন করে না ;
আকুতি-সম্বুদ্ধ অনুবেদনী অনুশীলনার
কেন্দ্রার্থপরায়ণ সুচেতা পটুত্বই
বহুদর্শিতাকে আহরণ ক'রে
বোধি ও প্রীতিকে সজাগ-সম্বুদ্ধ ক'রে
যোগ্যতাকে জীয়ন্ত ক'রে তোলে,
অর্জ্জন সেখানে উর্জ্জী-তৎপর হ'য়ে
আত্মনিবেদন-অভিসারে
বিভব-মুখর হ'য়ে ওঠে,
তাই, সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
ইষ্টীতপা অনুবেদনায়
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে

যোগ্যতাকে আহরণ কর—
সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সার্থক-সন্দীপনা,
ঈশ্বরই নন্দনার স্পন্দন-সম্বেগ,
ঈশ্বর কর্ম্মের প্রেমসন্দীপনী সক্রিয় অনুপ্রেরণা,
ঈশ্বরই প্রেমস্বরূপ। ৫০১৪।
১৬।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-১৫

যেখানে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম প্রেরিত-পুরুষোত্তম
মানুষের ধর্ম্মযন্তা হ'য়ে
জীয়ন্ত বিগ্রহ হ'য়ে অবতীর্ণ হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি,
তিনিই ধর্ম্ম,
তিনিই মানুষের কৃষ্টি-অনুপ্রেরক,
তিনিই মানুষের অর্থ,
তিনিই মানুষের কামনা,
তিনিই মোক্ষের প্রদীপ্ত প্রতীক,
তিনিই জগতের আলো ;
তিনি কোন সম্প্রদায়-নিবদ্ধ থাকেন না,
বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আসেন না,
বরং তাঁতেই আত্মনিবেদন ক'রে
প্রীত হ'য়ে ওঠেনি যে-সম্প্রদায়,
সেইগুলিই অহংদীপ্ত আত্মম্ভরিতায় নিমজ্জিত
সঙ্কীর্ণ সংহতি ;
এক কথায়, যে-সম্প্রদায়ে তিনি নাই,
ঐ জীয়ন্ত ঈশ্বরের নরবিগ্রহ যেখানে

উপাসিত হন না,
অনুচর্য্যাপুষ্ট হন না,
অনুদীপনী পরিক্রমায়
উদ্গতিশীল হ'য়ে ওঠেনি যা'রা,—
সাম্প্রদায়িকতা আছে সেখানেই ;

তিনি লোকধাতা,
তাঁতে ধৃতিমান যাঁরা—
তাঁরাও লোক-উদ্ধাতা,
তা' তাঁরা সম্প্রদায়েরই হউন,
আর অসম্প্রদায়েরই হউন ;

ভ্রান্ত তা'রাই,
উদ্ধত আহাম্মক তা'রাই,
তাঁকে যা'রা সম্প্রদায়ভুক্ত ক'রে
গণ্ডীবদ্ধ ক'রে
প্রবৃত্তিতান্ত্রিক নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
একটা গণ্ডী সৃষ্টি করে ;

তাঁ'কে গণ্ডীবদ্ধ মনে ক'রে
তা'রাই যে অপগণ্ড গণ্ডীতে নিবদ্ধ হয়,—
তা'দের অন্তর্নিহিত মূঢ় বোধির
অনুমেয়ও তা' নয়কো,
তাই, হতভাগ্য তা'রা,
ভাগ্যহীন, আত্মপ্রবঞ্চক, ক্লেদক্লিন্ন তা'রা ;
ঈশ্বর সর্ব্বাপূরক,
ঈশ্বর জীবন-উদ্ধাতা,
ঈশ্বর অমৃতস্বরূপ। ৫০১৫।
১৬।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-৩০

নিষ্ঠা, যোগাবেগ, আহার,
সংস্রব ও সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
জীবন পরিবর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত হ'তে থাকে,
আর, এই হ'চ্ছে
প্রকৃতির অযৌন জনন-পদ্ধতি। ৫০১৬।
১৬।৩।১৯৫৩, বিকাল ৩-৩০

জীব-জীবনের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যে অনুধ্যায়ী আগ্রহ নিয়ে
অন্তরাস-অনুশীলনে চলতে থাকে,
বিধানের কৌষিক উপাদান-সংস্থিতিও
ধীর পদবিক্ষেপে
তদনুগ-বিন্যাসে অন্বিত হ'তে থাকে,
ফলে, তা'র চরিত্রেও তদনুগ গুণের
বিকাশ হ'তে থাকে—
তা'র পরাবর্ত্তনে অনুক্রমণশীল
অনুধায়িনী রূপ নিতে-নিতে ;
এতেই দেখতে পাওয়া যায়
কোন বিশেষের ভিতর
বিশেষ প্রকৃত অনুবেদনা
বৈধানিক পরিবর্ত্তন সৃষ্টি ক'রে চলেছে—
তদ্‌গুণে গুণান্বিত হ'য়ে,
তা'র রূপের আভাতে প্রভান্বিত হ'য়ে,
এই হ'চ্ছে অযৌন জনন-ক্রিয়া
বা প্রত্যয়নী প্রক্রিয়ার বিধি ;
আর এমনি ক'রেই,

কোথায়ও হঠাৎ
অন্তর্নিহিত অতিশায়িনী যোগাবেগ হ'তেই
অজ্ঞাতসারে
অসাধারণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, বুঝতেই পারা কঠিন হয়—
কোথা হ'তে,
কেমন ক'রে, কী হ'য়ে
কী রূপে এর আবির্ভাব হ'লো ;
তাই, জীবন-সম্বেগ যখন
শ্রেয়নিষ্ঠ অনুরাগ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ক্রিয়মাণ ছন্দ-বিনায়িত হ'য়ে চলে—
বর্দ্ধনায়,—
জৈব-বিধানও বিধি-বিনায়নায়
তদনুপাতিক বিধায়িত ও রূপায়িত হ'য়ে ওঠে—
তদর্থানুচলনী অন্তর-বাহিরের
এই যোগ-সম্বন্ধের ভিতর-দিয়ে :
লীলা লাস্যের সলীল সঙ্গমে
এমনি ক'রেই সেই পরম যিনি
রূপ হ'তে রূপে
আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে চলেছেন—
বিধিনিয়মনী ছন্দায়িত সামসঙ্গীতে,
বিরমণ ও উদ্গতির
সংসৃজনী যাজ্ঞিক হোম-অনুসৃত পথে ;
ঈশ্বরই বিবর্দ্ধনার আধার,
ঈশ্বরই বর্দ্ধনা,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনের ধাতা। ৫০১৭।

১৬।৩।১৯৫৩, বিকাল ৪টা

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমকে স্বীকার ক'রে,
গ্রহণ ক'রে,
বা তাঁ'তে আত্মোৎসর্গ ক'রে
তঁদনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায় তঁত্তপা হ'য়ে
সুসঙ্গত তৎপরতার সহিত
নিজদিগকে বিনায়িত না ক'রে
বা উদ্ধত অবজ্ঞায়
প্রবৃত্তির পাশব খেয়ালে
নিজেদের বিহ্বল ক'রে
তঁত্তপা অনুচর্য্যায় বিরত হয়,
বিশ্বস্ত অনুবেদনাকে ব্যাহত ক'রে
ব্যতিক্রম-আচারী হ'য়ে ওঠে,—
হতভাগ্য তা'রা ;—
হতভাগ্য তো বটেই,
তা' ছাড়া, অস্তি-বৃদ্ধির দূষক হ'য়ে
তা'রা গণ-সংহতিকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,—
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আচার, আয়ু ও উদ্বর্দ্ধনাতে
যুগপৎ সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
শাতন-দীপনায়
সংহারকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
তা'রা যেমন আত্মবঞ্চক,
পরবঞ্চকও তেমনি,
প্রতারণা-পরামৃষ্ট হৃদয় তা'দের
সংঘাত-উপঢৌকনই আমন্ত্রণ করে,
যদিও তা'রা তা' চায় না ;
এইভাবে মানুষের ক্ষমা-লাভে ব্যাহত হ'য়ে

তা'রা মানুষকেই দোষ দিয়ে চলে,
এবং ঈশ্বর কবে তা'দের এই যন্ত্রণা হ'তে
মুক্ত ক'রে তুলবেন,
অধীর হ'য়ে তা'রই প্রতীক্ষা করে,
এই আগ্রহ যদি কখনও তাদিগকে
ইষ্টানুধ্যায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
তখনই তা'রা মুক্তির পথ পায় ;
ঈশ্বর করুণাময়—
চির ক্ষমাশীল,
যোগনিরত অন্তরের ভর্গদেবতা তিনি,
তিনিই ধারণ-পালনের স্থিতিসম্বেগ,
আধিপত্যের উদাত্ত আহ্বান,
পরাৎপর তিনিই,
পরমেশ্বর তিনিই। ৫০১৮।
১৭।৩।১৯৫৩, ৩রা চৈত্র, মঙ্গলবার,
শুক্লা দ্বিতীয়া, সকাল ৯-৪৫

যা'রা ঈশ্বরের মূর্ত্ত প্রেরণাকে
অস্বীকার করে,
অবজ্ঞা করে,
বা নিঃশেষে অবশায়িত করে,
তা'রা ঈশ্বরের উদাত্ত প্রেরণা-প্রবুদ্ধ নয়কো,
নিজেদের সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি-অনুধ্যায়িতারই
উপাসনা ক'রে থাকে তা'রা—
ঈশ্বরের নামে—
একটা কেন্দ্রহারা গণ্ডীর সৃষ্টি ক'রে ;
ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা মূর্ত্ত হ'য়ে

যখনই যে-যুগে
মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হ'য়ে ওঠেন—
প্রাচীনের সুসঙ্গত অনুবন্ধনী সূত্রে
নিজেকে পরিমিত ক'রে,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুবর্ত্তনী বর্দ্ধনার
হোমবিভা নিয়ে,—
তখনই তিনি শীর্ষ,
তখনই তিনি পূর্ব্বতনের আপূরয়মাণ
উদাত্ত অনুবেদনা,
প্রীতিপ্রদীপ্ত সার্থক-সঙ্গতির বিনায়িত বোধিমর্ম্ম ;
তাই, তিনি পূর্ব্বতনদিগেরও
আপূরয়মাণ অন্বিত ব্যাখ্যা,
পূর্ব্বতনেরই পরম প্রতিষ্ঠাতা,
জীবন-বর্দ্ধনার জাগ্রত অনুদীপনা,
যোগ্যতার অভিজৃম্ভী অনুপ্রেরণা,
পরস্পরের আত্মিক শৌর্য্যদীপনী
পরাক্রমী অনুবন্ধ,
তাই, তাঁর ঐ মূর্ত্তিমান প্রেরণাকে
যা'রা অস্বীকার করে,—
ঈশ্বরকেও তা'রা অস্বীকার ক'রে থাকে ;
ঈশিত্ব চিরস্রোতা,
তাঁর মূর্ত্ত প্রেরণাও তাই কোথাও স্তব্ধ
বা নিঃশেষ হ'য়ে যায় না ;
ঈশ্বর প্রেম-প্রদীপ্ত, সবারই জীবন-মর্ম্ম,
আবার, তিনিই প্রেরণা-প্রদীপ্ত লোক-উদ্ধাতা,
তিনিই মূর্ত্ত প্রতীক—শাশ্বত সুন্দরের। ৫০১৯।
১৭।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-৩০

তোমার যে-কোন প্রবৃত্তি হো'ক না কেন,
যেমন তোমার কাম,
তা' যদি বিন্যাসী-অনুশাসনকে ভঙ্গ করে—
এমনতর সংস্রবগ্রস্ত হয়,
তবে তা' অপরাধ, অশিষ্টাচার,
আবার, ঐ কাম যদি বিধি বা ধর্ম্ম বিগর্হিত
সংস্রবে অন্বিত হ'য়ে থাকে,—
তা' পাপের ;

অপরাধের যা'-কিছু
তা' যদি কল্যাণকর হয়,
শুভপ্রদ হয়,
তা' অপরাধের হ'য়েও অপরাধধর্ম্মী নয়কো,
কিন্তু বিধিবিগর্হিত বা ধর্ম্মবিগর্হিত যা'—
পাপের যা',—
তা' কোনদিনই কল্যাণবাহী হয় না,
চিরদিনই তা'
ব্যষ্টি, পরিবার ও সমাজের ভিতর
সংঘাত সৃষ্টি করে ;

ঈশ্বর শুভঙ্কর—
কল্যাণগোপ্তা—
স্বস্তির সাম-স্বধা। ৫০২০।
১৭।৩।১৯৫৩, বিকাল ৪-৩০

ঈশ্বর জীবনেরই মর্ম্ম—
মরণের নয়। ৫০২১।
১৭।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

বোধবীক্ষিত তাত্ত্বিকতা অন্বিত হ'য়ে
স্থসঙ্গত বিন্যাস-অভিদীপনায়
সত্তায় প্রকট হ'য়ে ওঠে যখন
অন্তর্দৃষ্টিতে—
বাস্তবে সলীল ও সক্রিয় সংহতিতে,
স্বাদন-সন্দীপনায়,—
রসবোধও উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তখনই,
ভজন-ভঙ্গিমায় ভক্তিও
আরতি-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরই মুক্তি-সম্বেগ,
ভজন-বিনায়নী অনুচর্য্যা,
প্রেমের প্রিয় আরতি। ৫০২২।
১৭।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

অচ্যুত অন্তরাসী আগ্রহ-অনুদীপনী অনুচর্য্যা,
তদর্থী অনুশীলনা
ও পারিবেশিক প্রেরণা-প্রদীপ্ত সংঘাত
ইত্যাদির সমাবেশ—
সক্রিয় অনুদীপনায়
বিধানের অন্তর্নিহিত কোষ-সঙ্গতির
ঔপাদানিক বিনায়নাকে
তদনুগ অধিগমনী তাৎপর্য্যে
বিন্যাস ক'রে থাকে,
অন্বিত ক'রে থাকে ;
ফলে, মানুষের আন্তরিক গঠনও
তেমনতর হয়,
ভাব ও বোধদীপনাও অমনতরই

তৎপরতা লাভ করে,
ঈপ্সা, অনুকম্পা ও আন্তরিক আবেগও
তদনুগ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি ক'রে চলে,
আর, তা'কেই কেন্দ্র ক'রে
প্রবৃত্তিগুলিও মালাকারে গ্রথিত হ'য়ে ওঠে ;
তাই 'যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী',—
তোমার অন্তরস্থ ঈশী-সম্বেগকে
যাদৃশ অনুবেদনায় অনুশায়িত ক'রে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে উঠবে,—
হবেও তা'ই,
পাবেও তা'ই ;
ঈশ্বর কল্পতরু,
সৃজনার আত্মিক সম্বেগ তিনি,
যোগবাহী ও যোগারূঢ় হ'য়ে
করার আবর্ত্তনে
হওয়াকেও প্রভাবিত ক'রে থাকেন তিনি। ৫০২৩।
১৮।৩।১৯৫৩, ৪ঠা চৈত্র, বুধবার,
শুক্লা তৃতীয়া ও চতুর্থী, সকাল ১০-১৫

সৎ-আবেগ—তা' যেমন ক'রেই হো'ক—
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে যখনই,
তখন থেকেই যদি তা'কে
তা'র ইন্ধন যোগাও,
অনুশীলনায় পরিপালন কর,—
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তা'—

চরিত্রকে বিনায়িত ক'রে,
অভ্যাসে যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে;
সার্থকতার তুকই ঐ। ৫০২৪।
১৮।৩।১৯৫৩, সকাল ১০-৩০

কোন বিষয়ে সুসন্ধিৎসু হ'য়ে
তা'র বাস্তবতা নির্ণয় করতে হ'লে
তা'কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ,
আর, তা' থেকে কী হ'তে পারে—
উপপদী দুরদৃষ্টি নিয়ে
তা' ধারণা কর,
সুসঙ্গত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
সংশ্লেষণী বিধায়নায়
তা'র সমাবেশ ক'রে দেখ—
ফলে কোথায় কী দাঁড়ায়,
এবং তা' তোমার পক্ষে
কতখানি সত্তাসঙ্গত উপযোগী বা অনুপযোগী,
আর, অনুপযোগী যা'
তা' কোথায় কেমন ক'রে
নিরুদ্ধ বা ব্যাহত করতে হবে;
আবার, সঙ্গতির অভাব যেখানে,
কেমন ক'রে, কোন্ বিনায়নায়
কি ক'রে তা'কে আপূরিত করলে
তা' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠে—
সার্থক অন্বয়ে,
বোধবীক্ষণী অনুধাবনায় সেগুলিকে দেখে,

তেমনতরভাবেই তা'কে নিয়ন্ত্রিত কর,
নিয়ন্ত্রণ-সার্থকতায় এমনি ক'রেই
তা'কে নিটোল ক'রে তোল;
এই বিনায়নী বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
বিধি-উৎসৃষ্ট যে-বোধের সৃষ্টি হবে,—
সেই বোধই বহুদর্শিতার সার্থক মর্ম্ম;
নয়তো, অসঙ্গতিপূর্ণ কতকগুলি এলোধাবাড়ি চিন্তায়
নিজের স্বকল্পিত ধারণাকে
যদি পরিচালন কর,—
তবে তোমার ঐ মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করবে
একটা মিথ্যার অবাস্তবতা,
তোমার মস্তিষ্ককেও অমনতরই অবাস্তব বিনায়নে
পরিচালিত করবে তা,'
তুমি ব্যর্থ, বিভ্রান্ত ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
নিজের বোধি-সত্তাকেও
বিপাক-বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে,
আহাম্মকী বিজ্ঞতায় নষ্ট পাবে;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই
সুসঙ্গত ছন্দ-বিনায়িত বাস্তব বিধায়না,
তাই তিনি বিধাতা,
তাই-ই তিনি বিধি। ৫০২৫।

১৮।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-৪৫

যা'রা আপ্যায়না জানে না,
অথচ সৌজন্যের বড়াই করে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব ভদ্র-বিনায়িত নয়কো। ৫০২৬।

১৮।৩।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪০

ইষ্টার্থে যা'রা
সরাসরি অন্তরাসী হ'য়ে ওঠেনি,
ঐ ইষ্টার্থই মুখ্য-স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি যা'দের,
তা'রা যে শুধু
নিজেদের প্রবঞ্চিত ক'রে তুলবে—
আসক্তির শীত কুঞ্চনে,—
তা' নয়,
ব্যর্থতার বিদ্রূপ-কটাক্ষ
তা'দের জীবনে শোচনীয় গ্লানির সৃষ্টি করবে—
তা' কিন্তু প্রায়শঃই। ৫০২৭।
১৮।৩।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-৩০

আত্মসম্ভ্রম আভিজাত্যে যতক্ষণ
সঙ্গতিলাভ না করে—
সম্যক্-বিনায়নী তৎপরতায়,
সুকেন্দ্রিক, সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী বাক্, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যী উদ্গতি নিয়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মসম্ভ্রম-তাৎপর্য্যই
অন্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে না;
আর, আত্মসম্ভ্রম মানেই হ'চ্ছে
পূর্ব্বপুরুষের বিনায়িত সঙ্গতি-সহ
সম্ভ্রমাত্মক স্বমর্য্যাদায় আত্মবিনায়ন—
নিরভিমান হ'য়ে। ৫০২৮।
১৮।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮-১০

তুমি যত যে-বিদ্যাই শিক্ষা কর না কেন,
যত কঠোর অনুশীলনী অনুচর্য্যায়

তা'কে আয়ত্তে আন না কেন,—
তা' যদি বৈশিষ্ট্যপালী অস্তিবৃদ্ধির
সর্ব্বসঙ্গত অনুপোষণী না হয়—
বাস্তব-বিনায়নায়,
কিংবা সত্তার অসৎ-নিরোধী তৎপরতার প্রস্তুতিকে
পরিপুষ্ট ক'রে না তোল বিহিতভাবে,
এমনতর যোগ্যতায়
অভিদীপ্ত না ক'রে তোলে তোমাকে—
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে,
চরিত্রকে তদ্‌বিভাবিকিরণী ক'রে,
এমন-কি, তা' যদি শুধুমাত্র
তোমার উপার্জ্জনের হাতিয়ার হ'য়ে থাকে—
ব্যক্তিত্বকে ঐ অমনতরভাবে
সংগঠিত না ক'রে,—
তা' কিন্তু ব্যর্থ ;
তুমি যা' উপার্জ্জন করেছ,
তা'তে তোমার
বা তোমার পারিবেশিক সত্তার
উৎক্রমণী উদ্গতি—
কিছুই কিন্তু হ'য়ে ওঠেনি,
একটা আহাম্মকী পরিবেদনার
ভারাক্রান্ত অর্ব্বুদের মতনই
ঐ ব্যক্তিত্ব তোমার,
তোমার গৌরবের কিছুই নয়কো তা' ;
বিদ্যা যদি বোধিমর্ম্মে বিনায়িত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে অন্বিত ক'রে না তোলে,
তা' কিন্তু বিদ্যাই নয়কো ;

ঈশ্বরই বোধদীপনা,
ঈশ্বরই বোধিসত্ত্ব,
ঈশ্বরই সত্তার আত্মিক সম্বেগ,
বিদ্যা অন্বিত হ'য়ে ঈশ্বরেই সার্থক হ'য়ে ওঠে। ৫০২৯।
১৮।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৯টা

তোমার ব্যক্তিত্ব যদি
সুকেন্দ্রিক সুসংশ্রয়ী না হ'য়ে ওঠে—
সুসঙ্গত আত্মবিনায়নায়,
প্রবৃত্তিগুলিকে সার্থক-অন্বয়ী ক'রে,
অনুশীলনী তৎপরতায়,—
তুমি যে বিষয়, ব্যাপার বা কর্ম্মে অভ্যস্ত—
তা' ছাড়া নূতন কিছুর সম্মুখীন হ'তে হ'লে
তা'কে নিষ্পন্ন করা
তোমার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে উঠবে,
লোকায়ত্তী সাত্ত্বিক-অভিদীপনা
তোমার ব্যক্তিত্বে
দক্ষ, কুশলকৌশলী বোধি-তৎপরতা নিয়ে
বাক্য ও চরিত্রে
উদ্ভাসিতই হ'য়ে উঠবে না ;
লোকে অন্তরের গভীরতম আকুতি নিয়ে
তোমার সত্তাকে
তা'দের সত্তা-সংশ্রয়ী ক'রে
সুনিবদ্ধই থাকতে পারবে না ;
নিজে গভীর না হ'লে
আত্মবিন্যাসী তৎপর অনুবেদনা নিয়ে
লোকের অন্তরের মর্ম্মস্থলকে

মর্ম্মদীপনায়
উদ্দীপিতই ক'রে তুলতে পারবে না,
যা'ই কিছু কর না কেন,
যেমনতর আবেগ নিয়েই তা' ধর না কেন,
মানুষের অন্তরে ভাসা-ভাসাই হ'য়ে থাকবে,
তোমার কর্ম্মনিবন্ধের কৃতিত্বও হবে
ভাসা-ভাসা ;
তোমার কর্ম্ম নিয়ে
আনুষঙ্গিকতায়
অনুচর্য্যাপরায়ণ যা'রাই হ'তে যাবে,
সুসঙ্গতিতে তা'দের নিয়ে
তুমি তা'তে নিমজ্জিত হ'তে পারবে না,
তোমার ব্যতিক্রমী বিভ্রান্ত অহং
সুকেন্দ্রিক সংশ্রয়ী অনুবেদনা-সহ
লোক-সংশ্রয়ী হ'য়ে
কা'রও অন্তরে নিবিষ্ট নিমজ্জনায়
আত্মবিস্তার ক'রে তুলতে পারবে না ;
ফল কথা,
কারও সহানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
ফুটন্ত প্রভান্বিত ক'রে
তা'দের ব্যক্তিত্বকে
তোমার ব্যক্তিত্বে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
বিভা-বিকিরণে
উদাত্ত আলিঙ্গনে আপন করা
তোমার পক্ষে অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে—
ঐ ব্যক্তিত্বে চারিত্র্য-অভিদীপনা

অসংন্যস্ত থাকায়
স্থকেন্দ্রিক না-থাকায়
স্থসংস্থ না-থাকার দরুণ—
ইষ্টানুগ শ্রেয়ানুদীপনা নিয়ে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী প্রযত্নে ;
তাই, তোমার উদ্দেশ্যানুযায়ী বল, কর,
তোমার ঐ বলা-করার সঙ্গতি
আচার-ব্যবহারে তোমার চরিত্রকে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক—
বিন্যাস-বিভূতির বিভা বিকিরণ ক'রে,
অমনতর বলা-করা যেন
একটা সাময়িক চালবাজী না হ'য়ে ওঠে,
যা' ধরেছ,
তা' যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন করতে না পার
ততক্ষণই যেন দক্ষ বোধিকুশলতা নিয়ে
লেগে থেকে
সক্রিয় তৎপরতায়
তা'কে নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার—
বাস্তবিক অভিব্যক্তিতে ;
যা' করবে,
তা' যতটুকুই হো'ক না কেন,
সবখানিই যেন
স্থসমাধান-সম্পন্ন নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
ঐ নিষ্পন্নতাই তোমাকে
বৃহত্তর পূর্ণতামুখী ক'রে নিয়ে চলবে ;
ঈশ্বর পূর্ণ,
তিনি যা'তে তাঁর অনুপ্রেরণী অনুদীপনায়

অনুশায়িত হ'য়ে
সংস্থিত হন,
আবার, ঐ পূর্ণ ক'রেই
পূর্ণ হ'য়েই
তিনি পূর্ণতরভাবেই অবশিষ্ট থাকেন। ৫০৩০।
১৯।৩।১৯৫৩, ৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার,
শুক্লা পঞ্চমী, সকাল ৯-১০

তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ঐ ইষ্ট
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
অনুকম্পী অনুবেদনা-প্রভ
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যেন হন ;
ঐ ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
তোমরা প্রত্যেকে
তদর্থ-অনুধ্যায়ী স্বার্থ নিয়ে
তোমাদের সত্তাসঙ্গত প্রবৃত্তিগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তদর্থে অন্বিত ক'রে তোল ;
এই আত্মানুবীক্ষণাকে
এই আত্মবিনায়নাকে
কখনই ত্যাগ ক'রো না,
বাক্যে, ব্যবহারে, চাল চলনে—
এক-কথায়, তোমাদের চরিত্রে—
ঐ বিনায়িত শ্রদ্ধোষিত
ইষ্টার্থপ্রাণ প্রীতি-অনুদীপনা
দীপনোচ্ছল বিকিরণা নিয়ে

উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক,
এমনি তৎপর হ'য়ে
তোমরা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গুচ্ছে বিন্যস্ত হ'য়ে
দুনিয়ায় সবার ভিতরে ছিটিয়ে পড় ;
ধনিক, শ্রমিক
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য
তদনুপাতিক উচ্ছল প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে —
সবাইকেই শ্রমকুশল অনুদীপনায়
শ্রম-সুখপ্রিয় ক'রে তোল,
নজর রেখো —
সবাই যেন সবার স্বার্থ হ'য়ে পড়ে,
প্রত্যেকে যেন
ঐ সুকর্ম্মা তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
বুঝতে পারে—
তা'র স্বার্থ সবাই,
আর, সবার স্বার্থকে
ইষ্টার্থ-অনুপ্রাণনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
সবাইকেই উন্নত-অভিযান-মত্ততায়
সলীল ক'রে তোল,
প্রত্যেকেই যেন
তোমাদেরই স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
সবাই যেন বুঝতে পারে—
তোমরা তা'দের প্রত্যেকেরই স্বার্থ,
এমনি ক'রেই প্রত্যেককে
যোগ্যতায় উচ্ছল ক'রে তোল,
প্রত্যেকেই যেন

যোগ্যতার জীবন-প্রবাহ হয়,
এমনতর ক'রে প্রত্যেককেই,
প্রত্যেক পরিবারকেই,
প্রত্যেক পরিবেশকেই
উচ্ছল বিভবে বিভবান্বিত ক'রে তোল,
তা'দের বৈশিষ্ট্যমাফিক
প্রতিপ্রত্যেকের উৎপাদন যেন
এমন বিপুল ও প্রচুর হ'য়ে ওঠে,
যা'তে ঐ প্রাচুর্য্যের প্রভাবই
তাদের অন্তরগুলিকে সঙ্কীর্ণ হ'তে না দেয়,
মিতব্যয়ী সংযমী ক'রে তোল,
প্রভুত ইষ্টার্থ-অনুসেবী
সুবিন্যস্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক'রে তোল;
তা'রা প্রত্যেকেই যেন বুঝতে পারে—
এই বিভব তা'দের সত্তা নয়কো,
অস্তিবৃদ্ধির অনুসেবাই তা'দের ধর্ম্ম—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টীতপা অনুবেদনা নিয়ে;
আর, ইষ্ট মানেই হ'চ্ছে—
এমনতর একজন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শুভ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ,
যে-মানুষ প্রত্যেক অন্তরের জীবন-প্রদীপ;
তাঁ'র সার্থকতাই
তা'দের যেন জীবনস্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
অস্তিবৃদ্ধির মহান অভিযান নিয়ে,
ঈশ্বরে আত্ম-নিবেদন-যাগ-তৎপরতায়,
আর, তোমরা যেন অনুভব করতে পার—
তা'দের সব্যষ্টি

সামগ্রিক উন্নতি-অভিযানই হ'চ্ছে
তোমাদের আত্মবিনায়নী ধৃতির
উৎসারণী অনুস্থিতি ;

তোমরা ঐ স্থিতি-বিনায়িত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
তোমাদের অস্তিবৃদ্ধিকে অমনি ক'রেই
তোমাদের ইষ্টে—
তোমাদের ঈশ্বরে
উদ্ভাসিত স্বস্তি-অভিনন্দনায়
আত্মোৎসর্গ ক'রে
যা'তে ধন্য হ'য়ে উঠতে পার—
জীবনকে এমনই কলস্রোতা ক'রে পরিচালিত কর ;

তোমাদের অনুচর্য্যায়
প্রত্যেকটি উদ্গাত জীবন
যা'রা নন্দনাপ্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে—
তোমাদের অন্তর্দীপনী আকূতি-সম্বেগে সুনিবদ্ধ থেকে,—
তা'রাও যেন ঐ উৎসর্জ্জনায়
নিজের জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে—
স্বস্তির প্রশস্ত সামগানে,
উদগাতার গীতগম্ভীর উন্মাদনা নিয়ে,
এমনি ক'রেই তোমরা সবাই
আপূরিত হ'য়ে ওঠ,
আপোষিত হ'য়ে ওঠ,
সুসংরক্ষিত হ'য়ে ওঠ ;

ঈশ্বর সবারই পূরণ-দীপনা,
সবারই পোষণ-প্রসিদ্ধি,
সবারই সংরক্ষণী সম্বেদনা,

সুসংহত শক্তি-উচ্ছল সামসঙ্গীত,
পরাক্রমের পরম প্রব্রজ্যা । ৫০৩১ ।
১৯।৩।১৯৫৩, বেলা ৯-৫০

ইষ্টার্থ-সংশ্রয়ী হ'য়ে—
তোমার অস্মিতা যতই রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে—
আত্মবিনায়নী তৎপরতা নিয়ে,
আপ্যায়নী অনুবেদনার
উৎসাহ-সন্দীপ্ত বাক্ ও ব্যবহারে,
উদ্দেশ্য-অধ্যুষিত নিয়মন-তৎপরতায়,
কুশলকৌশলী দক্ষ বোধিদীপনায়,—
তুমি অন্যের অস্মিতাকেও ততই
তোমাতে অন্বয়ী উৎসাহমণ্ডিত ক'রে
যোগদীপ্ত অনুবেদনায়
নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে ;
সবাই মনে করবে—
তুমি তা'দের সরাসরি স্বার্থ,
বোধায়নী দক্ষ উপদেষ্টা,
নিয়মনী যন্তা ;
তা' ভেবে,
তেমনি ব'লে,
আর তেমনতর ক'রে
তা'রা ধন্য হ'য়ে উঠবে—
নন্দনার আতিশয্যে,
ফল কথা, অমনতর যতই হ'য়ে উঠবে,
অন্যের সংশ্রয় ও সঙ্গতি
তোমার উদ্দেশ্যমুখর অনুবেদন-অনুশ্রয়ী হ'য়ে

তোমাতেই তৎপর হ'য়ে উঠবে—
তা'দের স্বতঃ-সলীল তৎপরতাগুলিকে
বিন্যাস ক'রে তোমাতে—
তোমার উদ্দেশ্যে,
এই হ'চ্ছে—
স্বাভাবিক অনুরঞ্জনী অধিগমন ;
চাই—
ইষ্টার্থ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
ইষ্টার্থকে স্বার্থ করা,
ইষ্টকর্ম্মতৎপর হ'য়ে
নিজেকে ইষ্টীতপা ক'রে তোলা ,
ইষ্টানুগ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
অন্যের অস্মিতা ও উৎসাহকে
সুদীপ্ত উৎক্রমণায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলা—
অচ্ছেদ্য সঙ্গতি-নিবদ্ধ ক'রে,
আর, স্বতঃ-সলীল সহানুভূতি ও উৎসাহ-নন্দনায়
অন্যকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা,
নিজের অস্মিতাকে
তা'দের অস্মিতায়
তা'দের ভিতরে অনুশায়িত ক'রে
চলতে চেষ্টা করা ;
চল এমন ক'রে—
লাখ গুচ্ছ থেকেও এক গুচ্ছের মত—
পারস্পরিকতা নিয়ে
পরস্পর পরস্পরের হ'য়ে,
সনির্বন্ধ উদাত্ত আলিঙ্গনে,

প্রস্তুতি ও বোধি-তৎপরতায় সুব্যবস্থ হ'য়ে,
পরাক্রমে পরিদৃপ্ত ক'রে,
পরিদৃপ্ত হ'য়ে,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত থেকে—
কর্ম্মতৎপর দীপনরাগে,
উদ্গাতির সুবর্দ্ধনায়
সম্বেগদীপ্ত ক'রে সবাইকে ;
এতে তুমিও সার্থক হবে,
আর, ঐ সার্থকতায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে সবাই ;
ঈশ্বর সঙ্গতির পরম কেন্দ্র,
সার্থকতার অন্বিত অর্থ,
সংহতির সনির্বন্ধ যোগনিবন্ধ,
পরাক্রমের প্রচণ্ড সম্বেগ। ৫০৩২।
১৯।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫-২৫

সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-সংশ্রয়ী
প্রেরণাপ্রদীপ্ত আপ্যায়না,
সৌজন্যপূর্ণ অনুচর্য্যা,
আত্মিক-সম্বেগী বাক্, ব্যবহার
ও উৎফুল্ল অস্মিতার স্ফুরিত বিভা নিয়ে
যা'রা তোমাতে আপ্যায়না-প্রবুদ্ধ নয়কো,
বরং অবজ্ঞাপ্রবণ, স্বার্থপর, কপট,
উদ্ধত আক্রুদ্ধ,
তা'দিগকেও যেন
অর্থাৎ তা'দের অন্তর্নিহিত অস্মিতাকেও যেন
নন্দিত উদাত্ত সম্বেগে

তোমাতে আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পার,
আর, তোমার প্রশংসা-পরিচর্য্যা
যেন তা'দের গৌরবের হ'য়ে ওঠে,
তা'রা যেন ধন্য মনে করে নিজদিগকে—
ঐ আপ্যায়না-মণ্ডিত
কিংবা আপ্যায়নী-অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে তোমাতে ;
এমনতর আচার, ব্যবহার,
কথা ও করণের ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে ইষ্টানুগ অনুশাসনে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
সৎ-উদ্গতিপরায়ণ ক'রে তোল—
তোমার আন্তরিক অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত ক'রে ;
মনে রেখো—
যা'রা তোমার শ্রী-কাতর,
তোমার বিভবে ক্ষুব্ধ,
তোমার সম্মানে যা'রা নিজেদের
অপদস্থ ব'লে মনে করে,—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
তোমার হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যা
উদ্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণা
আত্মীয়তার অনুবন্ধ
তা'দিগকে এমনভাবে পরিবেষণ করা উচিত—
সুতীক্ষ্ণ, সতর্ক, নিরাপত্তা-নিবদ্ধ অনুচলনে
সব সময় নিজেকে সংরক্ষিত রেখে,—
যা'র ফলে তা'রা
তোমার ঐ উদাত্ত-প্রাণ-প্রদীপ্ত আত্মিক অনুবেদনায়
নিমগ্ন হ'য়ে

নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করে,
আর, তোমার ঐ তীক্ষ্ণ সন্ধিৎসা,
সুসঙ্গত বোধবীক্ষিত নিয়মন,
উৎসাহ-উদ্দীপনী নজর, অনুচর্য্যা
ও নিবিড় অনুকম্পায়
নিষিক্ত ও আপ্লুত হ'য়ে ওঠে ;
মনে ক'রো—
তোমার সঙ্গতি ও সাহচর্য্যে
তাঁদের যে আত্মপ্রসাদ
সেই আত্মপ্রসাদই তোমার উপঢৌকন ;
ঈশ্বরই আত্মিক নন্দনা,
ঈশ্বরই অসৎ-আসক্তিরও জীবন-সম্বেগ,
তিনিই পরম মিত্র। ৫০৩৩।
১৭।৩।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি বোধিসত্ত্ব-সংশ্রয়ী হ'য়ে
আত্মবিন্যাস-তৎপরতায়
সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে অন্বিত হ'য়ে
প্রজ্ঞাবান স্থবির হও,
কিন্তু ঐ প্রজ্ঞা-পরিস্রুত জীবন-সম্বেগ
তারুণ্য-তরতরে হ'য়ে
উচ্ছল হ'য়ে চলুক—
দক্ষ, কুশল, কূটপরিবেদনার
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
অস্তিবৃদ্ধির নিরাপত্তাকে
অটুট-বিনায়নায় সুসংরক্ষিত ক'রে ;
জীবন ও জীবন-বিভবকে

এমনি ক'রে উপভোগ কর,
আর, ঐ উপভোগ
পারিজাত-স্ফুরণায়
ঈশ্বরে অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে উঠুক,
নিজেকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল তাঁতে ;
ঈশ্বরই পরমপ্রজ্ঞা,—
বোধিকুশল সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের
পরিস্রুত ছান্দিক অভিগমন,
ঈশ্বরই কূটসমীক্ষ অসৎ-নিরোধী তৎপরতা। ৫০৩৪।
১৭।৩।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭টা।

জননকে যদি
বৈধী বিনায়নায়
প্রকৃষ্ট ক'রে না তুলতে পার—
জনন-অনুশাসনী অনুশাসন-অনুক্রমায়,
সুকেন্দ্রিক অস্তিবৃদ্ধির নিয়মনে,
অভিব্যক্ত মূর্ত্ত বিগ্রহে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
সহজ স্বচ্ছন্দ অনুশীলনী সলীল সঙ্গমে,—
তাহ'লে কিন্তু লাখ চেষ্টা কর,
ঐ ব্যভিচার-বিজৃম্ভী জনন
অপজাতকের সৃষ্টি ক'রে,
তোমার জাতি-সংগঠন-পরিকল্পনাকে
ধূলিসাৎ ক'রে দেবে,—
পারবেই না কিছুতেই,
হবে না কিছুতেই ;

আগে চাই মানুষ,
তবে তো জাতি,
আগে চাই সুপুষ্ট ব্যষ্টি,
তবেই তো সন্দীপ্ত সমষ্টি,
আগে চাই উত্তমের আবির্ভাব,
শুভ জন্মের সুসঙ্গত পরিপ্লাবনী বিস্তার,
তবে তো অমঙ্গলের তিরোভাব;
আলোকে উচ্ছল ক'রে তোল,
অন্ধকার দূরীভূত হবে আপনিই,
মনে রেখো—
জাতিগঠনের চাবিকাঠিই হ'চ্ছে
প্রকৃষ্ট জনন-প্রদীপনা,
এবং তৎসন্দীপী সুসঙ্গত আন্দোলন;
সুকেন্দ্রিক পুরুষ
ও পাতিব্রত্য-যাগ-জৃম্ভিত নারীর
সুসঙ্গত মিলনের ভিতর-দিয়েই
সুষ্ঠু জাতি জন্মগ্রহণ করে,
জাতিকে যদি হৃষ্ট-পুষ্ট বলশালী ক'রে
পরস্পরের যোগনিবন্ধে
পরস্পরকে সার্থক-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে চাও,
তবে ও ছাড়া উপায় নাই;
ঈশ্বর শক্তি-সঙ্গর্ভী
শিবদ-সিন্ধু,
স্বস্তি-সম্বুদ্ধ উৎস-বিচ্ছুরিত
সৃজন-প্রপাত—

পরম ধাতৃ। ৫০৩৫।

১৭।৩।১৯৫৩, রাত্রি ১০-৫৫

মানুষের অস্মিতাকে খোঁচা না মেরে,
অস্তিবৃদ্ধির আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়—
যা' ঐ অস্মিতাকে শোভন-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে,
তেমনতরভাবে যেমন বলবার,
যেমন ক'রে চলবার,
তেমন ক'রেই ব'লো,
তেমন ক'রেই চ'লো ;

অস্মিতা চায়
পরিবেশের অস্মিতায় দাঁড়িয়ে
আত্মবিস্তার করতে,
তুমি যদি সংঘাতে তা'কে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোল,—
তোমার অস্মিতা তা'কে হারাবে,
আর, এ হারান শুধু ভেদই নয়,
জঞ্জাল ও বিরোধই সৃষ্টি হবে তা'তে,
ন্যায়ের ন্যায্য চলন ব্যাহতই হবে ক্রমশঃ ;
শ্রেয়-সম্বেগে, সং-অনুসন্ধিৎসায়,
পরিবেশ-সন্দীপী তপশ্চর্য্যায় আত্মনিয়োগ কর,—
ফলে, একানুবর্ত্তিতায় নিয়ন্ত্রিত হও,
তদর্থে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে তোল,
তা'তে তোমার যা'-কিছু সব ঝেড়ে ফেলে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ উৎসর্গীকৃত অস্মিতাকে
অনুচর্য্যী উদ্দীপনায়
সকলের ভিতর চারিয়ে দিয়ে
তা'দিগকে
সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে তোল তোমাতে,—
বিপর্য্যয়ের হাত হ'তে অনেক এড়াবে,

তোমার নিজের বুকখানাও
প্রীতি-আবেগে ভরাই থাকবে,
যত অভাবই আসুক—
অভাব-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়বে না তুমি,
ঐ ভাবদীপ্ত শক্তি, মেধা, বুদ্ধি,
নিয়মন-কুশল উদ্দীপনাই
তোমাকে অভিনন্দিত করবে ;
ঈশ্বর সবারই আত্মিক সম্বেগ,
ঐ সম্বেগের প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট বিজৃম্ভণই—
অস্মিতা,
ঈশ্বর
সব অস্মিতার উদয়নী মর্ম্ম। ৫০৩৬।
২০।৩।১৯৫৩, ৬ই চৈত্র, শুক্রবার,
শুক্লা ষষ্ঠী, সকাল ৮-৩০

মনে রেখো—
তোমাদের রাষ্ট্রসংস্থার কোন কর্ম্মচারীই যেন
ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-অনুচর্য্যায়
বিরত না হ'য়ে
নিরতই হয় ;
ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অনুচর্য্যায়
তোমার বিধান-অনুশাসনকে
অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণায় বিনায়িত ক'রে
যদি কেউ দণ্ডিত হয়
বা ঐ অনুচর্য্যায় নিরত থাকার দরুন
কোনরূপ কুটিল ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তনে প'ড়ে
নিষ্পেষিত হয়,

তবে অবিলম্বে তা'কে ঐ ষড়যন্ত্রের
প্রতিবন্ধ হ'তে
নিরাকৃত ক'রতে ত্রুটি ক'রো না ;
অস্তি-বৃদ্ধি-বিনায়নী বিধান-অনুশায়ী বিধি
যদি প্রণয়ন না কর—
বিনায়নার কুশলকৌশলী তৎপর ধারাকে
বিধায়িত ক'রে—
যে-ধারার ধুরন্ধর বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
অস্তি, বৃদ্ধি, ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ইত্যাদির অনুচর্য্যা অবাধ হ'য়ে উঠতে পারে—
স্বচ্ছন্দ সলীল সুসঙ্গত
ছান্দিক সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
তবে সে-বিধান অন্ধ, উদ্ধত
বা দলনদৃপ্ত ছাড়া আর কিছুই নয়কো ;
তাই, খুশিমত যা'-তা' বিধান
সৃষ্টি করলেই হবে না,
তা'তে মানুষের অস্তিবৃদ্ধি
সলীল ছন্দে বিনায়িত হ'য়ে
অনুশাসন-আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠবে না—
প্রতিপ্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি রেখে,
আবার তা'তে, তা'দের সত্তাও ছন্দায়িত হ'য়ে
বিধানমাফিক
সম্বর্দ্ধনার সলীল সংক্রমণে চলতে পারবে না ;
তাই, এমনতর বিধান-বিনায়নই শ্রেয়—
যা' নাকি মানুষের অস্তিবৃদ্ধিকে ধারণ ক'রে
স্বচ্ছন্দে ছন্দায়িত ক'রে তোলে—
সাবলীল চলন-তাৎপর্য্যে ;

নয়তো, তা' মানুষকে বিব্রত, বিড়ম্বিত,
বিক্ষত, বিদগ্ধ ক'রে তুলবে,
তাই, তোমার ব্যক্তিত্ব যদি
সুকেন্দ্রিক বোধ-বিনায়িত হ'য়ে
সংগঠিত হ'য়ে থাকে,
তবেই তুমি পারবে তা',
নয়তো নয় ;
তোমার বিধি যেন মরণ-পন্থী না হয়,
মানুষকে নিরাপত্তায় সুদৃঢ়,
সম্বর্দ্ধনায় দৃপ্ত
ও প্রবোধনায় প্রদীপ্ত করতে গিয়ে
মরণে তা'কে নিঃশেষ ক'রে ফেলো না—
মূর্খতার খরতর সংঘাতে ;
ঈশ্বরই মানুষের অস্তিবৃদ্ধি,
ঈশ্বরই পাবক পুরুষ,
ঈশ্বরই বিধি,
অস্তিবৃদ্ধি যেখানে সার্থক,
ঈশ্বরও বিধি-বিনায়িত সেখানে। ৫০৩৭।
২০।৩।১৯৫৩, রাত্রি ১০-৩০

মেয়েদের বৈধানিক সহন-ক্ষমতা
বা নিরোধ-ক্ষমতা
পুরুষের অন্ততঃ দ্বিগুণ,
পুরুষ, যত শীঘ্র সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে,—
নারী তেমনতর নয়,
আর, এই সহন-ক্ষমতা আছে ব'লেই
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়েও তা'রা কম নয় ;

আবার, এই সহন-ক্ষমতার অন্তর-মর্ম্মই হ'চ্ছে
যোগাবেগ-সম্ভূত রজস্-দীপনা,—
ঐ রজস্-দীপী যোগাবেগ নিয়ে
তা'রা এমনভাবে পুরুষের সহিত
অন্বিত হ'য়ে উঠতে পারে,
যার ফলে, তা'রা ঐ পুরুষদেহেরই
অঙ্গ-স্বরূপ হ'য়ে ওঠে—
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
তা'র অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্বকে
উৎসর্গীকৃত ক'রে,
উৎসারণী আবেগ-অনুকম্পায় ;
তাই, তা'রা যদি
শ্রেয়কেন্দ্রিক সুষ্ঠু সঙ্গত হ'য়ে
নিজেদের তদনুগ নিয়মনে নিয়ন্ত্রিত করে—
ইষ্টার্থ-পরিবেদনায়,—
তা'রা হ'য়ে ওঠে—
রজস-রঞ্জনী দীপপ্রভ
আবেগ-উর্জ্জিত অনুবেদনতৎপর—
একনিষ্ঠ প্রদীপ্ত আগ্রহে—
নিরবচ্ছিন্নভাবে ;
তাই, তা'রা স্বভাব-শুশ্রূষিণী,
পরিচর্য্যা তা'দের সাত্ত্বিক ধর্ম্ম,
তা'রা যদি বিকৃত না হয়—
তা'দের ঐ আবেগময়ী উদাত্ত অনুগমন
স্বতঃ-সলীল ও স্বাভাবিক,
পৌরুষ-বীর্য্যকে তা'রা তাদের রজস্-দীপনায়
পরিদৃপ্ত ক'রে

বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত ক'রে তুলতে পারে ;
ইষ্টনিষ্ঠা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সদাচার,
অস্তিবৃদ্ধির বিনায়ন-দীপ্ত তৎপরতা
স্বভাবসিদ্ধ তা'দের,
তাই, তা'রা ধাত্রী,
তাই, তা'রা জননী,
তাই, তা'রা বিবর্ত্তনার বিবর্দ্ধনী অনুপ্রেরক ;
ঈশ্বর সবারই অন্তরে আবেগ-প্রতিভা,
সুকেন্দ্রিকতায় তিনি বিবর্ত্তন-আকূতি,
তিনিই জীবনের ধাতা,
তিনিই নারী-পুরুষের
একনিষ্ঠ মিলন-সম্বেগ,
যোগবাহী অনুদীপনী অনুচর্য্যা। ৫০৩৮।
২০।৩।১৯৫৩, বেলা ১০-৪৫

---

# সূচীপত্র